

মোটর ড্রাইভিং ট্রেনিং এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে করণীয়

মোঃ মিজানুর রহমান



স্বত্বধিকারী

পাথওয়ে (একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা)

প্রকাশক

পাথওয়ে মিডিয়া সেন্টার

প্রকাশকাল

১ম সংস্কারণ ০১লা জুলাই ২০২২ খ্রিঃ

মুদ্রণে

পাথওয়ে মিডিয়া সেন্টার

সার্বিক সহযোগিতায়

মোঃ শাহিন, নির্বাহী পরিচালক, পাথওয়ে

বই প্রাপ্তিস্থান

সরাসরি যোগাযোগঃ ০১৩২১-২৩২৯৮২

www.pathwayshop.com.bd

পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল- গভঃ রেজিঃ ১১৬/১৮

৪৮/৩, বিআরটিসি স্টাফ কোয়ার্টার মার্কেট,

সেনপাড়া পর্বতা, কাফরুল, মিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬।

ফোনঃ ০২-৫৮০৫০৯৫৫, মোবাঃ ০১৩২১-২৩২৯৮২

 facebook.com/PathwayDrivingTrainingSchool/

 pathwaybd.org/driving-school-in-dhaka

 youtube.com/pathwaybd

 **পাথওয়ে**

মূল্য : ২২০ (দুইশত বিশ) টাকা মাত্র

www.pathwaybd.org

উপক্রমণিকা

পাথওয়ে

পাথওয়ে দেশের অন্যতম একটি অগ্রসরমান বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। দেশব্যাপী পাথওয়ে এর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা সমাজের তৃনমূল পর্যায়ের অসহায় দরিদ্র মানুষের সেবায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের মূল লক্ষ্য দেশের পিছিয়ে অসহায়/দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত কর্মজীবী মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গ ও বেদে সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়তা করা। পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল পাথওয়ে এর একটি সহযোগী অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। যেহেতু পাথওয়ে একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা তাই আমাদের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং মানবকল্যাণের জন্য কাজ করা। অন্যান্য ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুলের তুলনায় অত্যন্ত কম কোর্স ফি গ্রহণ করে আমরা ড্রাইভিং ট্রেনিং প্রদান করছি। যারা নামমাত্র কোর্স ফি দিয়ে নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলতে চান, তাদেরকে পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল হতে ড্রাইভিং ট্রেনিং গ্রহণ করার জন্য আহবান করছি। এছাড়াও আমরা সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদের বিনামূল্যে ড্রাইভিং ট্রেনিং এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফি'ও প্রদান করছি।

জনাব, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মিজানুর রহমান বইটি লিখে আমাদের দেশে বিশেষ করে যারা ড্রাইভিং ট্রেনিং নিবেন তাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকার করেছেন। এ বইটি পড়ে বিশেষ করে মোটরযান ড্রাইভিং ট্রেনিং এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালকসহ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আমি আশা করি।

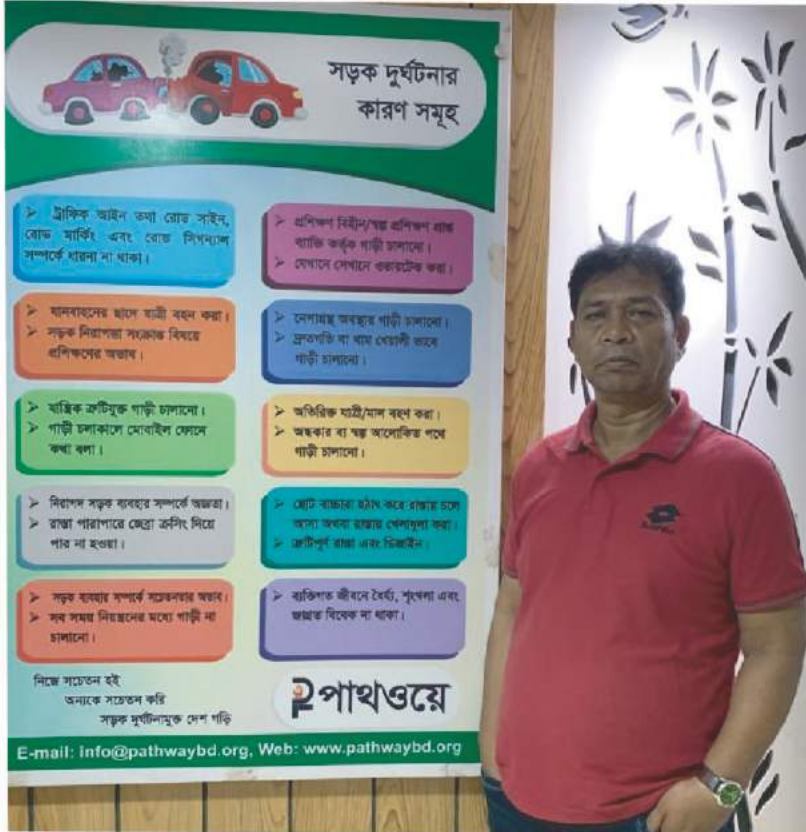


মোঃ শাহিন
নির্বাহী পরিচালক
পাথওয়ে

ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকলদেশে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েই চলছে। এটি যেন আজ একটি মহামারি আকার ধারণ করেছে। এই সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে দক্ষ চালক, ত্রুটিমুক্ত যানবাহন, যাত্রী-পথচারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সড়ক ব্যবহারের সঠিক নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। যে কোন চালককে মোটর গাড়ী চালাতে হলে তাকে অবশ্যই সঠিক নিয়মে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি একজন চালককে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে। এই ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করে থাকে 'বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি' (BRTA)। ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হলে বর্তমানে BRTA-এর সকল অফিসে লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাই এই বিষয়গুলো এই বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে এছাড়াও একটি গাড়ী চালানোর নিয়ম/পদ্ধতি, ট্রাফিক আইন, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন, রুট পারমিট এবং ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে এই বইটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

আশা করি আমার লেখা বইখানা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও সড়ক দুর্ঘটনা রোধে করণীয় এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পরীক্ষায় পাশ করতে সহায়তা করবে বলে আশাবাদী।



মোঃ মিজানুর রহমান (ইঞ্জিনিয়ার অটোমোবাইল)
ইনস্ট্রাক্টর (মোটর ভেহিক্যাল)-পাথওয়ে
রোড সেফটি ট্রেনার

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
একজন আদর্শ চালক হতে হলে কি কি গুণাবলী থাকা উচিত	০১
গাড়ী চালানোর পূর্ব পরীক্ষা	০২
সড়ক ব্যবহারের নিয়ম	০৩
রাস্তার সাংকেতিক চিহ্ন.....	০৪
বাধ্যতামূলক না সূচক চিহ্ন.....	০৫
বাধ্যতামূলক হ্যাঁ সূচক চিহ্ন.....	০৬
সতর্কতামূলক চিহ্ন.....	০৭
তথ্যমূলক চিহ্ন.....	০৯
দিক চিহ্ন.....	১০
সম্পূরক প্লেট সমূহ.....	১১
রোড সাইনের ব্যবহার.....	১২
রাস্তার সংকেত.....	১৪
ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক হাতের সংকেত.....	১৫
ট্রাফিক লাইট সংকেত.....	১৬
রোড মার্কিং.....	১৭
রাস্তা বরাবর রোড মার্কিং.....	১৮
রাস্তার রেখা চিহ্ন এবং এর ব্যবহার.....	১৯
গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পানিতে পড়ে গেলে করণীয়.....	২০
দলবদ্ধভাবে নিরাপদে মোটরসাইকেল চালনায় করণীয়.....	২১
দলবদ্ধভাবে মোটরসাইকেল চালনায় জরুরী সংকেত.....	২২
চালকের হাতের সংকেত.....	২৩
স্টপিং এবং পার্কিং.....	২৩
মৌলিক ট্রাফিক আইন.....	২৪
হর্ণের ব্যবহার.....	২৫
সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ.....	২৫
ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া.....	২৬
জিগজাগ টেস্ট.....	২৯
র্যাম্প টেস্ট.....	২৯
রোড টেস্ট.....	২৯
ড্রাইভিং লাইসেন্স.....	৩০
ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার একটি নমুনা প্রশ্নপত্র.....	৩১
হাইওয়ে কোড এবং নীতিমালা	৩৩
সড়ক ব্যবহার বিধির অপরাধ, আইন ও ধারা এবং সর্বোচ্চ শাস্তি.....	৩৪
স্টিকার ফাইন এবং যেসব অপরাধের জন্য স্টিকার মামলা হয়.....	৩৮
রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট.....	৩৮
মোটর গাড়ীর ফিটনেস সার্টিফিকেট.....	৩৮
মোটর যানের রুট-পারমিট ইস্যু নবায়ন.....	৩৯

রুট-পারমিটের মালিকানা হস্তান্তর.....	৩৯
রুট পারমিটের প্রতিলিপি ইস্যুকরণ.....	৩৯
মোটর সাইকেল ও ট্রাই-সাইকেল এর জিগজাগ টেস্ট.....	৪০
ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স.....	৪০
মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন এবং ফিটনেস.....	৪০
ওভারটেকিং এবং পাসিং.....	৪১
প্রতিকূল অবস্থায় গাড়ী চালানো.....	৪২
বাংলাদেশ জাতীয় গতিসীমা.....	৪৩
জরুরী কাজে নিয়োজিত গাড়ী.....	৪৩
স্টপিং ডিসট্যান্স.....	৪৩
নিরাপদে গাড়ী চালানো.....	৪৪
প্রাথমিক চিকিৎসা ও নিরাপত্তা.....	৪৪
সড়ক দুর্ঘটনাজনিত ইনজুরি প্রতিরোধে করণীয়.....	৪৫
বাধামুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা.....	৪৫
ইএফআই ইঞ্জিন.....	৪৬
ভিবিটি-আই ইঞ্জিন.....	৪৬
অটো মেকানিজম.....	৪৬
ইঞ্জিন ফুয়েল সিস্টেম.....	৪৯
পেট্রোল ইঞ্জিন ইগনিশান সিস্টেম.....	৫০
ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেম.....	৫১
ইঞ্জিন লুব্রিকেটিং সিস্টেম.....	৫২
ইঞ্জিন পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেম.....	৫৩
ক্লাচ.....	৫৪
ব্রেক সিস্টেম.....	৫৪
স্টিয়ারিং সিস্টেম.....	৫৫
গাড়ীর নিয়ন্ত্রন যন্ত্র সমূহ.....	৫৫
ব্যাটারী.....	৫৬
সিএনজি.....	৫৭
ক্যাটালাইটিক কনভার্টার.....	৫৮
এগজস্ট গ্যাস এনালাইজার.....	৫৮
ইঞ্জিন এনালাইজার.....	৫৮
গাড়ীর প্রাথমিক যন্ত্রপাতি.....	৫৮
টায়ার.....	৫৮
সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার.....	৫৯
পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর.....	৭২
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর.....	৭৫
শব্দ দূষণ.....	৮৪
নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব.....	৮৫
চালকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ.....	৮৮
ঢাকা থেকে বিভিন্ন জেলার সড়ক পথের দূরত্ব.....	৯১

একজন আদর্শ চালক হতে হলে কি কি গুণাবলী থাকা উচিত

- ১) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ একজন চালক হওয়ার জন্য নূন্যতম অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং বাংলা, ইংরেজী লিখতে ও পড়তে পারা প্রয়োজন। বাস্তবে দেখা যায় যেসব চালকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভাল তাদের ড্রাইভিং দক্ষতা খুব ভাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা গাড়ি চালনা পেশার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ২) ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলাঃ সাধারণত মনে করা হয় একজন ড্রাইভার দ্রুত গতিতে গাড়ী চালাতে পারলেই ভাল ড্রাইভার হন, আসলে এ ধারণা ভুল। যদি না তিনি সড়ক ব্যবহারবিধি/ ট্রাফিক আইন না জানেন। একজন আদর্শ ড্রাইভার হিসেবে অবশ্যই সড়কের বিভিন্ন ব্যবহারবিধি/ট্রাফিক নিয়ম কানুন ভালভাবে জানতে হবে।
- ৩) দায়িত্ববোধঃ আপনি যখন গাড়ী চালাবেন তখন আপনার নিজের নিরাপত্তা, গাড়ীতে বসা যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং পথচারীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে। কারণ আপনার সামান্যতম ভুলের কারণে আপনার, যাত্রী এবং পথযাত্রীদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কাজেই আপনি যদি দায়িত্বের সাথে সঠিকভাবে মনোযোগী হন তাহলে আপনার পক্ষে ট্রাফিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সুন্দর ও স্বাবলীল ভাবে গাড়ী চালানো সম্ভব হবে।
- ৪) যান্ত্রিক জ্ঞানঃ একজন চালক হিসেবে আপনাকে অবশ্যই ইঞ্জিন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকতে হবে। নতুবা আপনি ভালো চালক হতে পারবেন না। যেমনঃ ইঞ্জিনের ফুয়েল সিস্টেম, লুব্রিকেটিং সিস্টেম, ব্রেক সিস্টেম এর সাথে সম্পর্কযুক্ত পার্টসগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। তাছাড়া ডিজেল ইঞ্জিনের এয়ার লক, পেট্রোল ইঞ্জিনের ভেপার লক সমস্যা এবং এগুলোকে কিভাবে প্রতিকার করা যায় তা জানা থাকতে হবে। ইহা ছাড়াও ইঞ্জিনের ছোট খাটো ত্রুটি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা দরকার।
- ৫) আত্মবিশ্বাসঃ অভিজ্ঞতার সাথে সাথে যেমন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় তেমনি অধিক আত্মবিশ্বাস আবার দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। অনেক সময় নতুন চালকগণ ট্রাফিক শ্রোতের ভীড়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং দুর্বল আত্মবিশ্বাস দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।
- ৬) ধৈর্য্যঃ কথায় আছে 'ধৈর্য্য' একটি মহৎ গুণ। যেমনঃ আপনি সামনের গাড়ীর চালকের কাছে সাইড চাইলেন, আপনাকে সাইড দিলেন না বরং আরো আপনাকে বাধার সৃষ্টি করলেন। তাই বলে আপনি ধৈর্য্য হারিয়ে তার প্রতিশোধ নিজেই নিতে পারবেন না এতে করে দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। আর কোন ভাবেই প্রতিযোগীতামূলক মানসিকতা নিয়ে গাড়ী চালাবেন না। মনে রাখবেন যাদের ধৈর্য্য বেশী তারা জীবনে বেশী উন্নতি করতে পারে। অতএব, আপনি গাড়ী চালান ধৈর্য্য সহকারে তা হলেই আপনি একজন আদর্শ চালক হবেন।

গাড়ী চালানোর পূর্ব পরীক্ষা

রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার পূর্বে গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেওয়া খুবই জরুরী। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার আগে গাড়ির ইঞ্জিন, ক্লাচ, ব্রেক, চাকা, হর্ণ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। নতুবা রাস্তায় যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ গাড়ির অন্যান্য কাগজপত্র সব ঠিক আছে কিনা তাও দেখে নিতে হবে।

প্রতিদিন গাড়ি গ্যারেজ থেকে বের করার পূর্বেই নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা জরুরী-

- * গাড়ির নীচ ও আশপাশ
- * চাকার নাট ও বোল্টসমূহ
- * টায়ারের ট্রেডের মধ্যে পাথর/ইটের টুকরো/মাটি
- * ব্যাটারির ফ্লুয়িড/ড্রাইসেল
- * ইঞ্জিন অয়েল/ ব্রেক ফ্লুয়িড
- * স্পেয়ার চাকা ও হাওয়া
- * ড্যাশবোর্ড অন হলে সববাডি জ্বলে কিনা
- * গিয়ার নারা চারা করে দেখা
- * ব্রেক লাইট
- * ইন্ডিকেটর ও হ্যাজার্ড লাইট সমূহ
- * চাকায় হাওয়ার প্রেসার
- * টায়ারের খাজ/ট্রেড-এর গভীরতা
- * রেডিয়েটরের পানি
- * ব্যাটারির সংযোগসমূহ
- * গিয়ারে অয়েল
- * ড্রাইভ বেল্ট
- * প্রয়োজনীয় টুলস
- * ক্লাচ, এঙ্গেলেটর ও ফ্লিব প্যাডেল
- * পার্কিং ব্রেক/হ্যান্ড ব্রেক
- * হেড লাইট

এছাড়াও ঠান্ডা ইঞ্জিন চালু করার পর অবশ্যই অন্তত ১০মিঃ ওয়ার্ম আপ করে নিতে হবে।

গাড়ি চালনাকালে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সাথে রাখা আবশ্যিকীয়।

এগুলো সাবধানে হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। কারণ যে কোন সময়ে যে কোন দায়িত্ব পালনরত পুলিশ অফিসার সকল কাগজ-পত্রাদি পরীক্ষা করার জন্য আপনার কাছে চাইতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে সকল কাগজ-পত্রাদি হালনাগাদকৃত হতে হবে নতুবা দায়িত্ব পালনরত পুলিশ অফিসার আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন। তাই যাত্রার পূর্বে সকল কাগজ-পত্রাদি যথাস্থানে আছে কিনা তা ভাল করে দেখে নিতে হবে। কাগজ-পত্রাদি গুলো হলোঃ

- * বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স
- * ট্যাক্স টোকেন
- * রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট
- * ইন্সুরেন্স সার্টিফিকেট
- * ফিটনেস সার্টিফিকেট
- * রুট পারমিট (বানিজ্যিক যানবাহনের জন্য)

সড়ক ব্যবহারের নিয়ম (Traffic Rules)

কোন রোড ডিভাইডার না থাকলে

- ১) রাস্তায় গাড়ী চালানোর সময় মোটর গাড়ীর ড্রাইভারগণ যতদূর সম্ভব রাস্তার বাম দিকে ঘেঁষে গাড়ী চালাবেন এবং বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ীগুলোকে তার ডান দিক দিয়ে যেতে দিবেন।
- ২) রাস্তায় গাড়ী চালানোর সময় একই দিকে চলমান সামনের গাড়ী বা যে কোন যানবাহনকে ওভারটেক করার সময় তার ডান দিকে দিয়ে ওভারটেক করবে এবং বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ীগুলো ডান দিকে দিয়ে অতিক্রম করবে।
- ৩) ওভারটেক করার সময় ডান দিক দিয়ে অতিক্রম করার বিধান থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম বিধান রয়েছে।
 - ক) যদি সামনের গাড়ীর ড্রাইভার ডান দিকে যাওয়ার সংকেত দেয় এবং তার গাড়ী রাস্তার মাঝামাঝি অথবা তার চেয়ে বেশী এসে পড়ে তবে পিছনের গাড়ীর ড্রাইভার সামনের গাড়ীর বাম দিক দিয়ে ওভারটেক করবে।
 - খ) বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ীর ড্রাইভার যদি ডান দিকে যাওয়ার সংকেত দেয় এবং তার গাড়ী যদি রাস্তার মাঝামাঝি অথবা তার চেয়ে বেশী এসে পড়ে তবে উক্ত গাড়ীর বাম দিক দিয়ে অতিক্রম করবে।
- ৪) নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে পেছনের গাড়ীর ড্রাইভার সামনের গাড়ীর ড্রাইভারকে ওভারটেক করবে না।
 - ক) সামনের গাড়ীকে ওভারটেক করতে গেলে যদি রাস্তার অন্যান্য যানবাহন, চালক অথবা পথচারীদের চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় অথবা কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটান সম্ভাবনা থাকে।
 - খ) যদি সামনে পাহাড় অথবা কোন কড়া বাঁক অথবা কোন অন্ধ মোড় অথবা কোন প্রকার দৃষ্টি গোচরতা থাকে।
- ৫) পিছনের গাড়ীর ড্রাইভার যদি সামনের গাড়ীকে ওভারটেক করতে শুরু করে তবে সামনের গাড়ীর ড্রাইভার কোন ক্রমেই তার গতি বৃদ্ধি করবে না এবং ওভারটেকেরত গাড়ীকে কোন রূপ বাধার সৃষ্টি করবে না।
- ৬) কোন সংযোগ কেন্দ্র বা বাকে উপনীত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার তার গাড়ীর গতি কম করবে এবং থামানোর জন্য প্রস্তুত থেকে অগ্রসর হবে। কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই অথবা কোন বিপদের আশংকা নেই নিশ্চিত হয়ে উক্ত সংযোগ কেন্দ্র বা বাঁক অতিক্রম করবে।
- ৭) সংযোগ কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারে উপনীত হয়ে প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার ডান দিকে থাকাবে, প্রয়োজন হলে থামবে এবং ডানদিক থেকে আগত গাড়ীগুলোকে আগে যেতে দেবে।
- ৮) রাস্তায় কোন সভা, শুভযাত্রা, ছাত্র মিছিল, শ্রমিক মিছিল, পুলিশ বা সেনাবাহিনীর লংমার্চ অগ্রসর অথবা রাস্তায় উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেলায় প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার তার গাড়ীর সর্বোচ্চ গতি ১৫ মাইল বা ২৫ কিলোমিটারের বেশী করতে পারবে না।

৯) বামে ও ডানে মোড়:

ক) বাম দিকে মোড় নেয়ার সময় প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার যতদূর সম্ভব রাস্তার বাম দিক ঘেঁষে চলবে যাতে তার বাম দিক দিয়ে কোন রিক্সা বা গাড়ী প্রবেশ করতে না পারে। বাম দিকে সংকেত দেবে এবং গাড়ী হতে রাস্তার মোড় পর্যন্ত কোন রিক্সা বা কোন গাড়ীকে ওভারটেক করবে না। মোড়ে পৌঁছে ডান দিক থেকে কোন গাড়ীর সাথে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই নিশ্চিত হয়ে বাম দিকে মোড় নেবে।

খ) ডান দিকে মোড় নেয়ার সময় প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার রাস্তার মাঝামাঝি চলবে। যাতে তার ডান দিক দিয়ে তার গাড়ী হতে রাস্তার মোড় পর্যন্ত যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকে। ডানদিকের সংকেত দেবে প্রবেশ দ্বারে পৌঁছে আগে ডানে পরে বামে আবার ডানে দেখে সোজা চলবে। যে রাস্তায় সে প্রবেশ করবে উক্ত রাস্তার সেন্টার লাইন অতিক্রম করে ডান দিকে মোড় নেবে।

রাস্তার সাংকেতিক চিহ্ন (Road Sign)

রোড সাইন বা রাস্তার সাংকেতিক চিহ্ন এদের রূপ, ধরন, গঠন এবং আকার পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে একই। এই রোড সাইন বা সাংকেতিক চিহ্নগুলো রাস্তার সংযোগস্থলে রাস্তার পার্শ্বে, সাইড রাস্তার শুরুতে দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তা ব্যবহারকারীদের বিশেষ করে যানবাহন চালকদের বন্ধু হিসেবে কাজ করে এবং দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে। রোড সাইনগুলি আন্তর্জাতিক ট্রাফিক আইনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণে যানবাহন চালকদের এ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা একান্ত অপরিহার্য। রোড সাইনগুলোর কার্যকলাপ এবং গুরুত্ব আলোচনা করে এর সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে।

যে সমস্ত সাংকেতিক চিহ্ন রাস্তার পাশে, রাস্তার সংযোগ স্থলে, সাইড রাস্তার শুরুতে বারের সাহায্যে দন্ডায়মান হয়ে রাস্তা ব্যবহারকারীদের সম্মুখের রাস্তার পরিস্থিতি সম্পর্কে সংকেত প্রদান করে দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করে তাই রোড সাইন বা রাস্তার সাংকেতিক চিহ্ন।

রোড সাইনগুলি সাধারণত ৩ (তিন) প্রকার। যথা-

- ১) বাধ্যতামূলক সাংকেতিক চিহ্নসমূহ (Mandatory Road Sign)
- ২) সতর্কতামূলক সাংকেতিক চিহ্নসমূহ (Cautionary Road Sign)
- ৩) তথ্যমূলক সাংকেতিক চিহ্নসমূহ (Informatory Road Sign)

বাধ্যতামূলক সাংকেতিক চিহ্ন আবার দুই প্রকার। যথা-

- ক) বাধ্যতামূলক না সূচক চিহ্ন বা নিষেধ সূচক চিহ্ন।
- খ) বাধ্যতামূলক হ্যাঁ সূচক চিহ্ন বা আদেশ সূচক চিহ্ন।

বাহ্যতামূলক না সূচক চিহ্ন



সাইকেল প্রবেশ নিষেধ
(No cycles)



ধীর গতিসম্পন্ন যান
চলাচল নিষেধ
(No Tractors or
Slow-Moving Vehicles)



ডানে মোড় নিষেধ
(No right turn)



বামে মোড় নিষেধ
(No left turn)



হর্ণ বাজানো নিষেধ
(Use of no horns)



সর্বোচ্চ গতি সীমা
(Max. speed limit)



পথচারী চলাচল নিষেধ
(No pedestrians)



রিক্সা প্রবেশ নিষেধ
(No Rickshaw)



সর্বোচ্চ উচ্চতা সীমা
(No vehicles over
height shown)



সর্বোচ্চ প্রস্থ সীমা
(No vehicles over
width shown)



সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য সীমা
(No vehicles over
length shown)



ইউ টার্ন নিষেধ
(No U turn)



ওভারটেকিং নিষেধ
(No overtaking)



সর্বোচ্চ ওজন সীমা
(No vehicles over
max. weight shown)



পার্কিং নিষেধ
(No parking)



থামানো নিষেধ
(No stopping)



প্রাণী চালিত গাড়ী
প্রবেশ নিষেধ
(No animal drawn)



ঠেলাগাড়ী প্রবেশ নিষেধ
(No handcarts)



ট্রাক প্রবেশ নিষেধ
(No trucks)



বিস্ফোরক বহনকারী
যান প্রবেশ নিষেধ
(No vehicles carrying
explosives)



না থেমে অতিক্রম নিষেধ
(No passing without stopping)



যানবাহন প্রবেশ নিষেধ
(No entry for vehicles)



অস্থায়ী থামার চিহ্ন
(Temporary stop sign)



থামুন এবং রাস্তা দিন
(Stop and give way)



রাস্তা দিন
(Give way)



এক্সেলের সর্বোচ্চ ওজন সীমা
(Axle weight limit)

বাধ্যতামূলক হ্যাঁ সূচক চিহ্ন



কেবল সামনের দিকে চলুন
(Ahead only)



বামে মোড় নিন
(Turn Left)



বামে ঘেঁষে চলুন
(Keep Left)



সম্মুখে বামে মোড়
(Turn Left Ahead)



ছোট গোল চক্র
(Small roundabout)



উভয় পাশ দিয়ে যাওয়া যাবে
(Pass either side)



এক দিকে চলাচল সোজা বরাবর
(One way traffic)



এক দিকে চলাচল
(আড়াআড়ি ভাবে)
(One way street)



কেবল মাত্র সাইকেল
(Cycles only)



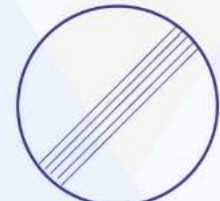
শুধুমাত্র গাড়ী চলাচল
(Car only)



জাতীয় গতিসীমা প্রযোজ্য
(National Speed Limit)



অস্থায়ী যাওয়ার চিহ্ন
(Temporary go sign)



নির্দেশিত বাধার এখানে শেষ
(Restriction Ends)

সতর্কতামূলক চিহ্ন



ডানদিক থেকে আগত রাস্তা
প্রধান রাস্তায় মিলিত হয়েছে
(Merge with traffic
from right)



বড় রাস্তা
(Merge roads ahead)



গোল চক্র
(Round ahead)



চৌরাস্তা
(Cross roads)



বামদিক থেকে আগত রাস্তা
প্রধান রাস্তায় মিলিত হয়েছে
(Merge with traffic from left)



ওয়াই জংশন
(Y Junction)



টি জংশন
(T Junction)



জিগজাগ জংশন
(Staggered Junction)



পার্শ্ব রাস্তা ডানে
(Side road right)



ডানে বাঁকা
(Sharp bend to the right)



ডানে চুলের কাটার মত বাঁক
(Hairpin bend to right)



আকা-বাঁকা রাস্তা
(Double bend first left)



উভয় পার্শ্ব রাস্তা সংকীর্ণ
(Road narrows on both sides)



ডানে রাস্তা সংকীর্ণ
(Road narrows on the right)



ডাবল ক্যারেজ ওয়ে শেষ
(Dual carriage way ends)



ট্রাফিক সংকেত
(Traffic Signals)



উভয় দিকে চলাচল
(সোজা বরাবর)
(Two way traffic)



উভয় দিকে চলাচল
(আড়াআড়ি ভাবে)
(Two way traffic)



পাহাড়ের ঢাল নীচের দিকে
(Steep hill downwards)



পাহাড়ের ঢাল উপরের দিকে
(Steep hill upwards)



শিশু/বিদ্যালয়
(Children)



পথচারী পারাপার
(Pedestrian Crossing)



সামনে রাস্তায় পথচারী
(Pedestrian in the front street)



বন্য প্রাণী
(Wild animal)



গবাদী পশু
(Cattle)



নদীর তীর
(River Bank)



চেক পোস্ট
(Check Point)



অন্যান্য বিপদ
(Danger)



সরু ব্রীজ
(Narrow Bridge)



বিমান বন্দর
(Airport)



গতি রোধক
(Speed Breaker)



পিচ্ছিল রাস্তা
(Slippery road)



রিক্সা
(Rickshaw)



অসমতল রাস্তা
(Uneven Road)



রাস্তার কাজ চলছে
(Road Works)



ফেরি পারাপার
(Ferry)



অন্ধ জন পারাপার
(Blind Persons)



অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং
(Railway level crossing
Without gate/Barrier)



রক্ষিত লেভেল ক্রসিং
(Railway level crossing
Without gate/Barrier)



পাথর পরার সংকেত
(Faling Rocks)



বিপজ্জনক গর্ত
(Dangerous Dip)



আলগা পাথর কুচি বা টুকরো
(Lppse Chippings)



বিপজ্জনক গর্ত
(Dangerous Shoulder)



উচ্চতা সীমা
(Height limit ahead)

তথ্যমূলক চিহ্ন



রাস্তা বন্ধ
(No Through Road)



পথচারী পারাপার
(Pedestrians crossing)



পার্কিং
(Parking Place)



ফিলিং স্টেশন
(Filling station)



প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র
(First aid Post)



হাসপাতাল
(Hospital)



টেলিফোন
(Telephone)



হোটেল
(Restaurant)



টয়লেট
(Toilet)



হালকা জলযোগ
(Refreshments)



বনভোজন
(Picnic site)



ফায়ার স্টেশন
(Fire Station)



টেক্সি দাড়াবার স্থান
(Taxi stand)



বাস দাড়াবার স্থান
(Bus stand)



পুলিশ ফাঁড়ি
(Police Station)



রাস্তা/ সেতুর টোল
আদায়ের স্থান
(Tolls)



মসজিদ
(Mosque)



মন্দির
(Temple)

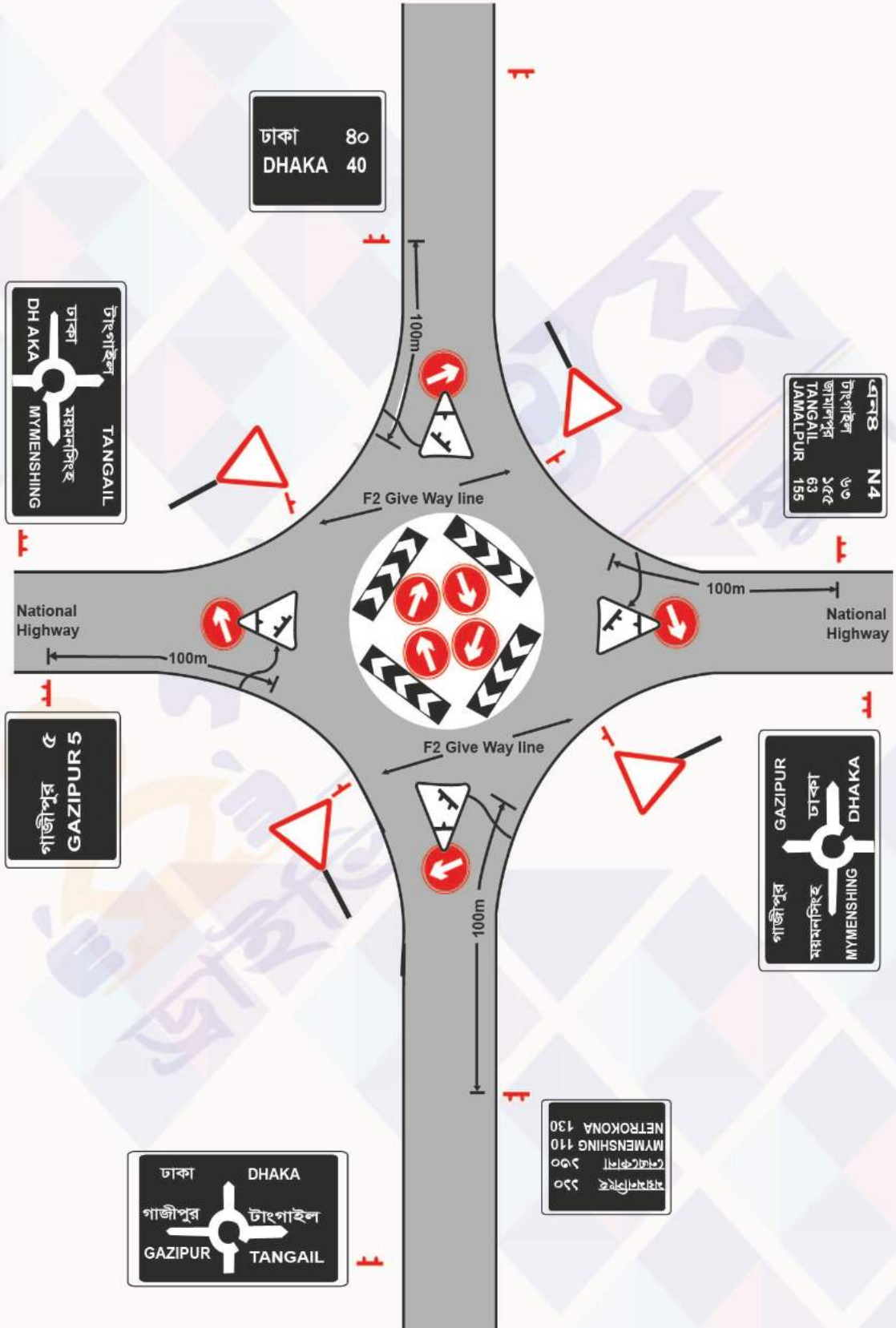


গির্জা
(Church)



রাত্রি নিবাস
(Over night
accomodation)

দিক চিহ্ন



“চালক, যাত্রী, পথচারী ট্রাফিক আইন মেনে চলি, দুর্ঘটনা রোধ করি”

 **পাথওয়ে**
ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল

ফি

ড্রাইভিং শিখুন
শর্ত প্রযোজ্য

পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল

- * অসহায় ও গরিবদের মাঝে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি প্রদান করা হয়।
- * মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- * মহিলা এবং পুরুষদের মোটর সাইকেল/স্কুটি প্রশিক্ষণের সু-ব্যবস্থা আছে।



খিউরি ক্লাস

সকলের জন্য উন্মুক্ত

খিউরি ক্লাস

৪৮/৩, বিআরটিসি স্টাফ কোয়ার্টার মার্কেট (বিআরটিএ এর পিছনে)
সেনপাড়া পর্বতা, কাফরুল, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

মোবাঃ ০১৩২১২৩২৯৮২, ফোনঃ ০২-৫৮০৫০৯৫৫

সম্পূরক প্লেট সমূহ

দুর্ঘটনা
ACCIDENT

৪০
কি: মি: /ঘন্টা


একদিকে চলাচল
ONE WAY

শেষ
END

পার্কিং নিষেধ

থামুন

প্রবেশ নিষেধ

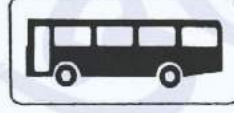

ডানদিকে যাওয়ার চিহ্ন
(Arrow to the right)



বেবি টেম্পো
(Tempo)



মোটর সাইকেল
(Motor Bike)



বাস
(Bus)



ট্রাক
(Truck)



কার
(Car)



বাই সাইকেল
(Pedal Cycle)



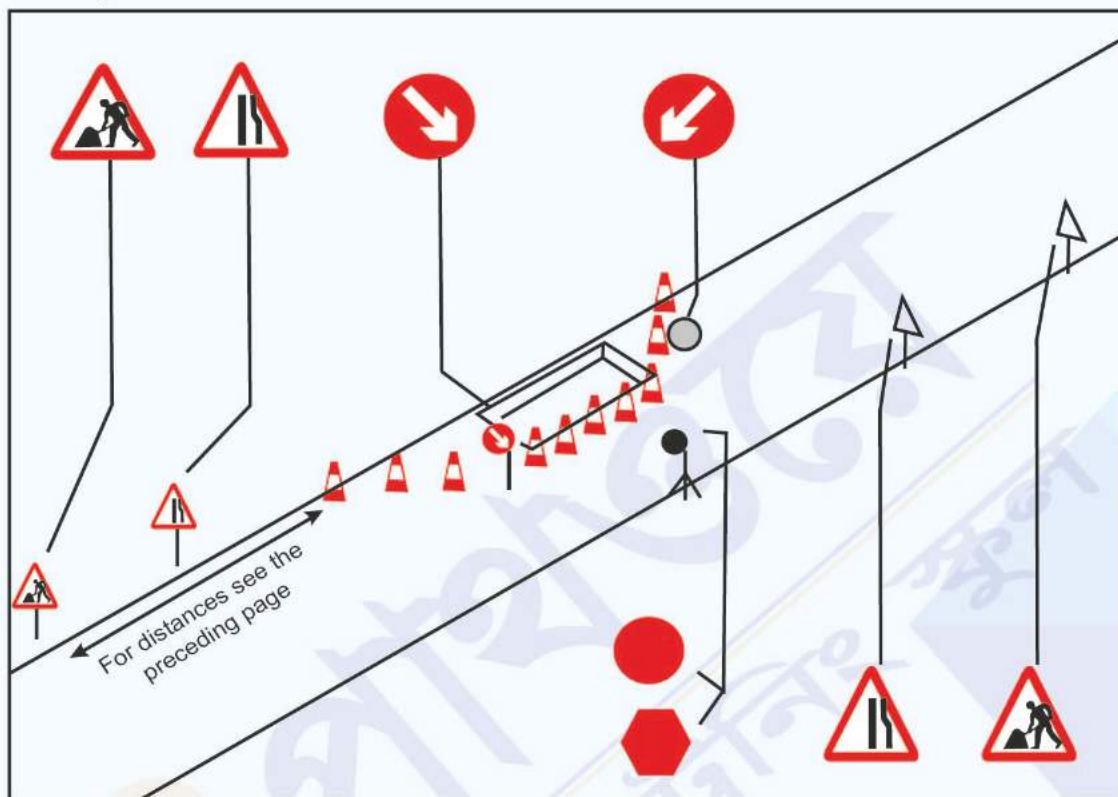
রিক্সা
(Rikshaw)



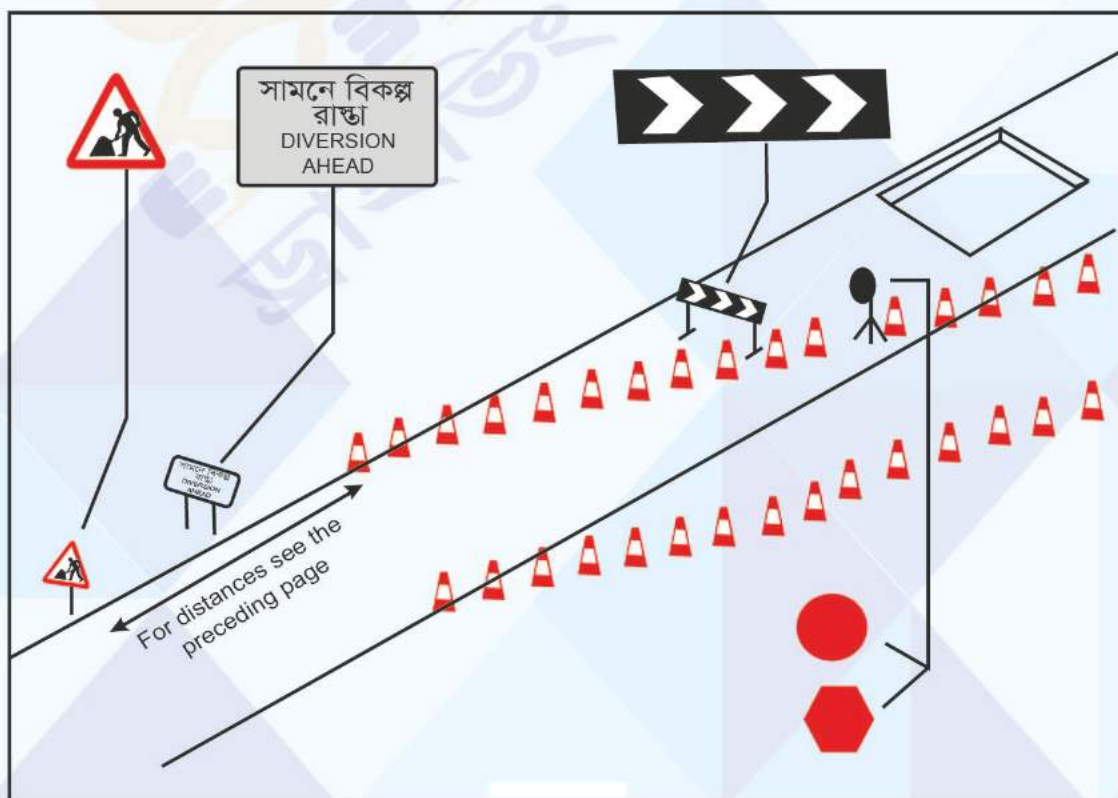
শারিরিক বিকলাঙ্গ
(Disabled)

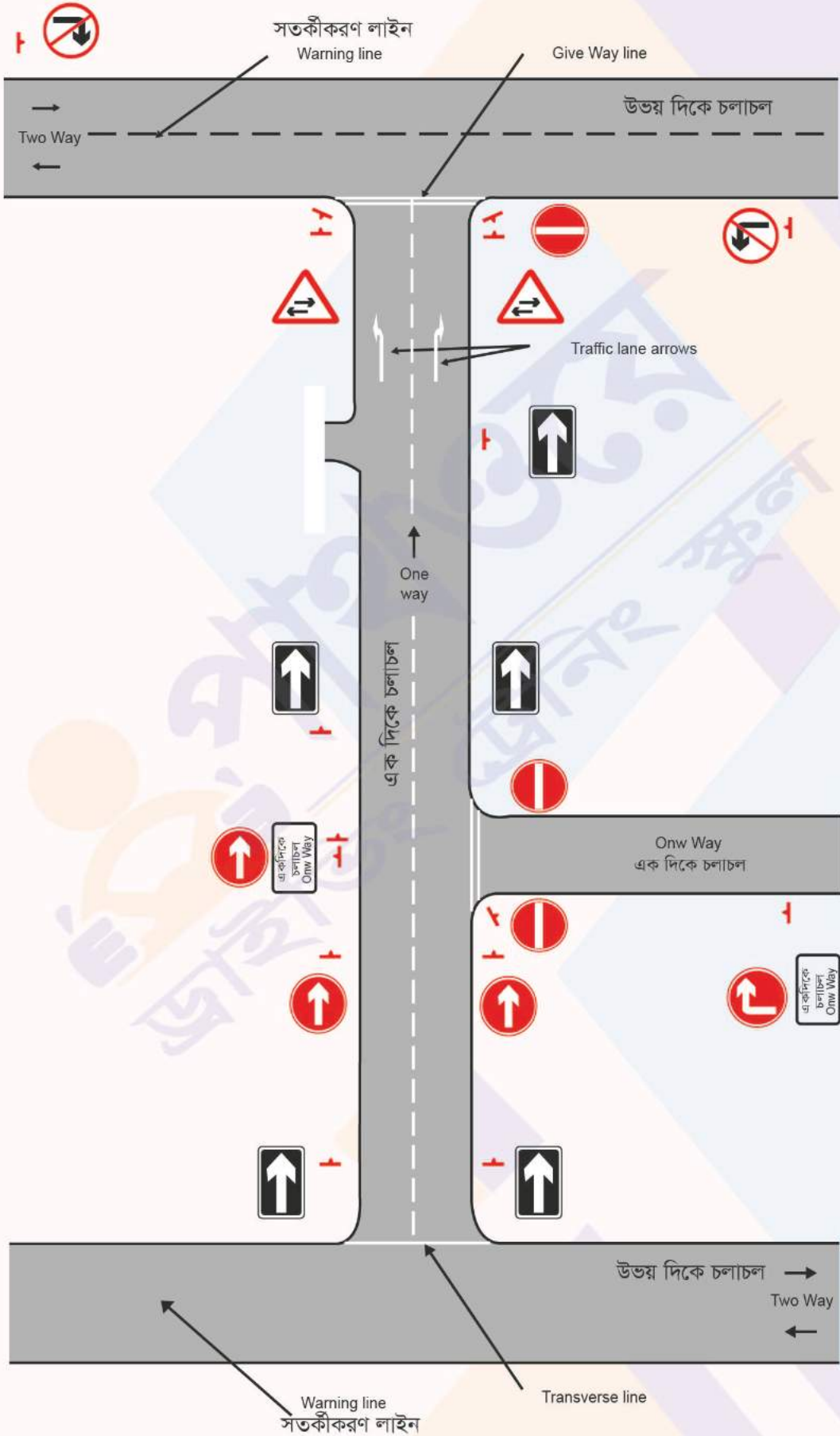
রোড সাইনের ব্যবহার

Basic layout



Road Diversion (বিকল্প রাস্তা)





রাস্তার সংকেত (Road Signal)

রোড সিগন্যাল বা রাস্তার সংকেতঃ যে সমস্ত সংকেতের মাধ্যমে রাস্তায় যানবাহন চলাচল করে এবং ট্রাফিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা-ই রোড সিগন্যাল।

রোড সিগন্যাল দুই প্রকারঃ-

১। দৃশ্যমান এবং ২। অদৃশ্যমান।

১। যা চোখে দেখে কাজ করা হয় তা-ই দৃশ্যমান। যেমনঃ

ট্রাফিক সিগন্যাল

ট্রাফিক পুলিশ তার নির্ধারিত স্থানে বা ট্রাফিক পোস্টে দাঁড়িয়ে তার দুই হাত দ্বারা যে সমস্ত সংকেত প্রদান করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তাই ট্রাফিক সিগন্যাল।

ট্রাফিক লাইট সিগন্যাল

ট্রাফিক ফিল্টারে প্রজ্বলিত লাল, হলুদ এবং সবুজ বাতি দ্বারা যে সমস্ত সংকেত প্রদান করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাই ট্রাফিক লাইট সিগন্যাল।

লাইট সিগন্যাল

গাড়ীতে সংযোজিত বাতির সাহায্যে ড্রাইভার যে সমস্ত সংকেত প্রদান করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তা-ই লাইট সিগন্যাল।

ড্রাইভার কর্তৃক হ্যান্ড সিগন্যাল

গাড়ী চালানোর সময় ড্রাইভার তার দুই হাত দ্বারা যে সমস্ত সংকেত প্রদান করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে তাই ড্রাইভিং হ্যান্ড সিগন্যাল।

সিগন্যাল অফ রোড সাইন

গাড়ী চালানোর সময় রাস্তায় দন্ডায়মান সাংকেতিক চিহ্নগুলি যে সমস্ত সংকেত প্রদান করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাই সিগন্যাল অফ রোড সাইন বা রাস্তার চিহ্নের সংকেত।

২। অদৃশ্যমান সিগন্যাল

যা চোখে দেখা যায় না অথচ কানে শুনে কাজ করা হয় তাই অদৃশ্যমান সিগন্যাল। যেমনঃ হর্ন বাজানো, পরিচালকের কমান্ড, পুলিশের বাঁশির সুর, ফায়ার ব্রিগেড গাড়ীর ঘন্টা, এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর দ্বৈত সুর ইত্যাদি। তাছাড়া রাস্তায় আমরা যাত্রী-বাহী গাড়ীর বডিতে বিভিন্ন ভাবে হেলপারদের আঘাতের মাধ্যমে যে সংকেত ব্যবহার করতে দেখি তাও অদৃশ্যমান সিগন্যাল।

ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক হাতের সংকেত



সামনে অগ্রসরমান
গাড়ী থামুন



সামনে এবং পিছনদিক হতে
অগ্রসরমান গাড়ী থামুন



সামনের দিক থেকে আগত
গাড়ীগুলো ট্রাফিক পুলিশের সামনে
দিয়ে মোড় নেয়ার সংকেত



পিছনের দিক থেকে আগত
গাড়ী থামুন



সামনের গাড়ীগুলো অগ্রসর
হওয়ার সংকেত



পার্শ্ব দিক থেকে আগত গাড়ীগুলো
অগ্রসর হওয়ার সংকেত

ট্রাফিক লাইট সংকেত



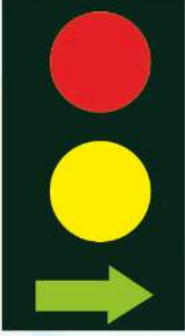
লাল সংকেত
স্টপ লাইনের পিছনে থামুন



সবুজ সংকেত
সামনে যাওয়া যাবে



হলুদ সংকেত থামানো অথবা
যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া



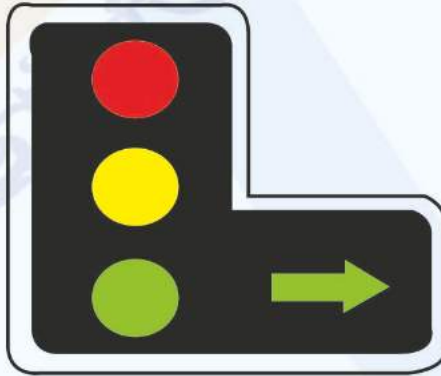
সবুজ তীর চিহ্নের দিকে
যাওয়া যাবে



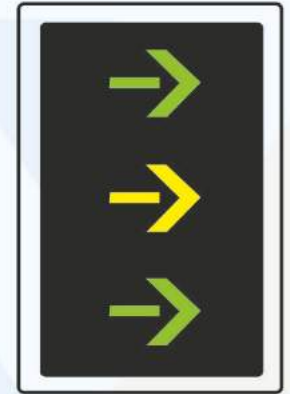
লাল বাতি পর পর জ্বলতে
থাকলে অবশ্যই থামতে হবে



সাবধানে পার হোন



সামনে এবং ডানে মোড়
নেয়া যাবে











নির্দেশিত সবুজ তীর
চিহ্নের দিকে যাওয়া যাবে

রোড মার্কিং (Road Marking)

নিরাপদ এবং দুর্ঘটনামুক্ত যানবাহন পরিচালনার জন্য রাস্তা বরাবর, রাস্তা আড়াআড়ি যে সব রেখা থাকে তাই রোড মার্কিং।

রোড মার্কিং দুই প্রকার। যথাঃ- রাস্তা আড়া আড়ি এবং ২। রাস্তা বরাবর রাস্তা আড়া আড়ি রোড মার্কিং

- ১) সংযোগ স্থলের প্রবেশ দ্বারা রাস্তায় আড়া আড়িভাবে পাতলা ভাঙ্গা সাদা রেখা থাকলে বুঝতে হবে, সম্মুখে বড় রাউন্ড এ্যাবাউট বা গোল চক্রর। 
- ২) সংযোগ স্থলের প্রবেশ দ্বারা রাস্তায় আড়া আড়িভাবে ঘন ভাঙ্গা ভাঙ্গা সাদা রেখা থাকলে বুঝতে হবে, সম্মুখে ছোট গোল চক্রর বা রাউন্ড এ্যাবাউট। 
- ৩) সংযোগ স্থলের প্রবেশ দ্বারা রাস্তায় আড়া আড়ি ভাবে ঘন ভাঙ্গা সাদা ডবল রেখা থাকলে বুঝতে হবে সম্মুখে প্রধান রাস্তা। প্রধান রাস্তার গাড়ীগুলোকে আগে যেতে দিন। 
- ৪) সংযোগ স্থলের প্রবেশ দ্বারা রাস্তায় আড়া আড়িভাবে সাদা মোটা রেখা থাকলে বুঝতে হবে এটি থামুন লাইন, অবশ্যই থামতে হবে। কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই নিশ্চিত হয়ে যেতে হবে। 
- ৫) যদি সংযোগ স্থলের প্রবেশ দ্বারা রাস্তায় আড়া আড়িভাবে সাদা চিকন লাইন থাকে, তবে এটি পুলিশ নিয়ন্ত্রিত স্টপ লাইন, থামতে হবে এবং পুলিশের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। 
- ৬) রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে দুই সাদা দাগের মাঝখানে খাড়া খাড়া রেখা থাকে, তবে বুঝতে হবে উহা স্পীড ব্রেকার, সতর্কতার সাথে চলুন। 
- ৭) রাস্তা আড়া আড়িভাবে জেব্রাক্রসিং বা পথচারী পারাপার, ইহা জনসাধারণের পারাপারের জায়গা। 
- ৮) সংযোগস্থলের প্রবেশদ্বারা অথবা রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে মাঝখানে খালি, দুই পাশে ঘন ঘন ভাঙ্গা ভাঙ্গা সাদা রেখা থাকলে বুঝতে হবে ট্রাফিক বাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জেব্রাক্রসিং বা পথচারী পরাপার। ইহা স্বয়ংক্রিয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। 
- ৯) রাস্তা বরাবর বাম দিকে রাস্তা থেকে উঁচু ফুটপাত।
- ১০) ফুটপাতের ডানে, রাস্তায়, রাস্তা বরাবর একাধারে সাদা লাইন, রিক্সা, সাইকেল স্কুটার এবং মোটরসাইকেল এর জন্য নির্ধারিত রাস্তা।

১১) ফুটপাথের ডানে, রাস্তায়, রাস্তা বরাবর একাধারে সাদা লাইন, রিক্সা, সাইকেল স্কুটার এবং মোটরসাইকেল এর জন্য নির্ধারিত রাস্তা।

রাস্তা বরাবর ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাইন, এর নাম লেন বিভক্তি।

ক) একাধারে সাদা লাইনের ডানে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সাদা লাইন দ্বারা ভাগ করা প্রথম লেন মজুর গতি লেন।

খ) ডানে মধ্যম গতির লেন।

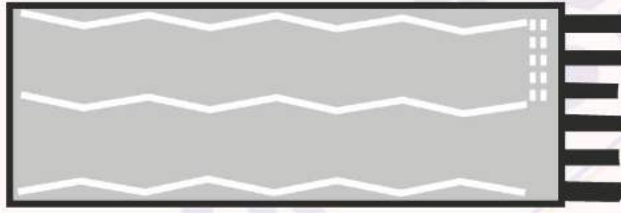
গ) আরও ডানে দ্রুত গতির লেন।

ঘ) আরও ডানে রিজার্ভ লেন যা দ্রুত গতির গাড়ীগুলো ওভারটেক করতে ব্যবহার করে।

ঙ) মাঝখানে সাদা অথবা হলুদ রংয়ের ডবল লাইন, সেন্টার লাইন, ইহা ট্রাস করা নিষেধ।

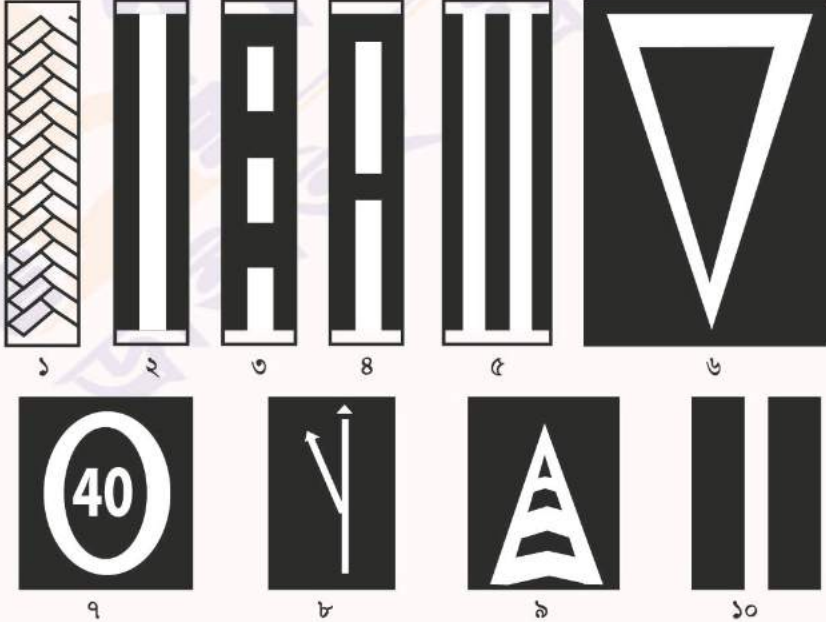
চ) উভয় দিকে চলাচল রাস্তার উভয় পার্শ্বে ইটের সোলিং দেয়া হয়, তার নাম পেভমেন্ট বা পেডিষ্ট্রিয়ান বা ফুটপাথ।

জিগ জাগ রাস্তা



এখানে ওভারটেকিং, পার্কিং এবং থামানো নিষেধ

রাস্তা বরাবর রোড মার্কিং



৬) রাস্তা অন্য গাড়িকে দেয়ার চিহ্ন।

৭) বিশেষভাবে গতি সীমিত।

৮) নির্ধারিত লেন হতে সরে আসার চিহ্ন।

৯) চেভরন মার্ক।

১০) পার্কিং নিষেধ।

ট্রাফিক আইল্যান্ড (Traffic Island)

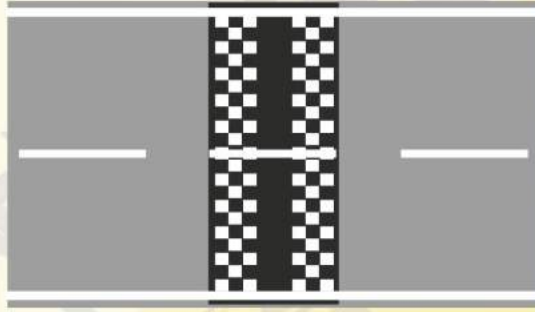


i. Traffic island elsewhere



ii. Traffic Island around bends

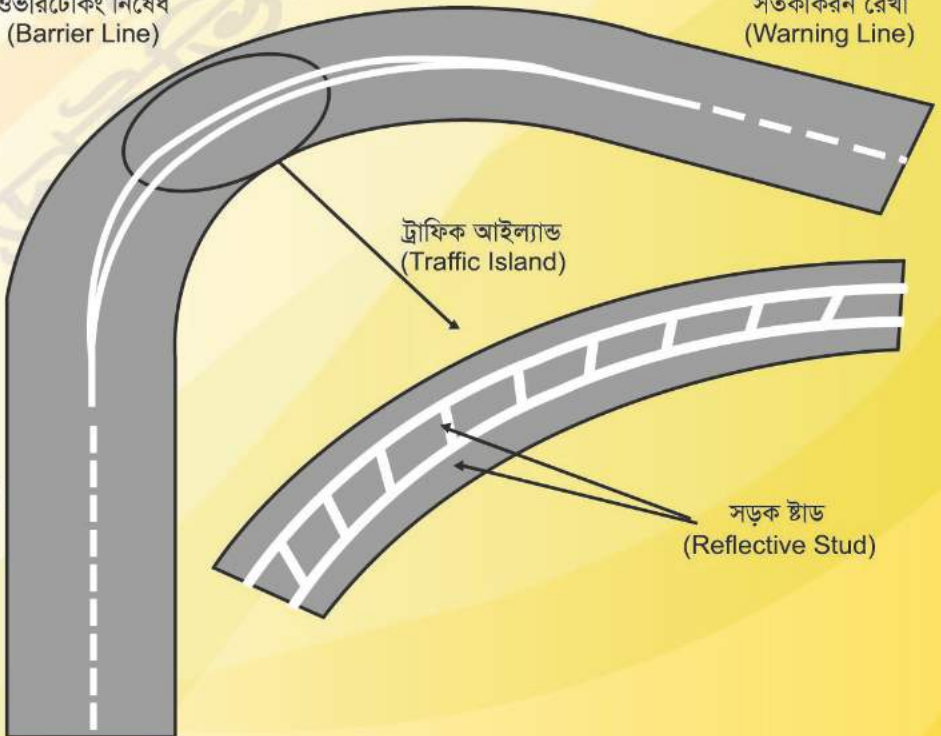
ট্রাফিক আইল্যান্ড (Road Hump)



রাস্তার রেখা চিহ্ন এবং এর ব্যবহার

ওভারটেকিং নিষেধ
(Barrier Line)

সতর্কীকরণ রেখা
(Warning Line)



সতর্কীকরণ রেখা
(Warning Line)

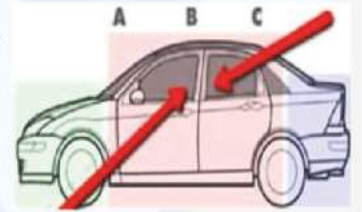
লেনের রেখা
(Lane Line)

ট্রাফিক আইল্যান্ড
(Traffic Island)

সড়ক স্টাড
(Reflective Stud)

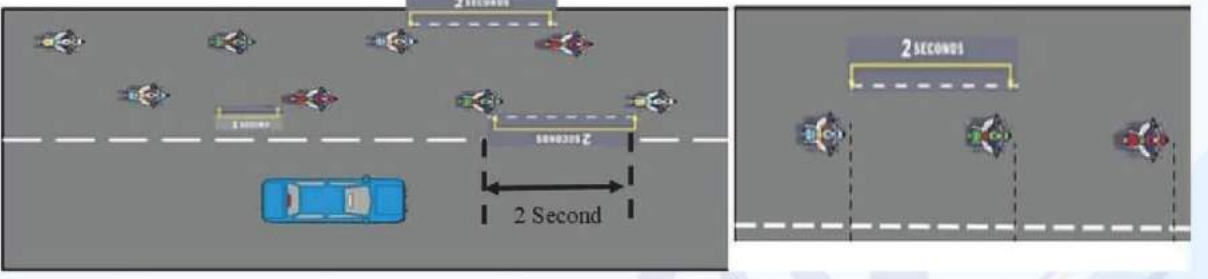
গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পানিতে পড়ে গেলে করণীয়

- * শান্ত থাকুন কারণ আপনি বের হবার জন্য ৩০ সেকেন্ড থেকে সর্বোচ্চ ১২০ সেকেন্ড এর মত সময় পাবেন। মাথা গরম করে বা ফোনে সাহায্য চেয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।
- * প্রথমে নিজের সিট বেল্ট খুলে ফেলুন। সাথে অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ থাকলেও আগে নিজের সিট বেল্ট খুলুন কারণ তাহলে আপনি বাকি সবাইকে সাহায্য করতে পারবেন।
- * কখনই গাড়ির দরজা খুলে বের হতে চেষ্টা করবেন না। কারণ প্রথমত পানির প্রেসার এর কারণে দরজা খোলা প্রায় অসম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত দরজা খোলা সম্ভব হলেও পানি প্রবেশ করে গাড়িকে দ্রুত ডুবিয়ে দিবে।
- * গাড়ির জানালা খোলার চেষ্টা করুন। সাধারণত পানিতে পড়ার পরও প্রথম ৩০ সেকেন্ড গাড়ির ইলেকট্রিক সিস্টেম কাজ করে।
- * যদি কোন কারণে জানালা খুলতে না পারেন তবে জানালা ভাঙতে হবে।
- * আজকাল গাড়ির জানালা ভাঙার জন্য অনেক হ্যামার পাওয়া যায়। অথবা স্ক্রু ড্রাইভার বা প্লাস থাকলে সেগুলো ব্যবহার করুন।
- * হ্যামার বা শক্ত কিছু খুঁজে না পেলে গাড়ির সিটের উপরের অংশ খুলে (টান দিলেই খুলে যাবার কথা) নিচের রড দিয়ে জানালায় আঘাত করুন। যদি কিছুই না থাকে, পা দিয়ে জানালা ভাঙার চেষ্টা করুন। হাত দিয়ে ভাঙতে গেলে কিছু মূল্যবান সেকেন্ড নষ্ট হবে।
- * জানালা ভাঙার সময় জানালার মাঝে আঘাত না করে কোনার দিকে আঘাত করুন। কারণ জানালার কোনার অংশ তুলনামূলক দুর্বল।
- * যদি সাথে একাধিক শিশু থাকে তবে যার বয়স বেশী তাকে আগে বের করুন।

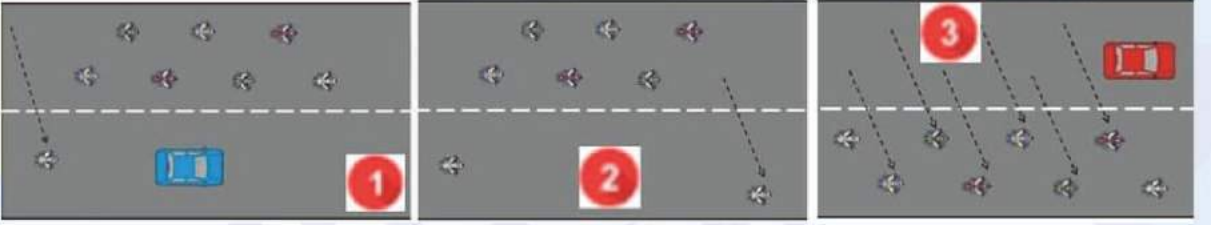


দলবদ্ধভাবে নিরাপদে মোটরসাইকেল চালনায় করণীয়

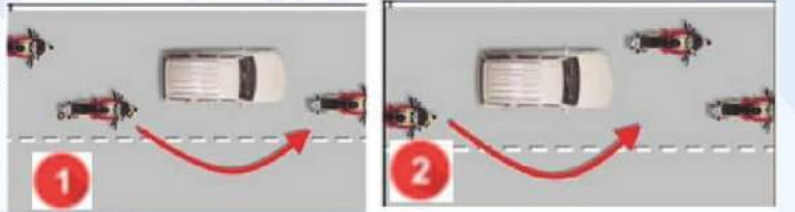
১) দলবদ্ধভাবে মোটরসাইকেল চালনাঃ পাশাপাশি থাকা যাবে না। জিগজ্যাগ ফরমেশন এ চলা সবচেয়ে নিরাপদ। এক সারিতেও চলা যাবে। সর্বক্ষেত্রে ২ সেকেন্ড এর দূরত্ব রাখতে হবে।



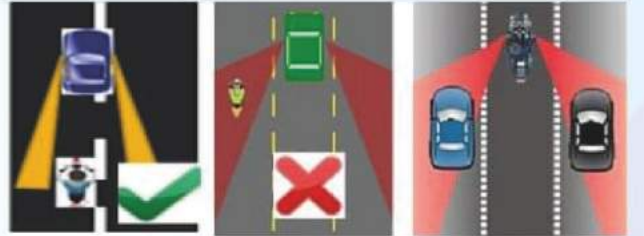
২) লেন পরিবর্তনঃ প্রথমে শেষ বাইকার লেন পরিবর্তন করবে (চিত্র-১), এরপর প্রথম বাইকার লেন পরিবর্তন করবে (চিত্র-২), পরে মাঝের সবাই লেন পরিবর্তন করবে (চিত্র-৩)



৩) ওভারটেক করাঃ একসাথে করা যাবে না। একজন একজন করে ওভারটেকিং করতে হবে।



৪) ব্লাইন্ড স্পটঃ সামনের গাড়ির পেছনের ব্লাইন্ড স্পট এড়িয়ে চলতে হবে এবং নিজ বাইকের ব্লাইন্ড স্পট খেয়াল রাখতে হবে।



৫) গতি নিয়ন্ত্রন এবং দৃশ্যমান থাকাঃ গতিসীমা মেনে চলা এবং রাত্রিকালীন সময়ে দৃশ্যমান হয় এমন হেলমেট ও পোশাক ব্যবহার করা।



দলবদ্ধভাবে মোটরসাইকেল চালনায় জরুরী সংকেত

বাইকারদের গ্রুপে রাইড করার সময় একজন দলনেতা থাকবে যিনি পেছনের সবাইকে লিড দিবেন। গ্রুপে মোটরসাইকেল চালনার সময় দলের অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ রাখা বা ইন্ডিকেটর নষ্ট হলে হাতের সাহায্যে সংকেত দিতে হয়।

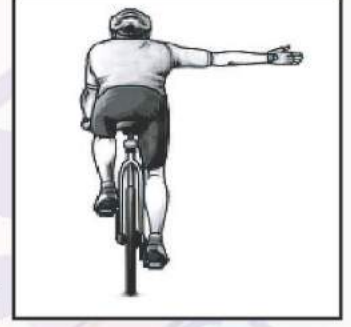
 <p>বামে মোড়ঃ বাম হাত প্রসারিত করে তালু নিচের দিকে স্থির;</p>	 <p>ডানে মোড়ঃ বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ করে উপরে তুলে ধরে স্থির থাকবে;</p>
 <p>থামাঃ বাম হাত বের করে কনুই নিচের দিকে রেখে তালু খোলা;</p>	 <p>লিডার পরিবর্তনঃ বাম হাতের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার কে পয়েন্ট করে সামনে পেছনে করা।</p>
 <p>গতি বাড়বেঃ বাম হাতের তালু খুলে উপরের দিকে রেখে উপরে নিচে নাড়ানো</p>	 <p>গতি কমবেঃ বাম হাতের তালু খুলে নিচের দিকে রেখে উপরে নিচে নাড়ানো</p>
 <p>সামনে ডানে/বামে ঝুঁকি আছেঃ যদি রাস্তার বাম পাশে কোন ঝুঁকি থাকে তাহলে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার বামে আর ডানে ঝুঁকি থাকলে ডান পা সামনের দিকে থাকবে;</p>	 <p>রেস্টুরেন্ট বা গ্যাস স্টেশনে থামবেঃ বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ ও বুড়ো আঙ্গুল কে মুখের সামনে ধরে রাখা;</p>
 <p>এক সারিতে চলাঃ বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ ও ইন্ডেক্স ফিঙ্গার উপরে;</p>	 <p>দুই সারিতে চলাঃ বাম হাত উপরে এবং ইন্ডেক্স ফিঙ্গার ও মধ্যমা কে একসাথে উপরে তুলে ধরা;</p>
 <p>আমাকে অনুসরণ করুনঃ বাম হাতের তালু খুলে সামনের দিকে তুলে ধরা;</p>	 <p>তেল শেষঃ বাম হাতের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার কে তেলের ট্যাঙ্ক বরাবর রাখা;</p>

চালকের হাতের সংকেত

যে সময় দিক নির্দেশক সংকেতগুলো ব্যবহার করা হয় না, অথবা দিক নির্দেশক সংকেত এবং থামুন সংকেত গুলোকে জোরদার করার প্রয়োজন হয় তখন বাহুর সংকেত ব্যবহার করা হয়। সাইকেল আরোহী ও রিক্সা চালকের ব্যবহারের জন্যও প্রযোজ্য।



আমি ডান দিকে সরে যেতে চাই
অথবা
ডানে মোড় নিতে চাই



আমি বাম দিকে সরে যেতে চাই
অথবা
বামে মোড় নিতে চাই



এই সংকেত জেব্রা ক্রসিং-এ
আপনি গতি কমিয়ে দিচ্ছেন অথবা থামছেন
এ সম্পর্কে পথচারিসহ
অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের জানাবার
জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ



ষ্টপিং এবং পার্কিং (Stopping & Parking)

- ষ্টপিংঃ ষ্টপিং অর্থ সাময়িকভাবে থামানো। রাস্তায় গাড়ী চালানোর সময় ড্রাইভারকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেখানে সেখানে গাড়ী থামানো উচিত নয়। এর ফলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেমনঃ যে কোন পাহাড়ের ঢালে অথবা ইউ টার্নের নিকট গাড়ী থামানো দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে এবং মানুষ চলাচল করে এমন স্থানে।
- পার্কিংঃ পার্কিং অর্থ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা। তাই যেখানে পার্কিং রোড সাইন আছে এবং যেখানে পার্কিং করলে অন্য কোন যানবাহনের ব্যঘাত ঘটবে না সে সব স্থানে পার্কিং করা উচিত।

পার্কিং করার বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

- ক) যতদূর সম্ভব রাস্তার বামপার্শ্ব ঘেষে পার্কিং করা।
 - খ) পার্কিং রোড সাইন আছে বা সেইরূপ উপযুক্ত স্থানে পার্কিং করা।
 - গ) অন্যান্য যানবাহনের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেসব স্থানে পার্কিং করা।
 - ঘ) পথচারীদের যাতায়াতে যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়।
 - ঙ) রাতে এবং কুয়াশায় পার্কিং এর সময় বিশেষভাবে সতর্ক হোন এবং পার্কিং বাতি জ্বালিয়ে রাখুন।
- পার্কিং নিষেধঃ** যেখানে পার্কিং নিষেধ রোড সাইন আছে যেমনঃ রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং, সরু রাস্তায়, ব্রীজের উপরে, পাহাড়ের ঢালে, ইন্টারসেকশনে, বাস স্টপেজে, বাড়ী, অফিস, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির সামনে।
- স্টপিং নিষেধঃ** কড়া বাঁকে, পাহাড়ের ঢালে, ব্যস্ত রাস্তায়, ইন্টারসেকশন, পথচারী পারাপার, এইরূপ রোড সাইন আছে ইত্যাদি।

রাতে সড়কে গাড়ি পার্কিং

- * রাতে সড়কের কোন আলোকিত স্থানে গাড়ি পার্কিং করতে হবে।
- * অন্ধকার স্থানে গাড়ি পার্কিং করলে, অবশ্যই পার্কিং লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

মৌলিক ট্রাফিক আইন

- ১) মৌলিক ট্রাফিক আইন তিন প্রকার।
 - ক) ১ম মৌলিক ট্রাফিক আইন
 - খ) ২য় মৌলিক ট্রাফিক আইন
 - গ) ৩য় মৌলিক ট্রাফিক আইন

১ম মৌলিক ট্রাফিক আইনঃ দুর্ঘটনা এড়াতে হলে প্রত্যেক রাস্তা ব্যবহারকারীকে সদা সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২য় মৌলিক ট্রাফিক আইনঃ অযথা বা অপ্রয়োজনে কারও গতির বাঁধার সৃষ্টি করা যাবে না।

৩য় মৌলিক ট্রাফিক আইনঃ অন্যান্য রাস্তা ব্যবহার কারীদের প্রতি সদিচ্ছা জ্ঞাপন।
- ২) নিম্নে কতগুলো প্রথম মৌলিক ট্রাফিক আইনের পরিপন্থি কাজ উল্লেখ করা হল।
 - ক) না দেখেই গাড়ী আগে বাড়ানো
 - খ) লাল বাতি জ্বলা অবস্থায় গাড়ী চালানো
 - গ) না দেখেই ছোট রাস্তা হতে বড় রাস্তায় উঠা
 - ঘ) অসতর্কতায় ইন্টারসেকশনে প্রবেশ করা
 - ঙ) গতিসীমা বজায় না রাখা
 - চ) না দেখেই ডানে বামে মোড় নেওয়া।
- ৩) নিম্নে কতগুলো দ্বিতীয় মৌলিক ট্রাফিক আইনের পরিপন্থির কাজ উল্লেখ করা হল।
 - ক) ইউ-টার্নে থামানো।
 - খ) রাস্তার উপর রিভার্সিং
 - গ) খুব কম গতিতে গাড়ী চালনা
 - ঘ) যেখানে সেখানে পার্কিং বা স্টপিং
 - ঙ) আঁকা বাঁকা গাড়ী চালানো।

- ৪) নিম্নে তৃতীয় মৌলিক ট্রাফিক আইনের পরিপন্থি কতগুলি কাজ উল্লেখ করা হলঃ-
- বিকল্প হর্ন ব্যবহার (বিশেষ করে রাত্তরিকালীন)
 - রিক্সা বা ঠেলাগাড়ীকে সহায়তার পরিবর্তে বিরক্ত করা
 - রাস্তা মেরামতের সময়ে অতিরিক্ত গতি দেয়া
 - কালো ধোঁয়াপূর্ণ গাড়ী ব্যবহার।

হর্নের ব্যবহার (Uses of Horn)

হর্নের শব্দ একটি মারাত্মক শব্দ দূষণ। তাই যেখানে সেখানে, অকারণে, অপ্রয়োজনে হর্ন বাজানো উচিত নয়।



হর্ন বাজানো নিষেধ এমন কয়েকটি স্থানের নামঃ-

- হাসপাতাল এলাকা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ইত্যাদি।
- উপাসনালয়ঃ মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি।
- আদালত, কোর্ট-কাচারী এলাকায়।
- আবাসিক এলাকায় (রাত-১১ঃ৩০ মি. হতে সকাল-৭ঃ৩০ মি.)।
- যেকোন সংরক্ষিত এলাকায় (বিশেষ করে সেনানিবাস)।
- যেখানে হর্ন বাজানো নিষেধ বোর্ড আছে।
- ঢাকা মহানগরীর কিছু কিছু ভিআইপি রাস্তায়/এলাকায় নীরব এলাকা ঘোষণা অর্থাৎ হর্ন বাজানো নিষেধ করা আছে।
- কোন পথচারীর গাঁ ঘেসে হর্ন না বাজানো।

হর্ন বাজানো প্রয়োজন এমন কয়েকটি স্থানের নামঃ-

- অন্ধকার মোড়ে ২। থামানো গাড়ীকে অতিক্রম করার সময়। (প্রাইভেট কার ব্যতিত)
- ওভারটেকিং এর সময় ৪। কড়া বাঁকে ৫। বাজার এলাকায়।

হর্নের শব্দ অর্থাৎ শব্দ দূষণের ফলে মানবদেহের ক্ষতিকারক দিকগুলো (Effects on Human Body)

- | | |
|--|--|
| ১) কানে কম শোনা (loss of Hearing) | ৬) মানসিক অস্থিরতা (Mental Irritation) |
| ২) কানে ভেঁ ভেঁ করা (Tinnitus) | ৭) উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) |
| ৩) মাথা ব্যাথা (Headache) | ৮) স্মৃতিশক্তি হ্রাস (loss of memory) |
| ৪) বমির উদ্যেক হওয়া (Nausea) | ৯) সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের। |
| ৫) মনোযোগ হারানো (loss of concentration) | |

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ (Causes of Road Accidents)

- গাড়ী চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা।
- প্রশিক্ষণ বিহীন/স্বল্প প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চালক কর্তৃক গাড়ী চালানো।
- যান্ত্রিক ত্রুটি যুক্ত গাড়ী চালানো।
- নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ী চালানো।
- দ্রুত গতি বা খাম খেয়ালী ভাবে গাড়ী চালানো।
- অসুস্থ অবস্থায় গাড়ী চালানো।

- অতিরিক্ত যাত্রী/মাল বহন করা।
- যেখানে সেখানে ওভারটেক করা।
- বাস/ট্রাকের, ছাদে যাত্রী বহন করা।
- নিরাপদ সড়ক ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা।
- সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশিক্ষণের অভাব।
- সড়ক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।
- ছোট বাচ্চারা হঠাৎ করে রাস্তায় চলে আসা অথবা রাস্তায় খেলাধূলা করা।
- অন্ধকার বা স্বল্প আলোকিত পথে গাড়ী চালানো।
- ত্রুটিপূর্ণ রাস্তা এবং ডিজাইন।
- রাস্তা পারাপারে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার না হওয়া।
- ট্রাফিক আইন তথা রোড সাইন, রোড মার্কিং এবং রোড সিগন্যাল সম্পর্কে ধারণা না থাকা।
- ব্যক্তিগত জীবনে ধৈর্য, শৃংখলা এবং জাগ্রত বিবেক না থাকা।
- সব সময় নিয়ন্ত্রনের মধ্যে গাড়ী না চালানো।

গাড়ীতে গতি প্রয়োগের শর্ত সমূহঃ

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ১) চালকের অভিজ্ঞতা | ২) গাড়ীর অবস্থা |
| ৩) ট্রাফিক শ্রোত | ৪) আবহাওয়ার পরিস্থিতি |
| ৫) রাস্তার অবস্থা | ৬) চালকের দৃষ্টি গোচরতা। |

ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া

ড্রাইভিং লাইসেন্সের পূর্বশর্ত হলো লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সঃ

গ্রাহককে প্রথমে লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে। গ্রাহককে তার স্থায়ী ঠিকানা বা বর্তমান ঠিকানা (প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণদিসহ) বিআরটিএ'র যে সার্কেলের আওতাভুক্ত তাকে সেই সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে। সার্কেল অফিস কর্তৃপক্ষ তাকে একটি শিক্ষানবিস বা লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করবে যা দিয়ে আবেদনকারী ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে। ২ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তাকে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে নির্ধারিত কেন্দ্রে লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এসময় প্রার্থীকে তাঁর লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স (মূল কপি) ও লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কলম সাথে আনতে হবে। পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য বয়স ন্যূনতম ২১ বছর এবং অপেশাদার এর জন্য ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে।

লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

- ১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন।
- ২। রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট।
- ৩। ন্যাশনাল আইডি কার্ড/ জন্ম সনদ/পাসপোর্ট/ইউটিলিটি বিল এর সত্যায়িত ফটোকপি।
- ৪। নির্ধারিত ফী, ১ ক্যাটাগরি-৩৪৫/- টাকা ও ২ ক্যাটাগরি-৫১৮/- (বর্তমান অনুযায়ী) টাকা বিআরটিএ'র নির্ধারিত ব্যাংকে (ব্যাংক এর তালিকা www.brta.gov.bd-তে পাওয়া যাবে) জমাদানের রশিদ।
- ৫। সদ্য তোলা ০৩ কপি স্ট্যাম্প ও ০১ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় একটি নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফী প্রদান করে স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে গ্রাহকের বায়োমেট্রিক (ডিজিটাল ছবি, ডিজিটাল স্বাক্ষর ও আঙ্গুলের ছাপ) গ্রহণপূর্বক স্মার্ট কার্ড ইস্যু করতে হবে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্টিং সম্পন্ন হলে গ্রাহককে এসএমএস এর মাধ্যমে তা গ্রহণের বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়।

স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

- ১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন।
- ২। রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট।
- ৩। ন্যাশনাল আইডি কার্ড/ জন্ম সনদ/ পাসপোর্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি।
- ৪। নির্ধারিত ফী (পেশাদার-১৬৭৯/- টাকা ও অপেশাদার-২৫৪২/- টাকা) বিআরটিএ'র নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদানের রশিদ।
- ৫। পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন।
- ৬। ড্রপট টেস্ট রিপোর্ট।
- ৭। সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রকৃতিঃ

- ১) পেশাদার হালকা মোটরযানের ওজন ২৫০০ কেজি-এর নিচে) ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য প্রার্থীর বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে।
- ২) পেশাদার মধ্যম মোটরযানের ওজন ২৫০০ থেকে ৬৫০০ কেজি) ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য প্রার্থীর বয়স কমপক্ষে ২৩ বছর হতে হবে এবং পেশাদার হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্সের ব্যবহার কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছর হতে হবে।
- ৩) পেশাদার ভারী (মোটরযানের ওজন ৬৫০০ কেজি বেশী) ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য প্রার্থীর বয়স কমপক্ষে ২৬ বছর হতে হবে এবং পেশাদার মধ্যম ড্রাইভিং লাইসেন্সের ব্যবহার কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছর হতে হবে।

[বিঃদ্রঃ পেশাদার ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রার্থীকে প্রথমে হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে এর ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছর পর তিনি পেশাদার মিডিয়াম ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং মিডিয়াম ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছর পর ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।]

ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া (বর্তমান অনুযায়ী)ঃ

(ক) অপেশাদার: গ্রাহককে প্রথমে নির্ধারিত ফি (মেয়াদোত্তীর্ণের ১৫ দিনের মধ্যে হলে ২৪২৭/- টাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণের ১৫ দিন পরে প্রতি বছর ২৩০/- টাকা জরিমানাসহ) জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বিআরটিএ'র নির্দিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র ও সংযুক্ত কাগজপত্র সঠিক পাওয়া গেলে একইদিনে গ্রাহকের বায়োমেট্রিক (ডিজিটাল ছবি, ডিজিটাল স্বাক্ষর ও আঙ্গুলের ছাপ) গ্রহণ করা হয়। স্মার্ট কার্ড প্রিন্টিং সম্পন্ন হলে গ্রাহককে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।

(খ) পেশাদার: পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীদেরকে পুনরায় একটি ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নির্ধারিত ফি (মেয়াদোত্তীর্ণের ১৫ দিনের মধ্যে হলে ১৫৬৪/- টাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণের ১৫ দিন পরে প্রতি বছর ২৩০/- টাকা জরিমানাসহ)

জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বিআরটিএর নির্দিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে। গ্রাহকের বায়োমেট্রিক (ডিজিটাল ছবি, ডিজিটাল স্বাক্ষর ও আঙ্গুলের ছাপ) গ্রহণের জন্য গ্রাহককে নির্দিষ্ট সার্কেল অফিসে উপস্থিত হতে হয়। স্মার্ট কার্ড প্রিন্টিং-এর সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে গ্রাহককে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

- ১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন।
- ২। রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট।
- ৩। ন্যাশনাল আইডি কার্ড/ জন্ম সনদ/ পাসপোর্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি।
- ৪। নির্ধারিত জমাদানের রশিদ।
- ৫। পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন।
- ৬। ড্রপট টেস্ট রিপোর্ট।
- ৭। সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট ও (স্ট্যাম্প সাইজ ছবি)।

ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়াঃ

ড্রাইভিং লাইসেন্স হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে কিংবা ছিড়ে গেলে লাইসেন্সধারীকে- নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হবে।

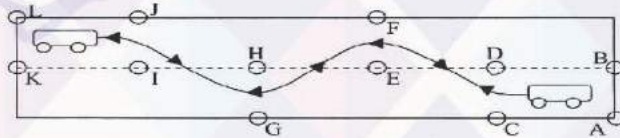
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

- ১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন।
- ২। জিডি কপি ও ট্রাফিক ক্লিয়ারেন্স।
- ৩। নির্ধারিত ফী (হাই সিকিউরিউটি ড্রাইভিং লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে ৮৭৫/- টাকা) বিআরটিএ'র নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদানের রশিদ।
- ৪। সদ্য তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

প্রথমে শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স (Licence) পাওয়ার পর সাধারণত তিন মাসের মধ্যে নির্ধারিত তারিখে লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে হয়। এই তিনটি পরীক্ষায় যে কোন একটিতে অকৃতকার্য হলে লাইসেন্স দেয়া হয় না।

ব্যবহারিক পরীক্ষা সাধারণত পাঁচটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়-

- ১) লিখিত পরীক্ষা
- ২) মৌখিক পরীক্ষা
- ৩) জিগজাগ টেস্ট (Zigzag Test)
- ৪) র্যাম টেস্ট (Ramp Test)
- ৫) রোড টেস্ট (Road Test)



লিখিত পরীক্ষাঃ লিখিত পরীক্ষায় সাধারণত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকে যাতে স্বল্প কথায় উত্তর দিতে হয়। উত্তর দেয়ার জন্য প্রত্যেক প্রশ্নের নিচেই ফাঁকা জায়গা থাকে এবং এখানেই প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়। এছাড়া সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন, সত্য মিথ্যা ও শূন্যস্থান পূরণ থাকবে। লিখিত পরীক্ষায় ২৫-৩০ মিনিট সময় দেয়া হয় এবং শতকরা ৬০% নম্বর পেলে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

মৌখিক পরীক্ষাঃ ট্রাফিক সাইন, ট্রাফিক নিয়মাবলী এবং মোটরযান ও ইহার ইঞ্জিন সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান আছে কিনা তদুপরি বয়স ও শারীরিক দিক হতে উপযুক্ত কিনা এসব বিষয়ে মৌখিক প্রশ্ন করা হয়।

জিগজাগ (Zig-Zag) টেস্ট

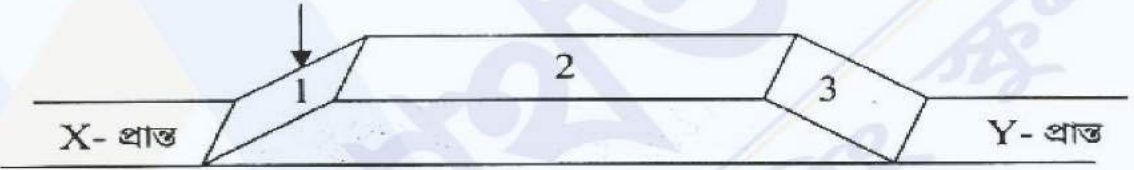
এখানে $AB=CD=EF=GH=IJ=kL$ [গাড়ীর প্রস্থের দেড়গুন]

এবং $BD=DE=EH=HI=Ik$ [গাড়ীর দৈর্ঘ্যের দেড়গুন]

চালক প্রথমে AB প্রান্ত হতে গাড়ী স্টার্ট করে IJ-LK প্রান্তে পৌঁছাবে এবং I স্থানে পার্ক করবে। পুনরায় পিছনের দিকে উল্লেখিত রুটে CD এবং AB প্রান্তে পৌঁছাবে। যদি আসা যাওয়ার মাঝে কোন পতাকার/খুঁটির সাথে ধাক্কা লাগে বা পতাকা/খুঁটি পড়ে যায় তাহলে অকৃতকার্য বলে গন্য হবে। আর যদি কোন পতাকার/খুঁটির সাথে ধাক্কা না লাগে বা পড়ে না যায় তাহলে কৃতকার্য বলে গন্য হবে।

র্যাম্প (Ramp) টেস্ট

এই জায়গায় গাড়ী থামবে



জিগজাগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর র্যাম্প টেস্ট দিতে হয়। সাধারণতঃ X প্রান্ত হতে শুরু করে তীর চিহ্নিত ১নং স্থানে থামতে হবে এবং প্রয়োজনে পরীক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক ইঞ্জিন বন্ধ করবে। পুনরায় ইঞ্জিন চালু করে পরীক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক ১নং ঢাল (Slope) হতে ১নং গিয়ার লাগিয়ে উপরে উঠতে হবে। গাড়ী উপরে তোলার সময় যদি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায় বা গাড়ী নীচের দিকে নেমে আসে তাহলে পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য বলে গন্য হবে অথবা র্যাম্পের কোন পাশে যদি গাড়ীর বডির সাথে ধাক্কা লাগে তাহলেও চালক অকৃতকার্য বলে গন্য হবে। অতএব এভাবে X প্রান্ত হতে Y প্রান্তে পরীক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক আসবে।

রোড (Road) টেস্ট

জিগজাগ ও র্যাম্প টেস্টে উত্তীর্ণ হবার পর রোড টেস্ট দিতে হয়। পরীক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক জরুরী ও স্বাভাবিক অবস্থায় গাড়ী থামিয়ে দেখাতে হবে এবং ওভারটেকিং ও পাসিং ইত্যাদি নিয়মকানুন ছাড়াও রাস্তায় গাড়ী চালানোর বিভিন্ন নিয়ম ও সংকেত পরীক্ষককে দেখাতে হবে।

যেমন-

- ১। গাড়ীকে সঠিক ভাবে মার্চ করানো।
- ২। গিয়ার পরিবর্তন করা এবং বিভিন্ন গিয়ারে গাড়ী চালানো।
- ৩। রিয়ার ভিউ মিরর এর সাহায্যে পিছনের দিকে গাড়ী চালানো ইত্যাদি।

ড্রাইভিং লাইসেন্স (Driving Licence)

ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত ড্রাইভিং করা বে-আইনী এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

১) লাইসেন্সের প্রকারভেদ (ড্রাইভিং অনুযায়ী):

- ক) শিক্ষানবীশ লাইসেন্স (Learner Licence)
- খ) পেশাদার লাইসেন্স (Professional Licence) লাইসেন্স নম্বর এর রং লাল হবে
- গ) অপেশাদার লাইসেন্স (Non-Professional Licence) লাইসেন্স নম্বর এর রং সবুজ হবে
- ঘ) পিএসভি লাইসেন্স (Public Service Vehicle Licence) (P)
- ঙ) ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স (Instructor Licence)

২) লাইসেন্সের প্রকারভেদ (যানবাহন অনুযায়ী):

- ক) মোটর সাইকেল লাইসেন্স (C)
- খ) মোটর/রিক্সা/অটো-টেম্পু লাইসেন্স (T)
- গ) হালকা যান/জীপ/মাইক্রোবাস লাইসেন্স (অনধিক ১২ আসন) (L)
- ঘ) মধ্যম মানের মোটরযান লাইসেন্স (M)
- ঙ) ভারী মানের মোটরযান লাইসেন্স (H)
- চ) ট্রাক্টর/বিশেষ শ্রেণী লাইসেন্স। (X)

ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা:

পেশাদার লাইসেন্সের জন্য বয়স কমপক্ষে ২১ বৎসর এবং অ-পেশাদার লাইসেন্সের জন্য কমপক্ষে ১৮ বৎসর হতে হবে।

- ১। কাউন্সিলর অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্র ২। রক্তের গ্রুপ ৩। মেডিকেল রিপোর্ট
- ৪। পরীক্ষায় পাশ করার পর পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন (পেশাদার চালকের জন্য অবশ্যই প্রযোজ্য)
- ৫। নিজের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ৬। ড্রপট টেস্ট রিপোর্ট (পেশাদার চালক)
- ৭। বিআরটিএ কর্তৃক দেয়া নির্ধারিত ফরমে বৃদ্ধাজুলির ছাপ ও স্বাক্ষর।

ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার অযোগ্যতা:

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ লাইসেন্স প্রাপ্তির অযোগ্য-

- ১) মৃগী রোগী, উন্মাদ, হৃদরোগী।
- ২) একই আকারের অন্য কোন চিহ্নের পার্থক্য নিরূপনে ব্যর্থ হলে।
- ৩) রাতকানা, তৎক্ষণাত্ ভাবে লাল ও সবুজ রং চিনতে না পারা।
- ৪) বধিরতা, কুষ্ঠ রোগী,
- ৫) বাহু ও পা চলাচলের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা,
- ৬) অতিরিক্ত মদ্যপান,
- ৭) দক্ষতা পরীক্ষায় পাশ না করা,
- ৮) সঠিক আবেদন ও ফিস প্রদান না করা।

ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার একটি নমুনা প্রশ্নপত্র

পরীক্ষার তারিখঃ	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি	পরীক্ষকের স্বাক্ষর
পরীক্ষার্থীর নামঃ		পূর্ণনামঃ ২০
পরীক্ষার রোল নম্বরঃ		পাশ নম্বরঃ ১২
লার্নার লাইসেন্স নাম্বারঃ		সময়ঃ ২০ মিনিট

বিঃদ্রঃ ইঞ্জিন মেকানিজম বিষয়ে ন্যূনতম ০২ নম্বর না পেলে পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য বলে গণ্য হবেন।

১। সংক্ষেপে উত্তর লিখুন (যেকোন ০৬টি)

ক) গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হলে চালকের করণীয় কী?

উত্তরঃ

খ) গাড়ি চালনার আগে করণীয় কাজ কী কী? যে কোন ০২টি লিখুন।

উত্তরঃ

গ) মধ্যম বা মাঝারি মোটরযান কাকে বলে?

উত্তরঃ

ঘ) কোন কোন গাড়িকে ওভারটেক করার সুযোগ দিতে হবে?

উত্তরঃ

ঙ) গাড়ির চাঁকা ফেটে গেলে করণীয় কী?

উত্তরঃ

চ) গাড়ি রাস্তার কোন পাশ দিয়ে চলাচল করবে?

উত্তরঃ

ছ) বেপরোয়া ও বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালনার শাস্তি কী?

উত্তরঃ

২। সঠিক উত্তরে ঠিক চিহ্ন দিন।

ক) কোন জায়গায় অবশ্যই হর্ণ বাজাতে হবে?

১. গোল চক্রে

২. অন্ধ বাঁকে

৩. ইউ টার্নেল নিকট

৪. হাসপাতাল

খ) প্রধান রাস্তায় প্রবেশের সতর্কতা হল-

১. প্রধান রাস্তার গাড়িকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা

২. ইন্ডিকেটর দিয়ে হর্ণ বাজিয়ে নিজেই অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা

৩. ইন্ডিকেটর দিয়ে গাড়ির গতি কমিয়ে প্রধান রাস্তার গাড়িকে অগ্রাধিকার প্রদান করা

৪. যে কোন দিক দিয়ে হর্ণ বাজিয়ে প্রবেশ করা যেতে পারে


গ) গাড়ির গিয়ার পরিবর্তনের সময় অবশ্যই-

১. ব্রেক পেডেল চাপ দিতে হবে


২. ক্লাচ পেডেল চাপ দিতে হবে

৩. এক্সিলেটর পেডেল চাপ দিতে হবে


৪. গাড়ির গতি কমাতে হবে

ঘ)  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

১. সড়কে পথচারী
২. পথচারী চলাচল নিষেধ
৩. শিশু-কিশোর

ঝ)  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

১. জেব্রা ক্রসিং
২. রেল গেট
৩. পার্কিং/প্রয়োজনে থামা

গ)  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

১. মোটরকার চলাচলের জন্য
২. মোটরযান চলাচল নিষেধ
৩. মোটর সাইকেল চলাচল নিষেধ
৪. হর্ণ বাজানো নিষেধ

চ) মোটরযান আইনে কোন প্রকারের বীমা বাধ্যতামূলক?

১. প্রথম পক্ষ
২. কম্প্রিহেনসিভ
৩. তৃতীয় পক্ষ

ছ) গোল চত্তরে গাড়ি চালানোর নিয়ম-

১. সুযোগ মত বের হয়ে যান
২. ডান দিক থেকে আগত গাড়িকে প্রাধান্য দিন
৩. বাম দিকের গাড়ির আরও যেতে দিন
৪. যে দিকে মোড় ঘুরাবেন সেদিকে সিগন্যাল দিন

জ) রাস্তায় আলোকে সংকেত যেভাবে আসে তা হলো?

১. হলুদ-সবুজ-লাল
২. লাল-হলুদ-সবুজ
৩. লাল-সবুজ-হলুদ
৪. সবুজ-লাল-হলুদ

৩। ইঞ্জিন মেকানিজম সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখুন।

ক) ফ্যানবেল্ট কোথায় থাকে?

উত্তরঃ

খ) একটি ইঞ্জিন অত্যধিক গরম অবস্থায় চলছে তা কীভাবে বুঝা যাবে?

উত্তরঃ

গ) পেট্রোল ইঞ্জিনে প্রতি সিলিন্ডারের জন্য স্পার্ক প্লাগ থাকে কয়টি?

উত্তরঃ

ঘ) কুলিং ফ্যানের কাজ কী?

উত্তরঃ

ঙ) স্পার্ক প্লাগ কোথায় থাকে?

উত্তরঃ

চ) ইঞ্জিনে অয়েল (মবিল) এর পরিমাণ কিসের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়?

উত্তরঃ

হাইওয়ে কোড এবং নীতিমালাসমূহ

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি এবং সড়ক ব্যবহার বিধি/নিষেধ জারী করেছেন তাকেই সমষ্টিগতভাবে হাইওয়ে কোড বলা হয়। হাইওয়ে নীতিমালাগুলি নিম্নরূপ :

- ১) সর্বদা সতর্কতার সাথে গাড়ী চালানো এবং রাস্তা ব্যবহারকারীদের ভুলের উপর সচেতন থেকে নিজেকে বাঁচানো।
- ২) ট্রাফিকপূর্ণ রাস্তায় গাড়ী চালানোর পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন না করে রাস্তায় গাড়ী চালানো নিষেধ।
- ৩) আন্তর্জাতিক ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রোড সাইন, রোড সিগনাল গুলো না জেনে রাস্তায় গাড়ী চালানো নিষেধ।
- ৪) ড্রাইভার যে শ্রেণীর গাড়ী চালানোর জন্য লাইসেন্সধারী সেই শ্রেণীর গাড়ী ছাড়া অন্য শ্রেণীর গাড়ী চালানো নিষেধ।
- ৫) রাস্তায় গাড়ী চালানোর সময় ট্রাফিক পুলিশের আদেশ নিষেধ অবশ্যই মেনে গাড়ী চালাতে হবে।
- ৬) গাড়ী চালানোর সময় আইন যা দাবী করে সেই সমস্ত কাগজ পত্র (ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন) অবশ্যই ড্রাইভারের নিকট থাকতে হবে। অন্যথায় গাড়ী চালানো নিষেধ।
- ৭) যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন গাড়ী অচল হয়ে পড়লে তা সম্পূর্ণ সচল না হওয়া পর্যন্ত রাস্তায় গাড়ী চালানো বে-আইনি বলে গণ্য হবে।
- ৮) গাড়ীতে অতিরিক্ত ওজনের মালামাল অথবা অনুমোদন পত্রে অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী বহন করবে না। ইহা শুধু ট্রাফিক আইনের পরিপন্থী নয় যার ফলে গাড়ী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কারণও হতে পারে।
- ৯) গাড়ীর বাতিগুলো সচল থাকতে হবে। বাতি ছাড়া রাত্রিকালে গাড়ী চালানো সম্পূর্ণ নিষেধ।
- ১০) চালকের অবশ্যই প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যাতে সময়মত তা কাজে লাগাতে পারে।
- ১১) গাড়ী প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হলে প্রশিক্ষণরত চালকদের নামের তালিকা প্রশিক্ষণ অনুমোদন সম্পন্ন কাগজপত্র অবশ্যই ইনস্ট্রাক্টরের সাথে থাকতে হবে।
- ১২) চালক শারীরিক অথবা মানসিক অথবা উভয় প্রকার অসুস্থতা বোধ করলে রাস্তায় গাড়ী চালানো নিষেধ।
- ১৩) চালক কোন প্রকার নেশাগ্রস্ত বা মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালানো নিষেধ।

সড়ক ব্যবহার বিধির অপরাধ, আইন ও ধারা এবং সর্বোচ্চ শাস্তি

- ০১। ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত মোটরযান ও গণপরিবহন চালনার বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত ধারা ৪ এবং ৫ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪ এবং ৫ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- ০২। ড্রাইভিং লাইসেন্স হস্তান্তর সংক্রান্ত ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- ০৩। বিদেশি নাগরিক কর্তৃক এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান বা লাইসেন্স প্রদত্ত শর্ত অমান্য সংক্রান্ত ধারা ৯ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো বিদেশি নাগরিক ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- ০৪। কর্তৃপক্ষ ব্যতীত ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত, প্রদান বা নবায়নে বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত ধারা ১০ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১০ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর তবে অনূ্যন ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- ০৫। ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত, প্রত্যাহার বা বাতিল করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মোটরযান চালানোর উপর বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত দারা ১২ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- ০৬। কন্ডাক্টর লাইসেন্স ব্যতীত কোনো গণপরিবহণে কন্ডাক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত ধারা ১৪ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৪ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- ০৭। মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত মোটরযান চালনা সংক্রান্ত ধারা ১৬ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৬ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- ০৮। ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার ও প্রদর্শনে বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত ধারা ১৭ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৭ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর তবে অনূ্যন ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা তবে অনূ্যন ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

০৯। মোটরযান মালিকানা পরিবর্তন বা হস্তান্তরের কারণে হস্তান্তরহীনতা কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ধারা ২১ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো হস্তান্তরহীনতা ধারা ২১ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০। মোটরযান ফিটনেস সনদ ব্যতীত বা মেয়াদউত্তীর্ণ ফিটনেস সনদ ব্যবহার করিয়া বা ইকোনমিক লাইফ অতিক্রম বা ফিটনেসের অনুপযোগী, ঝুঁকিপূর্ণ মোটরযান চালনা সংক্রান্ত ধারা ২৫ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২৫ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২৫ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১। ট্যাক্স-টোকেন ব্যতীত বা মেয়াদউত্তীর্ণ ট্যাক্স -টোকেন ব্যবহার করিয়া মোটরযান চালনা সংক্রান্ত ধারা ২৬ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২৬ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১২। রুট পারমিট ব্যতীত পাবলিক প্লেসে পরিবহন যান ব্যবহার সংক্রান্ত ধারা ২৮ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩। গণপরিবহনের ভাড়ার চার্ট প্রদর্শন ও নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দাবী বা আদায় সংক্রান্ত ধারা ৩৪ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

১৪। ট্রাফিক সাইন ও সংকেতের ব্যবহার মানিয়া চলা সংক্রান্ত ধারা ৪২ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪২ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

১৫। অতিরিক্ত ওজন বহন করিয়া মোটরযান চালানো সংক্রান্ত ধারা ৪৩ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৩) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ২ (দুই) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

১৬। মোটরযানের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ধারা ৪৪ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৪ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ২ (দুই) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

১৭। নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত উচ্চমাত্রার কোনরূপ শব্দ সৃষ্টি বা হর্ণ বাজানো বা কোনো যন্ত্র, যন্ত্রাংশ বা হর্ণ মোটরযানে স্থাপন সংক্রান্ত ধারা ৪৫ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) ও (৪) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

১৮। পরিবেশ দূষণকারী, ঝুঁকিপূর্ণ ইত্যাদি মোটরযান চালনার বিধি- নিষেধ সংক্রান্ত ধারা ৪৬ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ-(১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

১৯। মোটরযান পাকিং এবং যাত্রী বা পণ্য উঠানামার নির্ধারিত স্থান ব্যবহার সংক্রান্ত ধারা ৪৭ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৭ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ২ (দুই) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

২০। দ্রুতগতির মোটরযান প্রবেশের ক্ষেত্রে মহাসড়কের ব্যবহার সংক্রান্ত ধারা ৪৮ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৮ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

২১। মোটরযান চলাচলের সাধারণ নির্দেশনাবলী সংক্রান্ত ধারা ৪৯ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- (১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) উল্লেখিত সাধারণ নির্দেশনাবলীর প্রথম অংশের কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

২২। বিস্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ মোটরযান পরিবহন সংক্রান্ত ধারা ৫১ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৫১ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৩। সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সংক্রান্ত ধারা ৬২ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬২ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

২৪। ওভারলোডিং বা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মোটরযান চালনার ফলে দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের দণ্ডঃ- যদি নির্ধারিত গতিসীমা অতিরিক্ত গতিতে বা বেপরোয়াভাবে বা ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং বা ওভারলোডিং বা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মোটরযান চালনার ফলে কোনো দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়। তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের চালক বা কন্ডাক্টর বা সহায়তাকারী ব্যক্তির অনুরূপ মোটরযান চালনা হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং আদালত অর্থদণ্ডের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৫। অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন বা প্ররোচনা প্রদান করেন বা ষড়যন্ত্র করেন এবং যাহার ফলে সংশ্লিষ্ট অপরাধটি সংঘটিত হয়। তাহা হইলে উক্ত সহায়তাকারী, ষড়যন্ত্রকারী বা প্ররোচনা প্রদানকারী ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৬। অপরাধ পুনঃ সংঘটনের দণ্ডঃ- এই আইনে উল্লেখিত কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডভোগকারী একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করিলে, উক্ত ব্যক্তিকে সংঘটিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে এবং ইহা কোনোক্রমে পূর্বে প্রদত্ত দণ্ডের দ্বিগুণের কম হইবে না।

২৭। পরিদর্শনে বাধা প্রদান বা প্রদত্ত নির্দেশনা অমান্য সংক্রান্ত ধারা ১১৬ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১১৬ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৮। আক্রমণাত্মক আচরণ ও জনরোষ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ধারা ১১৯ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১১৯ এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৯। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশনা সংক্রান্ত ধারা ১২৪ এর অধীন প্রণীত বিধান লঙ্ঘনের দণ্ডঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১২৪ এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশনা এবং প্রণীত নীতিমালা প্রদত্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩০। দুর্ঘটনা সংক্রান্ত অপরাধঃ- এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোটরযান চালনাজনিত কোনো দুর্ঘটনায় গুরুত্বভাবে কোনো ব্যক্তি আহত হইলে বা তাহার প্রাণহারি ঘটিলে, তৎসংক্রান্ত অপরাধসমূহে Penal Code, 1860 (ACT NO. XLV of 1860)-এর এতদসংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

স্টিকার ফাইন এবং যেসব অপরাধের জন্য স্টিকার মামলা হয়

ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ৬৫, ৬৬, ৬৭ ও ৬৮ ধারায় উল্লেখিত শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ধার্যকৃত জরিমানা পরিশোধের জন্য ১০২ ধারা মোতাবেক উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ সার্জেন্ট/সাব-ইন্সপেক্টর কর্তৃক যে নোটিশ অপরাধীকে প্রদান করা হয় অথবা অপরাধীর অনুপস্থিতিতে যানবাহনের গায়ে যে কেস স্লিপ লাগিয়ে দেওয়া হয় তাকে স্টিকার ফাইন বলে।

উল্লেখিত পুলিশ অফিসার ১০২ ধারা মোতাবেক ১০/- টাকা থেকে ৫০/- পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা রাখেন।

যেসব অপরাধের জন্য স্টিকার মামলা হয়ঃ-

কোন গাড়ির মালিক বা চালক যদি যানবাহন বিধি লংঘন করে ভুল স্থানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেন, পায়ে চলার পথ বন্ধ করে রাখেন এবং রাস্তার বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন তা হলে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ সার্জেন্ট/সাব-ইন্সপেক্টর গাড়ির কোন কাগজপত্র জব্দ করা ব্যতীত গাড়ির নম্বর এর উপর ৩ কপি জরিমানা স্লিপ কেটে এক কপি গাড়ির এমন স্থানে রাখবেন যাতে চালক বা মালিকের দৃষ্টিগোচর হয়। ২য় কপি সংশ্লিষ্ট ডিসি ট্রাফিক বা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন।

রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

কোন মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের জন্য সেই মোটরযানের মালিক কর্তৃক বা তারপক্ষ হতে নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদন ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হতে হবে এবং আবেদনের সহিত নির্ধারিত ফি যাহা ব্যাংকে জমা দিয়ে জমা রশিদসহ দাখিল করতে হবে।

আবেদন পত্রের সহিত যে সমস্ত দলিল জমা দিতে হবেঃ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| (ক) বিক্রয় রশিদ | (খ) ইনভয়েস |
| (গ) বিল অব লেডিং | (ঘ) বিল অব এন্ট্রি |
| (ঙ) সেল ইন্টিমেশন লেটার | (চ) গেট পাশ |
| (ছ) ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণপত্র | (জ) টাইপ অনুমোদনের সত্যায়িত ফটোকপি। |
- (ঝ) স্থানীয়ভাবে মোটর গাড়ির বডি তৈরী হইলে বডি ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ পত্র।
 (ঞ) প্রাইভেট মাইক্রোবাস, জীপ ও কারের জন্য টি.আই.এন সার্টিফিকেট ও আয়কর দাখিল করতে হবে।

মোটর গাড়ীর ফিটনেস সার্টিফিকেট

কোন মোটর গাড়ীর ফিটনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে অনলাইন-এ (bsp.brta.gov.bd) মোটর গাড়ীর পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করে এপামেন্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট মোটরযান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করতে হবে। সঙ্গে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ মোটর গাড়ী পরিদর্শনের জন্য হাজির করতে হবে।

- (১) আবেদন ফি; (২) বর্ণিত মোটরযানের আয়কর পরিশোধের প্রমাণ পত্র এবং
- (৩) টি.আই.এন সার্টিফিকেট (যাহা আয়কর অফিস প্রদান করে)।

আবেদনপত্র পাওয়ার পর মোটরযান পরিদর্শক মোটর গাড়ীখানা পরিদর্শন করবেন। ফিটনেস সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনকৃত মোটরযানখানা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সহিত সংগতিপূর্ণ এবং যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ত হলেই উল্লেখিত মোটরযানটিকে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। ফিটনেস সার্টিফিকেট ০২ (দুই) বৎসরের জন্য প্রদান করে থাকে এবং ভাড়ায় চালিত মোটরযান ০১ (এক) বৎসরের জন্য ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে।

মোটরযানের রুট-পারমিট ইস্যু নবায়ন

কোন মোটরযানের রুট-পারমিটের প্রয়োজন হলে নিম্নলিখিত দলিলসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সদস্য সচিব (সহকারী পরিচালক/মোটরযান পরিদর্শক) বরাবর নির্ধারিত রুট উল্লেখ করে আবেদন ফি জমা দিয়ে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে-

- (১) সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।
- (২) ফিটনেস সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।
- (৩) ট্যাক্স-টোকনের সত্যায়িত ফটোকপি।
- (৪) ইনস্যুরেন্স সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।
- (৫) সংশ্লিষ্ট মোটরগাড়ীর চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি।
- (৬) পূর্বের রুট-পারমিটের ফটোকপি (নবায়নের ক্ষেত্রে)
- (৭) চালকের নিয়োগপত্র।

আবেদনপত্র পাওয়ার পর সদস্য-সচিব উক্ত এলাকার আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে আবেদনকৃত মোটরযানের রুট-পারমিট ইস্যু/নবায়ন করবেন। রুট-পারমিট এক সঙ্গে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য প্রদান করা হয়।

রুট-পারমিটের মালিকানা হস্তান্তর

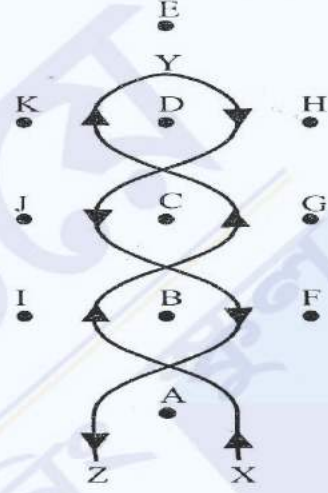
কোন মোটর গাড়ীর রুট পারমিট মালিকানা হস্তান্তর করতে হলে উক্ত মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি ও আবেদন ফি জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সদস্য সচিব বরাবর নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে দাখিল করবেন। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রুট-পারমিট জমা দিতে হবে। এরপড়ে সদস্য-সচিব উক্ত রুট পারমিটের মালিকানা পরিবর্তন করবেন।

রুট পারমিটের প্রতিলিপি ইস্যুকরণ

কোন মোটরযানের রুটপারমিট হারিয়ে গেলে, নষ্ট হলে, ছিড়ে গেলে বা পুড়ে গেলে উক্ত রুট পারমিটের ফটোকপিসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সদস্য-সচিব বরাবর আবেদন ফি জমা দিয়ে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। পুড়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি এন্ট্রি থাকতে হবে। আবেদনপত্র পাওয়ার পর সদস্য-সচিব উক্ত রুট-পারমিটের প্রতিলিপি ইস্যু করবেন।

মোটর সাইকেল ও ট্রাই-সাইকেল এর জিগজাগ টেস্ট

চিত্র অনুযায়ী X প্রান্ত হতে শুরু করে তীর চিহ্নিত নির্দেশ মোতাবেক Y প্রান্ত হয়ে Z প্রান্ত আসতে হবে। এখানে ১১টি পতাকার AB=BF=BI=BC=CG=CJ=CD=DH=DK=DE=FG=GH=IJ=JK= মোটর সাইকেল বা ট্রাই-সাইকেল এর দৈর্ঘ্যের দেড় গুণ। কোন অবস্থাতেই মোড় নেয়ার সময় পা মাটিতে ফেলা যাবে না। আসা- যাওয়ার সময় যদি কোন পতাকা পড়ে যায় অথবা পতাকায় ধাক্কা লাগে তাহলে অকৃতকার্য বলে গন্য হবে। মোড় নেয়ার সময় গাড়ির গতি অবশ্যই কম থাকতে হবে অন্যথায় গাড়ীর নিয়ন্ত্রন থাকবে না এবং পা মাটিতে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। অতএব, একজন পরীক্ষার্থী উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে পরীক্ষা দিলে মোটরসাইকেল বা ট্রাই-সাইকেল এর জিগ জ্যাগ পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারেন।



ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স (International Driving License)

বাংলাদেশ থেকে যে সকল ব্যক্তি বিদেশে এবং বিদেশে গিয়ে ড্রাইভিং করতে (পেশা হিসেবে বেছে নিতে) চান তাদের অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং পারমিট নিতে হবে। তবে তাকে বাংলাদেশের বৈধ লাইসেন্সধারী হতে হবে।

তারপর চেয়ারম্যান, অটোমোবাইল এসোসিয়েশন (Automobile Association) ৩/বি আউটার সার্কুলার রোড, মগবাজার-ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ফরম সংগ্রহ করে ১২৫০/- টাকা জমা করতে হবে। ফরমের সাথে পাসপোর্টের ফটোকপি এবং তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে। তারপর অটোমোবাইল এসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান এবং সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) বিআরটিএ এর যৌথ স্বাক্ষরে ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং পারমিট ইস্যু হয়ে থাকে।

মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন এবং ফিটনেস (Registration and fitness)

রাষ্ট্রায় গাড়ী বের করার পূর্বেই রেজিস্ট্রেশন করা অবশ্যই প্রয়োজন। গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন করতে যেসব কাগজ পত্র/তথ্যাদি প্রয়োজন।

- ১) বিক্রোতা প্রদত্ত রশিদ (Money Reciept)
- ২) ইনভয়েসের কপি (Invoice/chalan)
- ৩) বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry)
- ৪) মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের সার্টিফিকেট (VAT)

তারপর রেজিস্ট্রেশন ফি ও কর জমা বই সংগ্রহ করে নির্ধারিত ডাকঘরে ফি জমা করে বিআরটিএ হতে রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স টোকেন, ট্যাক্স লেবেল সংগ্রহ করতে হবে।

মোটরযানের ফিটনেসঃ বি.আর.টি.এ অফিস হতে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করে নির্ধারিত ডাকঘরে প্রযোজ্য ফি জমা দিতে হবে। তারপর নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মোটরযান পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ ফিটনেস এর জন্য রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, বীমা সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রদর্শন করতে হবে।

ওভারটেকিং এবং পাসিং (Overtaking and Passing)

ওভারটেকিং এর পূর্বে যেসব বিষয় বিবেচনা করা দরকারঃ-

- ১) ওভারটেকিং এর জন্য প্রথমেই নিরাপদ জায়গা খুঁজুন।
- ২) ওভারটেকিং করার জন্য সংকেত দিন।
- ৩) কখনো বাঁ দিক দিয়ে ওভারটেক করবেন না। অবশ্যই ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করুন।
- ৪) গাড়ীর লুকিং গ্লাস এর সাহায্যে পিছনের গাড়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করুন।
- ৫) যখন সিদ্ধান্ত নিবেন ওভারটেক করবো গাড়ী গতি যা থাকবে তার থেকে ২০ কিঃমিঃ গতি বাড়াতে হবে।
- ৬) ওভারটেকিং এর পরে বাঁদিকের লেনে ফিরে আসুন।
- ৭) যখন পিছনের গাড়ী আপনার গাড়ীকে ওভারটেক করতে চাইবে তখন আপনার গাড়ীর গতি বাড়াবেন না। প্রয়োজনে বাঁ দিকে চলে আসুন।
- ৮) ওভারটেকেরত গাড়ীকে অতিক্রম করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় গতি কমান এবং ভেতরে আসতে দিন।
- ৯) রাতের বেলা এবং খারাপ আবহাওয়ায় ওভারটেকিং এর সময় বিশেষ ভাবে সতর্ক হোন।

ওভারটেকিং নিষেধ এমন কয়েকটি স্থানের নামঃ-

- ১) কোন কোনায় বা বাঁকে বা সরু সড়কে।
- ২) কোন কুঁজ আকৃতির সেতুর কাছে
- ৩) কোন টিলা বা পাহাড়ের ঢালে।
- ৪) যেখানে উভয় দিক থেকে কোন সড়ক মিলিত হয়েছে অথবা কোন সংযোগস্থলে।
- ৫) কোর সংরক্ষিত বাস, ট্রাক অথবা সাইকেল লেন সমূহে প্রবেশ করার পথে।
- ৬) ষ্টপে থামানো অবস্থায় দুটি বাসের মাঝখানে বা অন্ধ মোড়ে বা কোন বাঁকে।
- ৭) যেখানে অন্যান্য যানবাহন বা চালকের অসুবিধা সৃষ্টি হয়।
- ৮) কোন পথচারী পারাপারে বা লেভেল ক্রসিং-এ।
- ৯) যেখানে কোন পথচারীদের অসুবিধা সৃষ্টি হয়।
- ১০) যেখানে রাস্তায় কোন মেরামতের কাজ চলছে।
- ১১) কোন সংরক্ষিত এলাকায় (বিশেষ করে সেনানিবাস এলাকায়)।

পাসিং (Passing)ঃ-

পাসিং শব্দের অর্থ কোন থামানো গাড়ীকে ওভারটেক করে যাওয়াকে বুঝায়। ওভারটেক করার সময় অবশ্যই হর্ণ বাজাতে হবে।

প্রতিকূল অবস্থায় গাড়ী চালানো

কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় গাড়ী চালানোঃ-

- ১) প্রথমেই আপনার গাড়ীর গতি কমিয়ে বিশেষভাবে সতর্ক হোন। কারণ সামনের রাস্তা ঠিকমত আপনার দৃষ্টিগোচর হতে নাও পারে।
- ২) গাড়ীর লাইট ব্যবহার করুন এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।

পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ী চালানোঃ-

- ১) পাহাড়ের ঢালে গাড়ী চালাতে প্রথমেই বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন
- ২) পাহাড়ের উপরে উঠতে গেলে গাড়ীর গিয়ার কমিয়ে ১নং গিয়ার লাগান তারপর সাবধানে উপরে উঠতে থাকুন।
- ৩) পাহাড়ের উপর দিকে মুখ করে গাড়ী রাখতে হলে গাড়ীর সামনের গিয়ার লাগিয়ে রাখুন এবং পাহাড়ের নীচের দিকে মুখ করে রাখতে হলে গাড়ীর পিছনের গিয়ার (back gear) লাগিয়ে রাখুন এবং হাত ব্রেক লাগান।

রাতে গাড়ী চালানোঃ-

- ১) দিনের আলোয় গাড়ী চালানোর চাইতে রাতের আলোয় গাড়ী চালানো বিপজ্জনক, তাই আপনি আরো বেশী সতর্ক হোন।
- ২) হেড লাইটের আলো পর্যাপ্ত না হলে রাস্তায় গাড়ী বের করবেন না।
- ৩) অন্যান্য যানবাহনের চালক যাতে আপনার গাড়ীকে দেখতে পায় এজন্য সময়মত গাড়ীর গভীর আলো (ডিপার সুইচ) ব্যবহার করুন।
- ৪) আপনার চোখের যদি কোন সমস্যা থাকে তাহলে রাতে গাড়ী চালাবেন না।

বৃষ্টি হলেঃ-

- ১) বৃষ্টি ভেজা রাস্তার জন্য নিরাপদ দূরত্ব কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিন। কারণ ব্রেক করলে চাকা স্কিডিং হবে।
- ২) ওভারটেকিং এবং সাইড নিতে হলে আগে থেকেই নিরাপদ জায়গা খুঁজুন এবং বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

বরফ হলেঃ-

- ১) বৃদ্ধি বহুল অবস্থায় চাইতে বরফ আবৃত রাস্তায় চালানো অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ/বিপজ্জনক।
- ২) আপনার গাড়ী সামনের গাড়ীর তুলনায় নিরাপদ দূরত্ব ৮/১০ গুণ বাড়িয়ে দিন।
- ৩) কোন মোড় বা টার্নিং নেয়ার সময় হালকাভাবে খুব সতর্কতার সাথে স্টিয়ারিং ব্যবহার করুন।

খুব গরম আবহাওয়ায়ঃ-

সতর্ক হোন খুব গরম আবহাওয়ায় গাড়ী চালানোর সড়কের উপরিভাগ নরম হয়ে আছে। আপনার স্টিয়ারিং এবং ব্রেক আক্রান্ত হতে পারে।

বাংলাদেশ জাতীয় গতিসীমা

যানের শ্রেণী	শহর/লোকালয়	মহাসড়ক
মোটরসাইকেল/কার/স্টেশন ওয়াগন	৫০ কিঃ মিঃ	১১০ কিঃ মিঃ
বাস/কোচ	৩০ কিঃ মিঃ	৮০ কিঃ মিঃ
ট্রাক/লরী	৩০ কিঃ মিঃ	৫৫ কিঃ মিঃ

জরুরী কাজে নিয়োজিত গাড়ী



জরুরী কাজে নিয়োজিত গাড়ীগুলো হলঃ-

জরুরী কাজে নিয়োজিত গাড়ী সুযোগ চাইলে অন্যান্য যানবাহন যতদূর সম্ভব রাস্তায় বাম পার্শ্ব ঘেষে থামবে বা অতি কম গতিতে চলবে।

স্টপিং ডিসট্যান্স (Stopping Distance)

রাস্তার শর্ত	গতি	থামার দূরত্ব
পাকা ও শুকনা	৬০ কিঃ মিঃ	৩০ মিঃ (যত কিঃ মিঃ তার অর্ধেক মিটার)
পাকা ও ভেজা	৬০ কিঃ মিঃ	৬০ মিঃ (সমান মিটার)
কাঁচা এবং শুকনা	৬০ কিঃ মিঃ	৯০ মিঃ (দেড়গুণ মিটার)
কাঁচা এবং ভেজা	৬০ কিঃ মিঃ	১২০ মিঃ (দ্বিগুণ মিটার)

দুর্ঘটনা এড়াতে হলে উপরের ছক অনুযায়ী সর্বনিম্ন থামার দূরত্ব পালন করতে হবে।

গতি (মাইল) ১	চিন্তার দূরত্ব (গতির সমান ফিট) ২	ব্রেক করার দূরত্ব (গতি × চিন্তা × ২০) ফিট	সর্বমোট থামার দূরত্ব (২+৩)
২০	২০	২০	৪০
৪০	৪০	৮০	১২০
৬০	৬০	১৮০	২৪০

ব্রেক করার দূরত্ব = $\frac{\text{গতি} \times \text{চিন্তা}}{২০}$, (২০ হল মিন রাশি)

সর্বমোট থামার দূরত্ব = চিন্তার দূরত্ব (ফিট) = ব্রেক করার দূরত্ব

নিরাপদে গাড়ী চালানো (Safe Driving)

আমাদের দেশের শতকরা ৬০ ভাগ (ধারণা মাত্র) দুর্ঘটনা ঘটে সাধারণত চালকের ভুলের উপর। তাই অবশ্যই গাড়ী চালানোর সময় সদা সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- ১) আপনি নতুন চালক হলে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন কারণ ১৮ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত বয়সের চালকরা অথবা কিছু দিন পূর্বে যারা পরীক্ষায় পাশ করেছেন তারাই বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা ঘটান।
- ২) চালক হিসেবে আপনাকে ঝুঁকির মাত্রা বিচার করতে হবে। পথচারী এবং অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীরা কি করতে পারে বিচার করার চেষ্টা করুন।
- ৩) গাড়ী চালানোর সময় আপনার কঠিন পরিস্থিতির জন্য তৈরী থাকুন। যেমন-অন্ধকার মোড়, সড়কের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি।
- ৪) সড়ক অনুযায়ী আপনার গাড়ী চালানো মিলিয়ে নিন। জাংশন সমূহে বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন গতি কমান এবং গাড়ী থামানোর জন্য প্রস্তুত থাকুন।
- ৫) সর্বসময় সর্বোচ্চ গতিসীমায় গাড়ী চালানো নিরাপদ হবে না। সড়ক এবং ট্রাফিকের অবস্থা হিসেব করে গাড়ী চালানো উচিত।
- ৬) বিচক্ষণতার সাথে সড়কের উপর আপনার অবস্থান ঠিক করতে হবে। সড়ক দেখার জন্য আপনার দৃশ্যতার উন্নতি করতে হবে। বিপরীত দিক থেকে আগত ট্রাফিকের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে হবে।
- ৭) নিরাপদে গাড়ী চালানোর জন্য আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগের প্রয়োজন। মনোযোগ হারাতে পারেন এমন কিছু এড়িয়ে চলুন। যেমন-গান শোনা, মোবাইল ফোন ব্যবহার করা ইত্যাদি।
- ৮) মদ পান করে গাড়ী চালানো উচিত নয়।
এলকোহল- সমশ্রেণীভুক্ত করা কমাতে, প্রতিক্রিয়া করা কমাতে-গতি বিচার করতে বাধা হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও নিরাপত্তা (First Aid & Security)

প্রত্যেক চালকের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা সহ প্রাথমিক চিকিৎসা সারঞ্জামাদি গাড়ীতে রাখা উচিত। যেমনঃ-১. গজ, ২. ব্যন্ডিজ, ৩. স্যাভলন, ৪. কটন বা তুলা, ৫. লিকু প্লাস, ৬. এভোমিন ট্যাবলেট (বমির জন্য), বুটাপেন (পেট ব্যাথার জন্য) ইত্যাদি। ৭. রেনিটিড/নিউটেক (গ্যাসট্রিক এর জন্য) ইত্যাদি।

শ্বাস বন্ধ হলে করণীয়ঃ

- ১) মুখ হতে যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে পেলুন।
- ২) মুখে মুখ লাগিয়ে মুখের ভিতর ফুঁ দিন এবং মুখ সরিয়ে ফেলুন, তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত একা শ্বাস নিতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত চার সেকেন্ড পর পর ফুঁ দিন।

রক্ত বের হতে থাকলে করণীয়ঃ

পরিষ্কার কাপড় অথবা ব্যান্ডেজ দিয়ে ক্ষত স্থানটি নিরাপদ করতে হবে এবং রক্ত বের হওয়া বন্ধ করতে হবে।

নিরাপত্তাঃ সাধারণত পেট্রোল ইঞ্জিনে বিভিন্ন সার্কিট বা অন্যান্য ট্রাফিকের কারণে যেকোন সময় আগুণ লেগে যায়। তাই সব সময় নিরাপত্তার জন্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা উচিত।

কোন সময় ইঞ্জিন বা গাড়ীতে আগুণ লাগলে কখনও পানি দিয়ে নিভানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। এতে আগুণ চারদিকে ছড়িয়ে যাবে। কারণ পেট্রোল পানির চেয়ে হালকা। বালি বা কাঁদা ছিটিয়ে আগুণ নিভানো যেতে পারে অথবা ভিজা ছালা/চট দ্বারা ঢেকে দিলে আগুণ নিভে যাবে।

সড়ক দুর্ঘটনাজনিত ইনজুরি প্রতিরোধে করণীয়

- ❖ রাস্তা তৈরীতে নকশা ও ডিজাইনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা
- ❖ গাড়ী চালানোর ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ
- ❖ গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক সিগন্যালে ক্যামেরা ব্যবহার
- ❖ শিশুদের বড়দের সাহায্য নিয়ে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হওয়া
- ❖ মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীগণের পথ চলতে অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করা
- ❖ রাস্তায় চালক এবং পথচারীগণের সতর্কতা অবলম্বন করা
- ❖ শিশুদের রাস্তায় বা রাস্তার পাশে খেলতে না দেয়া
- ❖ রাস্তায় প্রথমে ডানে পরে বামে আবার ডানে দেখে গাড়ীর অবস্থান বুঝে রাস্তা পার হওয়া
- ❖ রাস্তায় হাঁটার সময় ফুটপাত থাকলে সবসময় ফুটপাত দিয়ে হাঁটা
- ❖ রাস্তায় ফুটপাত না থাকলে ডানদিক দিয়ে অর্থাৎ গাড়ী যেদিক দিয়ে আসছে সেদিকে মুখ করে হাঁটা
- ❖ শ্যালো ইঞ্জিন চালিত গাড়ীতে (নছিমন, করিমন) না উঠা
- ❖ যানবাহনের দরজা বা জানালা দিয়ে মাথা বা হাত পা বের না করা
- ❖ বাস বা ট্রেনের ছাদে না উঠা
- ❖ চলন্ত যানবাহনে উঠানামা না করা
- ❖ রাস্তায় সব সময় শিশুদের হাত ধরে রাখা।

বাধা মুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা (The barrier free Transport System)

জাপানসহ পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে সাধারণত চার ধরনের ব্যক্তিদের ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে (বাস, ট্রেন, লঞ্চ, সাবওয়ে, বিমান) সবসময় সিট বরাদ্দ থাকে। যেমন-১। শিশুসহ মা অথবা অভিভাবক, ২। বৃদ্ধ ব্যক্তি, ৩। কোন গর্ভবতী মহিলা, ৪। প্রতিবন্ধী (উরংধনষবফ)

			
শিশুসহ মা অথবা অভিভাবক	বৃদ্ধ ব্যক্তি	গর্ভবতী মহিলা	শারীরিক বিকলাঙ্গ

আমাদের দেশে শুধুমাত্র মহিলা প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিবহন সেক্টরে সিট রিজার্ভ রাখার আইন আছে। তবে উপরের চার ধরনের ব্যক্তিদের জন্য আমাদের দেশে পরিবহনে সিট বরাদ্দ/রিজার্ভ রাখা প্রয়োজন।

ইএফআই (EFI) ইঞ্জিন

ইএফআই মানে ইলেকট্রনিক ফুয়েল ইনজেকশন (Electronic Fuel Injection)। ইহা সাধারণত পেট্রোল ইঞ্জিনে ব্যবহার হয়। ই.এফ.আই ইঞ্জিনে কোন প্রকার কার্বরেটর থাকে না ইনজেকটর এর সাহায্যে সিলিন্ডারে পেট্রোল স্প্রে করা হয়।

এইফআই ইঞ্জিনে একটি ইসিইউ (Electronic Control Unit) থাকে যার সাহায্যে ইঞ্জিনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ইসিইউ (ECU) এর সাথে বিভিন্ন সেনসর (Sensor) এর সংযোগ থাকে।

ভিভিটি-আই (VVT-I) ইঞ্জিন

ভেরিয়েবল ভালভ টাইমিং ইনফেকশন- ভিভিটি-আই বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ভেরিয়েবল ভালভ টাইমিং হচ্ছে টয়োটা দ্বারা তৈরি একটি অটোমোবাইল ভেরভাল টাইমিং প্রযুক্তি। টয়োটা ভিভিটি-আই সিস্টেম টয়োটা ভিভিটি প্রতিস্থাপিত করে ১৯৭১ সালে ৫ সিলিন্ডার ৪এ-জিই ইঞ্জিনে চালু করা হয়েছিল। ভিভিটি সিস্টেমটি একটি ২ স্তরীয় জলবাহীভাবে পরিচালিত ক্যাম ফেজিং সিস্টেম।

অটো মেকানিজম (Auto Mechanism)

একজন চালক হিসেবে গাড়ী চালানোর জন্য ইঞ্জিনের যেসব যন্ত্রাংশ জানা প্রয়োজন শুধুমাত্র সেসব যন্ত্রাংশগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হল।

১। ইঞ্জিন কি বা কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল যন্ত্র জ্বালানী, Oil, পানি, বায়ু এবং কয়লার দ্বারা “যান্ত্রিক শক্তি” উৎপন্ন করে থাকে তাকে ইঞ্জিন বলে।

২। ইঞ্জিন কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ জ্বালানী অনুসারে- ১) অন্তর দহন ইঞ্জিন। ২) বহির দহন ইঞ্জিন। যেমন-কয়লার ক) পেট্রোল ইঞ্জিন (সিলিন্ডারে বাতাস এবং পেট্রোলের মিকার একসাথে প্রবেশ করে।)

খ) ডিজেল ইঞ্জিন (সিলিন্ডারে শুধুমাত্র বাতাস প্রবেশ করে এবং জ্বালানী হিসেবে ডিজেল ব্যবহার করে।)

স্ট্রোক অনুসারেঃ ক) টু স্ট্রোক ইঞ্জিন।

খ) ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন। যেমনঃ বাস, ট্রাক, কার ইত্যাদি।

টু স্ট্রোক ইঞ্জিনঃ এই ইঞ্জিনে কোন প্রকার ভাল্ব ব্যবহৃত হয় না। পিস্টনই ভাল্বের কাজ করে। এতে একটি ইনলেট ও আউটলেট পোর্ট থাকে। ৩৬০০ পর পর একবার করে শক্তি পাওয়া যায়। ফলে জ্বালানীর অপচয় বেশী এবং পরিবেশের জন্য বেশী ক্ষতিকর।

ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনঃ ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন সমূহ চারটি ধাপে ইঞ্জিন-এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং ৭২০ ডিগ্রী পর পর এক বার করে পাওয়ার (শক্তি) পায়।

ক) সাকশন স্ট্রোক (Suction Stroke)ঃ পিস্টন নীচের দিকে নামে এগজাষ্ট ভাল্ব বন্ধ থাকে এবং ইনটেক ভাল্ব খোলা থাকে।

খ) কম্প্রেশন স্ট্রোক (Compression Stroke)ঃ

পিস্টন উপরের দিকে উঠে এবং উভয় ভাল্ব বন্ধ থাকে।

গ) পাওয়ার স্ট্রোক (Power Stroke)ঃ

ডিজেল ইঞ্জিনে ইনজেক্টর হতে উচ্চ চাপযুক্ত বাতাসে ডিজেল স্প্রে করা হয় এবং বাতাসের প্রজ্জ্বলন ঘটে।

আর পেট্রোল ইঞ্জিন হতে চাপযুক্ত বাতাস এবং পেট্রোলের মিশ্রনে স্পার্ক প্লাগের মাধ্যমে মিক্সারে আগুন ধরে দেয়া হয়। এই সময় উভয় ভাল্ব বন্ধ থাকে এবং পিস্টন নীচের দিকে নামতে থাকে।

ঘ) এগজাষ্ট স্ট্রোক (Exhaust Stroke)ঃ

এই স্ট্রোকে পিস্টন উপরের দিকে উঠে ইনটেক ভাল্ব বন্ধ থাকে এবং এগজাষ্ট ভাল্ব খোলা থাকে। এই স্ট্রোকে নির্গমন স্ট্রোকও বলা হয় যেহেতু পোড়া ধোঁয়া বের হয়ে যায়।

পেট্রোল ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিনের পার্থক্যঃ

পেট্রোল ইঞ্জিন	ডিজেল ইঞ্জিন
১। কার্বরেটর থাকে	১। হাই প্রেসার পাম্প থাকে
২। স্পার্ক প্লাগ থাকে	২। হাই পেসার পাম্প
৩। সিলিন্ডারে এয়ার ফুয়েল মিক্সার প্রবেশ করে	৩। সিলিন্ডারে শুধুমাত্র বাতাস প্রবেশ করে
৪। ওজনে হালকা	৪। ওজনে ভারী
৫। হাই টেনশন লিড	৫। নজল প্লানজার

ইঞ্জিনের প্রধান অংশ সমূহঃ-



ইঞ্জিন ব্লক / সিলিন্ডার ব্লক



কানেক্টিং রডের সাথে পিস্টন



ক্যাম শাফট



সিলিন্ডার হেড / ইঞ্জিন হেড



ওয়েল সাম্প বা ট্রাংককেইজ



ফ্লাই হুইল



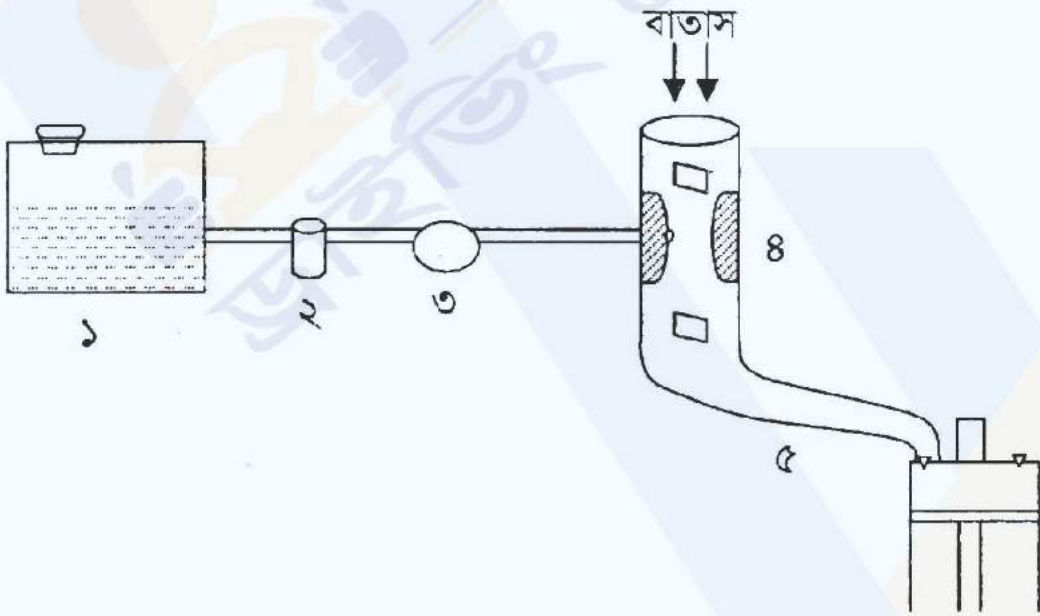
মেনিফোল্ড



ক্রংক শাফট

ইঞ্জিন ফুয়েল সিস্টেম (Engine Fuel System)

পেট্রোল ইঞ্জিন (ফুয়েল সিস্টেম)ঃ-

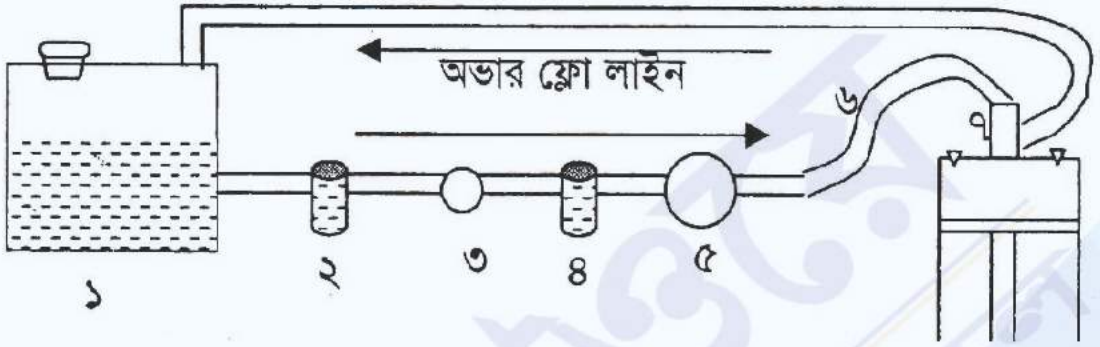


(১) ফুয়েল ট্যাংক (২) ফুয়েল ফিল্টার (৩) এসি পাম্প (অটোমেটিক কন্ট্রোল পাম্প) (৪) কার্বরেটর (যেখানে এয়ার ফুয়েল মিক্সার তৈরী হয়) (৫) ইনটেক মেনিফোল্ড হয়ে সিলিন্ডারে প্রবেশ।

এসি পাম্প (AC Pump) : ইহা একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রিত পাম্প (Automatic Control Pump)। এই পাম্পের সাহায্যে কার্বরেটরে জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করে।

কার্বরেটর (Carburator): এর সাহায্যে বাতাস এবং জ্বালানীর মিশ্রণ তৈরী করে সিলিন্ডারে প্রেরণ করা হয়।

ডিজেল ইঞ্জিন (ফুয়েল সিস্টেম)



(১) ফুয়েল ট্যাংক (২) প্রাইমারী ফুয়েল ফিল্টার (৩) ফিড পাম্প (৪) সেকেন্ডারী ফিল্টার (৫) হাইপ্রেসার পাম্প (৬) হাইপ্রেসার ফুয়েল লাইন (৭) ইনজেক্টর (নজল) এর মাধ্যমে সিলিন্ডারে প্রবেশ।

ফুয়েল ট্যাংক (Fuel Tank): জ্বালানী ধারণ করে।

ফুয়েল ফিল্টার (Fuel Filter): জ্বালানীতে অবস্থানরত ময়লা, ধুলাবালি, সূক্ষ্ম কণা ইত্যাদি পরিষ্কার করে।

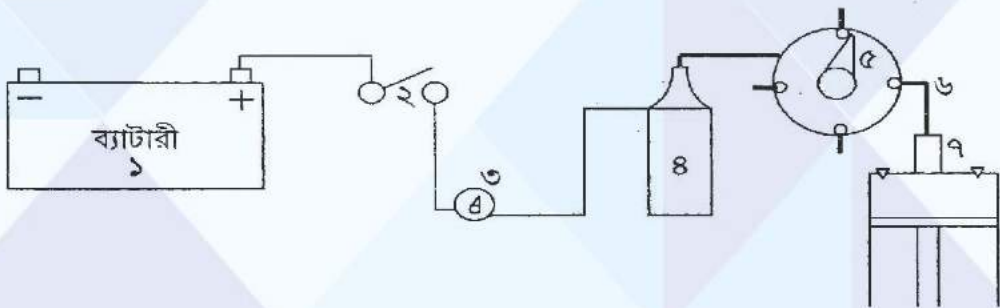
ফিড পাম্প (Feed Pump): ইহা অপেক্ষাকৃত কম চাপ যুক্ত পাম্প। এই পাম্পের সাহায্যে হাই প্রেসার পাম্পে জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করে।

হাই প্রেসার পাম্প (High Pressure Pump): এই পাম্পের সাহায্যে জ্বালানীতে উচ্চ চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং হাই প্রেসার ফুয়েল লাইন হয়ে ইনজেক্টর এর সাহায্যে সিলিন্ডার উচ্চ চাপ যুক্ত জ্বালানীকে স্প্রে করা হয়।

ইনজেক্টর (Injector): সিলিন্ডার হেডে এর অবস্থান। এর সাহায্যে উচ্চ চাপযুক্ত জ্বালানীকে সিলিন্ডারে স্প্রে করা হয়।

পেট্রোল ইঞ্জিন ইগনিশন সিস্টেম (Ignition System)

কার্যকারিতা:



- (১) ব্যাটারী (২) ইগনেশন সুইচ (৩) এমিটার (৪) ইগনিশন কয়েল (৫) ডিষ্ট্রিবিউটর
(৬) হাইটেনশন লীড (৭) স্পার্ক প্লাগ।

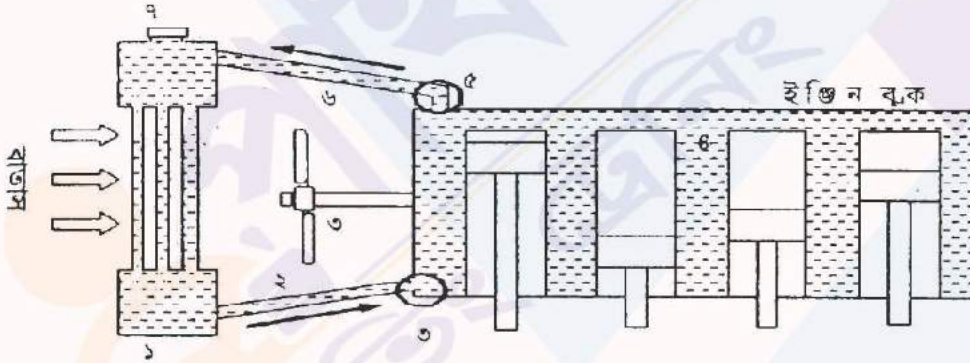
প্রধান অংশসমূহঃ

- ১) ইগনিশন কয়েল-উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ তৈরি করে।
- ২) ডিষ্ট্রিবিউটর - ফ্যারিং অর্ডার অনুসারে বিভিন্ন সিলিন্ডারে ভাগ করে।
- ৩) হাই ট্রেনশন লিড- উচ্চ ভোল্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।
- ৪) স্পার্ক প্লাগ- সিলিন্ডার হেডে কম্পাশন চেম্বারে অবস্থান। স্পার্কিং করে কম্বাশন ঘটায়।

ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেম (Engine Cooling System)

কুলিং সিস্টেম দুই প্রকারঃ

- ১) এয়ার কুলিং সিস্টেমঃ ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করার কাজে বাতাস ব্যবহৃত হয়। যেমন মোটরসাইকেল, স্কুটার ইত্যাদি।
- ২) ওয়াটার কুলিং সিস্টেমঃ ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করার কাজে পানি ব্যবহার হয়। যেমন ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন, বাস, ট্রাক, কার ইত্যাদি।



চিত্র : ওয়াটার কুলিং সিস্টেম

কুলিং সিস্টেম এ কুলিং ওয়াটার যে ভাবে সার্কুলেশান হয়ঃ

- (১) রেডিয়েটর লোয়ার ট্যাংক (২) লোয়ার হুজ পাইপ (৩) ওয়াটার পাম্প (৪) ওয়াটার জ্যাকেট (৫) থার্মোস্টেট ভাল্ব (৬) আপার হুজ পাইপ (৭) রেডিয়েটর আপার ট্যাংক (৮) লোয়ার ট্যাংক।

প্রধান প্রধান অংশসমূহঃ-

রেডিয়েটর (Radiator)ঃ ইহা পানি ধারণ করে এবং তাপ বিকিরণ করে।

ওয়াটার পাম্প (Water Pump)ঃ পাম্পের সাহায্যে রেডিয়েটর এর ঠান্ডা পানিকে টেনে (ওয়াটার জ্যাকেটে) ইঞ্জিন সিলিন্ডারের চার পাশে ছড়িয়ে দেয়।

ফ্যান (Fan)ঃ ফ্যানের সাহায্যে রেডিয়েটর মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবশে করানো হয়।

থার্মোস্টেট ভাল্ব (Thermostat Valve)ঃ ইঞ্জিন-এর রানিং টেম্পারেচার বজায় রাখার প্রদান ভূমিকা পালন করে। ইঞ্জিন স্টার্ট করার সময় পানির তাপমাত্রা কম থাকে বিধায় থার্মোস্টেট ভাল্ব বন্ধ থাকে। ইঞ্জিন স্টার্ট করার পর ইঞ্জিন-এর টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং থার্মোস্টেট ভাল্ব আস্তে আস্তে খুলতে থাকে।

ওয়াটার জ্যাকেট (Water Jacket): ইঞ্জিন এর ভিতরে অর্থাৎ সিলিন্ডারের চার পাশ দিয়ে পানি চলাচলের পথ।

হুজ পাইপ (Hose Pipe): ইহা রেডিয়েটর এবং ইঞ্জিন-এর মধ্যে সংযোগ পথ। হুজ পাইপ দুই প্রকার। যথাঃ ক) আপার হোজ পাইপ, খ) লোয়ার হোজ পাইপ।

প্রতিদিনের চেক আপঃ

রেডিয়েটর পানি, ফ্যান টেনশন, রেডিয়েটর প্রেসার ক্যাপ, ইত্যাদি।

পিরিয়ডিক চেক আপঃ

ফ্যান বেল্ট পরিবর্তন, রেডিয়েটর ক্লিনিং, কুলিং সিস্টেম ফ্ল্যাশিং (৩/৪ মাস পর পর), হুজ পাইপ পরিবর্তন।

কুলিং সিস্টেমের ত্রুটি ছাড়া অন্যান্য যে কারণে ইঞ্জিন ওভারহিট হতে পারে তা হলঃ

১) ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স ঠিক না থাকা, ২) ইঞ্জিন টাইমিং ঠিক না থাকা, ৩) এয়ার ক্লিনার জ্যাম থাকা, ৪) ক্লাচ স্লিপ করা, ৫) ব্রেক জ্যাম থাকা

এন্টি-ফ্রিজ সলুশন (Anti-Freeze Solution): শীত প্রধান দেশে যেখানে তাপমাত্রা শূন্য (০) ডিগ্রীর নীচে সেখানে কুলিং ওয়াটারের সাথে এক ধরনের সলুশন ব্যবহার করা হয় যাতে পানি বরফে পরিণত না হয়। তাই এন্টি-ফ্রিজ সলুশন। যেমনঃ ইথিলিন গ্লাইকল (Ethylene Glycol), গ্লিসারিন (Glycerin) ইত্যাদি।

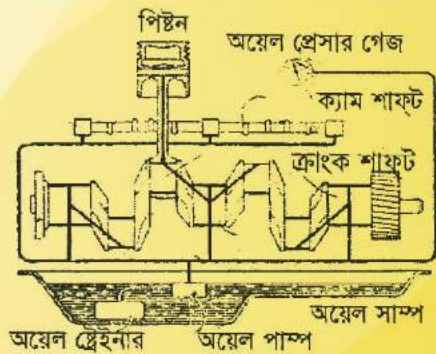
ইঞ্জিন লুব্রিকেটিং সিস্টেম (Engine Lubricating System)

ইঞ্জিনের যেসব অংশসমূহ লুব্রিকেট করা হয়ঃ-

১) ক্র্যাংক শাফট, ২) ক্যাম শাফট, ৩) সিলিন্ডার ওয়াল (লায়নার), ৪) পিস্টন এবং পিস্টন রিং, ৫) কানেকটিং রড, ৬) ভাল্ব এবং ভাল্ব মেকানিজম (রকার আর্ম এবং রকার আর্ম শাফট, পুশরড)

লুব্রিকেটিং সিস্টেম এর পার্টস সমূহ

- ১) অয়েল সাম্প
- ২) অয়েল স্ট্রেইনার
- ৩) অয়েল পাম্প
- ৪) অয়েল ফিল্টার
- ৫) অয়েল রিলিফ ভাল্ব
- ৬) অয়েল প্রেসার গেজ



অয়েল সাম্প/ক্র্যাংককেস (Oil sump/Crank Case): ইহার মধ্যে মবিল বা লুব অয়েল থাকে। অয়েল পাম্প এবং অয়েল স্ট্রেইনার অয়েল সাম্প লুব অয়েল এর মধ্যে ডুবানো থাকে।

অয়েল ফিল্টার (Oil Filter): অয়েল লাইনে অয়েল পাম্পের পরেই ইহার অবস্থান। ইঞ্জিন বিয়ারিং এর প্রবাহিত মবিলের ময়লা ধরে রাখে এবং পরিষ্কার মবিল সরবরাহ করে। অতএব বলা যায় অয়েল ফিল্টার এর সাহায্যে মবিলের ময়লা পরিষ্কার করে।

অয়েল স্ট্রেনার (Oil Strainer): অয়েল পাম্পের প্রবেশ পথে অয়েল স্ট্রেনারের অবস্থান। এর সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় ময়লা, ধূলিকণা বা মেটাল কণা ছেকে দেয়া হয়।

অয়েল পাম্প (Oil Pump): এটি অত্যন্ত সহজ আকৃতির একটি পাম্প। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে গিয়ার টাইপ এবং রোটর টাইপ পাম্প ব্যবহার হয়।

অয়েল রিলিভ ভাল্ভ (Oil relief Valve): মবিল পাম্প ইনলেটের চলে আসে। অতএব পাম্পকে অতিরিক্ত চাপের হাত থেকে রক্ষা করে।

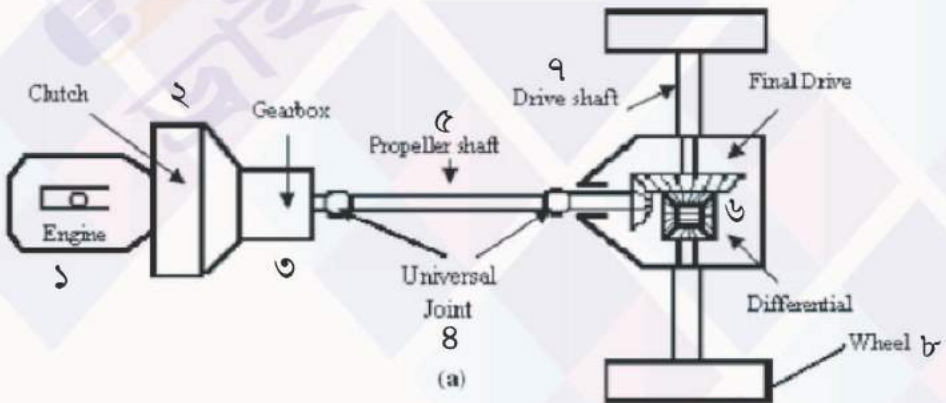
অয়েল প্রেসার গেজ (Oil Pressure Gauge): ইহা ড্যাশ বোর্ডে থাকে এবং ইঞ্জিনে মবিলের প্রেসার দেখা যায়।

ইঞ্জিন ছাড়া গাড়ীর যেসব অংশ সমূহ লুব্রিকেট করা হয়। (Chassis Lubrication): যেমনঃ ১। হুইল বিয়ারিং (Wheel Bearing) ২। সাসপেনশান বুশ (Suspension Bush) ৩। স্টিয়ারিং নাকল (Steering Nuckle) ৪। টাই রডইন্ড (Tie Rod end) ৫। ক্রস বিয়ারিং (Cross Bearing) ৬। ক্লাচ বিয়ারিং (Clutch Bearing) ৭। ইউনিভার্সেল জয়েন্ট (Universal Joint) ৮। স্প্রিং কভার (Spring Cover) ইত্যাদি। গ্রিজ গানের সাহায্যে উক্ত অংশ সমূহে গ্রিজ বা লুব্রিকেন্ট দেয়া হয়।

এস.এ.ই ২০ (SAE-20): ইহা লুব্রিকেটিং অয়েল বা মবিলের একটি গ্রেড। এই গ্রেডের নম্বর যত বেশী হবে মবিল তত ঘন হবে। এস.এ.ই মানে সোসাইটি অব অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার (Society of Automobile Engineer)।

ইঞ্জিন পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেম (Engine Power Transmission System)

যেভাবে ইঞ্জিনের উপৎপাদিত শক্তি চাকায় পৌছায়।



(১) ইঞ্জিন উৎপাদিত শক্তি (২) ক্লাচ (৩) গিয়ার বক্স (৪) ইউনিভার্সেল জয়েন্ট (৫) প্রপেলার শাফট ইউনিভার্সেল জয়েন্ট (৬) ডিফারেনসিয়াল (৭) ড্রাইভ শাফট (৮) চাকা। (শুধুমাত্র পিছনের দুই চাকায় শক্তি সরবরাহ পদ্ধতি)



জীবন বাঁচাতে রক্তদান,
সেচ্ছায় রক্ত দিন; জীবন বাঁচান।

রক্তদাতা হিসেবে যুক্ত হোন

দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে।

পাথওয়ে ব্লাড কেয়ার

এর এই মহৎ

উদ্যোগের সাথে

Pathway Blood Care

is the biggest Directory platform
for the blood Donor
powered by Pathway.

পাথওয়ে ব্লাড কেয়ার হলো বাংলাদেশে
পাথওয়ে নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা
পরিচালিত স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের
সবচেয়ে বড় ডিরেক্টরি প্ল্যাটফর্ম।



**Pathway Blood
Care**

www.bloodcare.pathwaybd.org

ক্লাচ (Clutch)

ক্লাচ মোটরযানে পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেমে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি একটি অস্থায়ী সংযোগকারী যন্ত্র বা মেকানিজম। যা ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্সের মাঝে অস্থায়ী সংযোগ স্থাপন করে এবং প্রয়োজনে উক্ত সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করে।

ক্লাচ ব্যবহারের উদ্দেশ্য সমূহঃ

১. ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্সের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং বিচ্ছিন্ন করা।
২. চলন্ত অবস্থায় সহজে ও শব্দহীন ভাবে গিয়ার পরিবর্তনে সাহায্য করা।

ক্লাচের কাজঃ

১. প্যাডেলে চাপ দিলেঃ ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশনের শক্তি বিচ্ছিন্ন করে।
২. প্যাডেল ছেড়ে দিলেঃ ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশনের মধ্যে শক্তি সংযোগ হয়।
৩. ক্লাচ স্লিপ করার কারণঃ এডজাস্টমেন্ট ঠিক না থাকা, ফেসিং ক্ষয় হওয়া, ফেসিং হার্ড হওয়া, গ্রিড ও মবিল লেগে থাকা ইত্যাদি।
৪. এডজাস্টমেন্ট ঠিক না থাকলে গিয়ার দিতে খুব কষ্ট হয় ও ফ্রি প্লে ঠিক থাকে না।

ব্রেক সিস্টেম (Brake System)

মোটরযানের ব্রেক সিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রেক এর ত্রুটির কারণে মারাত্মক ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। যানমালের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। তাই গাড়ীর অবস্থা যাই থাকুক না কেন ব্রেকের অবস্থা সব সময় ঠিক থাকতে হবে।

কয়েক প্রকার ব্রেকের নামঃ-

- ১) মেকানিক্যাল ব্রেক (Mechanical Brake)
- ২) হাইড্রলিক ব্রেক (Hydraulic Brake)
- ৩) এয়ার ব্রেক (Air Brake)
- ৪) পাওয়ার ব্রেক (Power Brake)
- ৫) ইলেক্ট্রিক্যাল ব্রেক (Electrical Brake)
- ৬) ডিস্ক ব্রেক (Disc Brake)

হাইড্রলিক ব্রেক পদ্ধতি যে সমস্ত যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত সে সমস্ত যন্ত্রাংশের নাম হলঃ

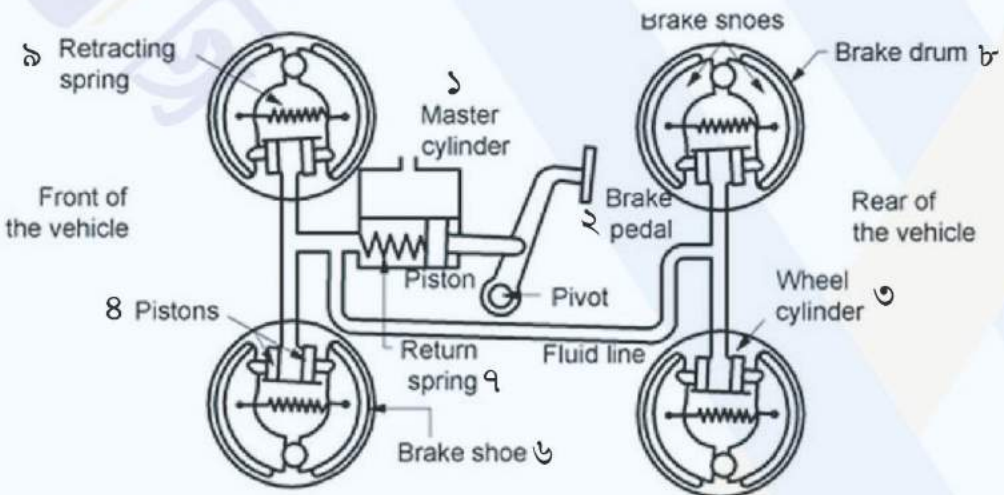


Fig : hydraulic brake system

১. ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডার ২. ব্রেক পেডেল ৩. হুইল সিলিন্ডার ৪. হুইল সিলিন্ডার পিস্টন ৫. ব্রেক লাইনিং সমূহ ৬. ব্রেক সু (বা) ব্রেক প্যাড ৭. ব্রেক সু রিটার্নিং স্প্রিং ৮. ব্রেক ড্রাম ৯. রিটাচিং স্প্রিং
ব্রেকের ত্রুটি সমূহ

১. ব্রেক সু লায়নার ক্ষয় বা শক্ত হলে ব্রেক কম ধরে।
২. ব্রেক এডজাস্টিং ঠিক না থাকলে ব্রেক করলে গাড়ী এক দিকে টানে।
৩. বাকেট লিক হওয়া, ফ্লুইড লাইনে হাওয়া প্রবেশ ব্রেক হার্ড হওয়া ইত্যাদি হতে পারে।

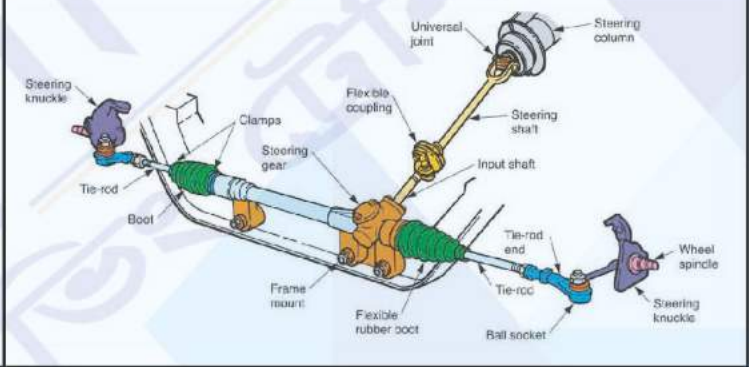
ইঞ্জিন হতে নির্গত ধোঁয়া সমূহঃ-

- ১) কালো ধোঁয়াঃ কার্বরেটর ত্রুটি, সিলিন্ডারে কার্বন জমা, এয়ার ক্লিনার ময়লা থাকা, বেশী ফুয়েল সিলিন্ডারে প্রবেশ করা।
- ২) সাদা ধোঁয়াঃ
 - ক) ফুয়েলের সাথে পানি থাকলে
 - খ) ইঞ্জিন টাইমিং ঠিক না থাকলে
- ৩) নীলাভো ধোঁয়াঃ বিভিন্ন কারনে কম্বাশন চেম্বারে লুবওয়েল পুড়লে।

ষ্টিয়ারিং সিস্টেম (Steering System)

গাড়িকে ডানে বামে ঘুরানোর জন্য ষ্টিয়ারিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। ষ্টিয়ারিং সিস্টেম দুই প্রকার।

- ১। মেনুয়াল ষ্টিয়ারিং
- ২। পাওয়ার ষ্টিয়ারিং।



গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সমূহ

একজন ড্রাইভার গাড়ী চালনার সময় যে সমস্ত যন্ত্রাংশের সাহায্যে গাড়ীকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখে তাকে গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা ড্রাইভিং কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্ট বলে।

ড্রাইভিং কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্ট ৬ প্রকার। যথাঃ

১. এক্সিলারেটর ৪. ষ্টিয়ারিং হুইল ২. ব্রেক ৫. গিয়ার লিবার ও . ক্লাচ ৬. পার্কিং ব্রেক
- এক্সিলারেটর (Accelerator): ইহা ইঞ্জিনের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ ইঞ্জিনের শক্তি উৎপন্ন করতে যে জ্বালানীর প্রয়োজন তা ডান পায়ে এক্সিলারেটরের চাপের উপর নির্ভর করে।
- ব্রেক (Brake): ইহা গাড়ীর গতি রোধ করা বা গাড়ী থামানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ক্লাচ (Clutch): ইহা ইঞ্জিনের শক্তিকে চাকার সাথে সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে এবং গিয়ার লাগাতে সাহায্য করে।

স্টিয়ারিং হুইল (Steering Wheel): ইহা গাড়ীর প্রধান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। ইহা গাড়ীর গতি পথ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ গাড়ী ডানে, বামে, সোজা বা ঘুরে আসতে ইহা ব্যবহার করা হয়।

গিয়ার লিভার (Gear Lever): ইহা গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণ করে। গাড়ীর গতি কমানো বাড়ানোর জন্য গিয়ার লিভার ব্যবহার করা হয়।

হ্যান্ড ব্রেক (Hand Brake): ইহা স্থিতিশীল গাড়ীকে নির্ধারিত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ব্যাটারী (Battery)

ব্যাটারী: ব্যাটারী একটি বৈদ্যুতিক কৌশল বা পরিকল্পনা যা রাসায়নিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে।

ব্যাটারী প্রধানত দুইপ্রকারঃ ১) ড্রাই সেল ২) ওয়েট সেল

যেসব অংশ নিয়া ব্যাটারী গঠিতঃ

- ১। ধারক (Containce)
- ২। পাত (Plate's)
- ৩। পৃথক কারক (Seperator)
- ৪। সেলের ঢাকনা (Cell Cover)
- ৫। ইলেকট্রো লাইট (Electrolyte)

ব্যাটারীর কাজঃ

- ১) ইঞ্জিন চালু করার জন্য স্টার্টিং মোটরে প্রয়োজনীয় কারেন্ট সরবরাহ করা।
- ২) ইগনিশান সার্কিটে কারেন্ট সরবরাহ করা
- ৩) হর্ণ, লাইট এবং বিভিন্ন মিটার সমূহের সার্কিটে কারেন্ট সরবরাহ করা।



ব্যাটারী সম্পর্কে কিছু তথ্যঃ

- ১) ব্যাটারীতে সালফিউরিক এসিড ৪০ ভাগ এবং পানি ৬০ ভাগ থাকে (৪০ঃ৬০)।
- ২) ব্যাটারীর একটি সেলে সাধারণত ২ ভোল্ট থাকে। অতএব একটি ব্যাটারীতে ১২টি সেল থাকলে ব্যাটারীটি $(12 \times 2) = 24$ ভোল্ট হবে।
- ৩) মোটরসাইকেল, স্কুটার এবং অটোরিক্সায় ৬ ভোল্ট ব্যাটারী ব্যবহার হয়। বাস, ট্রাক, কার এবং জিপ-এ ১২ ভোল্ট ব্যাটারী ব্যবহার হয়।
- ৪) ব্যাটারী দীর্ঘদিন অব্যবহৃত রাখলে আপনা আপনি ব্যাটারী ডিসচার্জ হতে থাকে। একই সাথে প্লেটের লেড সালফেটগুলি শক্ত এবং দানাদার হয়ে ব্যাটারীর আয়ু কমিয়ে দেয়। তাই অব্যবহৃত ব্যাটারীকে কাজের উপযোগী রাখতে অবশ্যই ১৫ দিন পরপর ব্যাটারী চার্জ করা উচিত।
- ৫) ব্যাটারীর নেগেটিভ পোল্ট সব সময় একটি বেশী থাকে এবং পজিটিভ টার্মিনাল নেগেটিভ টার্মিনালের তুলনায় একটু মোটা থাকে।

ব্যাটারীর স্পেসিফিকেশনঃ বাজার হতে ব্যাটারী কিনতে হলে যেসব তথ্যাদির বিবরণ দিতে হয় ব্যাটারীর স্পেসিফিকেশন। যেমনঃ

১) প্লেটের সংখ্যাঃ ২৯টি প্লেট।

২) ক্ষমতাঃ ১০০ এম্পিয়ার ঘন্টা।

৩) ভোল্টেজঃ ১২ ভোল্ট।

৪) আকারঃ দৈর্ঘ্য ৩৫ সেঃ মিঃ ও উচ্চতা ২৫ সেঃ মিঃ।

ব্যাটারীর সূষ্ঠ রক্ষনাবেক্ষনঃ

১) গাড়ীতে ব্যাটারী বসানোর স্থান পরিষ্কার, সমতল ও ব্যাটারীর মাপ অনুযায়ী হওয়া উচিত।

২) ব্যাটারীর টার্মিনাল দুটি সব সময় পরিষ্কার রাখা উচিত।

৩) অলস ব্যাটারীকে মাঝে মাঝে চার্জ করানো উচিত।

৪) ব্যাটারীতে ইলেক্ট্রোলাইট কমে গেলে শুধু ডিস্টিল্ড ওয়াটার দিতে হবে।

৫) ব্যাটারী অত্যধিক চার্জ করা উচিত নয়, এতে ব্যাটারীর আয়ু কমে যাবে।

সিএনজি ও এলপিজি (CNG & LPG)

সিএনজি (CNG)ঃ সিএনজি মানে কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (Compressed Natural Gas) বা সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসকে (মিথেন) চাপ দ্বারা সংকুচিত করে গ্যাস সিলিন্ডারে রাখা হয় এবং এই জন্য গ্যাসকে সিএনজি বলা হয়।

মোটরযানে পেট্রোল ও অকটেনের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহার সুবিধাঃ

জ্বালানী খরচ খুবই কম (শতকরা ৭৫ ভাগকম), দহনক্রিয়া খুবই ভালো সে জন্যই গাড়ী হতে কোন কালো ধোঁয়া বের হয় না। দহনক্রিয়ার পর নির্গত ক্ষতিকারক কার্বন মনো-অক্সাইড এর পরিমাণ খুবই কম সেই জন্য পরিবেশ দূষিত হয় না। ইহা ডিজেল ও পেট্রোল উভয় ইঞ্জিনেই ব্যবহার করা হয়। সি এন জি চালিত ইঞ্জিনে কর্মদক্ষতা অনেকদিন স্থায়ী থাকে। যেহেতু ইঞ্জিন হেড-এ কার্বন জমা হয় না। কোন পেট্রোল ইঞ্জিন চালিত মোটর গাড়ীকে সিএনজিতে রূপান্তর করতে যে সব যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয় বা সিএনজি ইঞ্জিনের ফুয়েল সিস্টেম।

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস-এল.পি.জি (Liquefied Petroleum Gas/LPG) প্রধানত প্রপেন এবং বুটেন গ্যাসের একটি মিশ্রণ যা গাড়ীর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার উপযোগী। খরচ মূলত একটি By-Product যা সংগ্রহ করা হয় oil extraction (৬৬%) এবং oil refining (৩৪%) থেকে। পরিবহনে সুবিধা এবং বিবিধ ব্যবহারপুযোগী হওয়ায় খরচ ব্যবহারের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। এলপিজি রয়েছে উচ্চ অকটেন রেটিং(RON ১০২-১০৮) যা ইঞ্জিনের অভ্যন্তরীণ কম্বিনেশন শক্তিশালী করে এবং অল্প খরচে অধিক পাওয়ার উৎপন্ন করে। Programmable ECU থাকায় এবং প্রতি সিলিন্ডারে আলাদা আলাদা ইনজেকটর ব্যবহার করায় মাইলেজ এবং পারফরমেন্স বৃদ্ধি পায় এবং ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব বাড়ে।



ক্যাটালাইটিক কনভার্টার (Catalytic Converter)

ইহা একটি কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস শোধনকারী যন্ত্র ইঞ্জিন হতে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কার্বন মনোক্সাইড নামে যে ক্ষতিকারক গ্যাস তাকে তা ক্যাটালাইটিক কনভার্টারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয় এবং ভিতরে উপস্থিত প্রভাবক এর সাহায্যে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বনডাই অক্সাইড হিসেবে বের হয়ে আসে যাতে বায়ু দূষণ না হয়।

কোথায় ব্যবহার হয়ঃ

ইহা মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন এগজস্ট মেনিফোল্ড এবং সাইলেসার এর মাঝখানে লাগানো থাকে।

এগজস্ট গ্যাস এনালাইজার (Exhaust Gas Analyser)

ইঞ্জিন হতে নির্গত কালো ধোঁয়ার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, পানি ইত্যাদি আলাদা আলাদা ভাবে পরিমাপ করা হয়। সাধারণত ইঞ্জিনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া নির্ধারণে মোবাইল কোর্ট চলা কালে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়।

ইঞ্জিন এনালাইজার (Engine Analyser)

ইহা সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি। এর সাহায্যে ইঞ্জিনের বিভিন্ন ত্রুটি নির্ণয় করা যায়।

গাড়ীর প্রাথমিক যন্ত্রপাতি

- ১) জ্যাক (Jack)ঃ গাড়ীর চাকা খোলা বা লাগাবার সময় গাড়ীকে উত্তোলন করার কাজে ব্যবহার হয়।
- ২) জ্যাক স্টিক (Jack Stack)ঃ জ্যাককে উত্তোলনের জন্য জ্যাক স্টিক ব্যবহার করা হয়।
- ২) হুইল রেস (Wheel Wrench)ঃ চাকার নাট ও বোল্ট খোলার কাজে ব্যবহার হয়।
- ৩) প্লাগ রেস (Plug Wrench)ঃ স্পার্ক প্লাগ খোলার জন্য।
- ৪) একটি টি পি গেজ (Tyre Pressure Gauge)ঃ টায়ারের প্রেসার মাপার জন্য
- ৫) এক সেট রেস (One Set Wrench)
- ৬) স্ক্রু ড্রাইভার (Screw Driver)
- ৭) হাতুড়ী (Hammer)
- ৮) প্লায়ার (Plier)
- ৯) কাটিং ও নোস প্লাস
- ১০) গাড়ীতে অবশ্যই প্রথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় জিনিস ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকা প্রয়োজন।

টায়ার (Tyre)

গাড়ীর চাকাগুলো দীর্ঘ দিন টেকসই রাখতে হলে নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন, চাকার হাওয়া, রোটেশন ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

চাকা ক্ষয় হওয়ার কারন সমূহঃ

- ১) চাকায় অতিরিক্ত হাওয়া অথবা হাওয়া কম থাকা।
- ২) হঠাৎ করে গতি বাড়ানো, হার্ড ব্রেক, অল্ল রেডিয়াসের মধ্যে টার্নিং।
- ৩) হুইল এলাইনমেন্ট ঠিক না থাকা।
- ৪) নির্দিষ্ট সময় পর পর টায়ার রোটেশন না করা ইত্যাদি।

চাকায় হাওয়া কম থাকলেঃ

- ১) চাকার উভয় পাশ বেশী বেশী ক্ষয় হবে।
- ২) জ্বালানী খরচ বেড়ে যাবে।
- ৩) গাড়ী গতি কম হবে।
- ৪) স্টিয়ারিং তুলনামূলক ভাবে কম কাঁটবে।

চাকায় হাওয়া বেশী থাকলেঃ

- ১) গাড়ীতে বাকুনী সৃষ্টি হবে।
- ২) চাকার মাঝখানে ক্ষয় বেশী হবে।
- ৩) স্টিয়ারিং তুলনামূলক ভাবে বেশী কাঁটবে।

টায়ার স্পেসিফিকেশনঃ

- ১) সাইজ ১০-২০ (ইঞ্চিঃ)
- ২) প্লাই রেটিং যেমনঃ বায়াস ১৬ প্লাই
- ৩) টায়ারের ধরন যেমনঃ রেডিয়াল, বায়াস, রিব (Rib), লাস (Lus)
- ৪) ব্রান্ড যেমনঃ ডানলপ, ব্রিজস্টোন ইত্যাদি
- ৫) প্রস্তুতকারী দেশের নাম যেমনঃ জাপান।



সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

১) প্রশ্নঃ রাস্তায় চলমান গাড়ীর কাগজপত্র পরিদর্শন করার ক্ষমতা রাখেন কারা?

- উত্তরঃ ক) পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
খ) বি.আর.টি.এ এর কর্মকর্তা।
গ) মোবাইল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট
ঘ) শুধুমাত্র উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কাগজ পত্র পরিদর্শন করবেন।

২) প্রশ্নঃ দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য রাস্তা ব্যবহারকারীকে কি করতে হবে?

- উত্তরঃ দুর্ঘটনা এড়াতে প্রত্যেক রাস্তা ব্যবহারকারীকে নিম্নের ৩টি বিষয় জানা প্রয়োজনঃ
ক) ট্রাফিক আইন জানতে হবে।
খ) ট্রাফিক আইন কার্যকরী করতে হবে।
গ) ট্রাফিক আইন কার্যকরী করবার সদিচ্ছা থাকতে হবে।

৩) প্রশ্নঃ নিরাপদ ভ্রমণের জন্য ইঞ্জিন স্টার্ট করে পাঁচ থেকে দশ (৫-১০) গজের মধ্যে অবশ্যই কি চেক করতে হয়?

- উত্তরঃ ব্রেক প্যাডেলে চাপ প্রয়োগ করে ব্রেকের কার্যক্ষমতা।

- ৪) প্রশ্নঃ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার সাধারণ নিয়ম কি কি?
উত্তরঃ ক) গতি যত কিঃ মিঃ তত মিটারের অর্ধেক মিটার অথবা দুই সেকেন্ড সময়ের দূরত্ব বজায় রাখা।
- ৫) প্রশ্নঃ গতি কিসের উপর নির্ভর করে?
উত্তরঃ গতি সাধারণত নির্ভর করে- দৃষ্টিগোচরতার উপর/ আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর/ যানবাহনের উপর/ গাড়ীর অবস্থার উপর/রাস্তার উপর/চালকের উপর।
- ৬) প্রশ্নঃ ডান দিকের লেন সব সময় কারা ব্যবহার করবেন?
উত্তরঃ ওভারটেক করা গাড়ী।
- ৭) প্রশ্নঃ রাস্তার মাঝখানের অখন্ডিত ডাবল হলুদ লাইন-এর অর্থ কি?
উত্তরঃ আইল্যান্ড।
- ৮) প্রশ্নঃ মাঝখানের অখন্ডিত সাদা লাইন এর অর্থ কি?
উত্তরঃ ওভারটেক করা যাবে না।
- ৯) প্রশ্নঃ ছোট ছোট বিভক্ত সাদা লাইন এর অর্থ কি?
উত্তরঃ ওভারটেক করা যাবে
- ১০) প্রশ্নঃ কোন কোন গাড়ী ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন?
উত্তরঃ জরুরী কাজে নিয়োজিত গাড়ী ভিআইপি গাড়ী/অগ্নিনির্বাপক গাড়ী/এম্বুলেন্স ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন।
- ১১) প্রশ্নঃ জরুরী গাড়ী কি ধরনের সিগন্যাল ব্যবহার করেন।
উত্তরঃ ক) ভিআইপি গাড়ীঃ লাল বাতি ও সতর্ক সংকেত ব্যবহার করেন।
খ) অগ্নিনির্বাপক গাড়ীঃ লাল-নীল বাতি ও বেল বাজিয়ে থাকেন।
গ) এম্বুলেন্সঃ লাল-নীল বাতি ও আলাদা হর্ন (সাইরেন) ব্যবহার করেন
- ১২) প্রশ্নঃ জরুরী গাড়ীকে অন্যান্য যানবাহন কি ভাবে সুযোগ দিয়ে থাকে?
উত্তরঃ অন্যান্য যানবাহন চালকদের উচিত হবে যতটুকু সম্ভব রাস্তার বামে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।
- ১৩) প্রশ্নঃ ইন্টারসেকশন কাকে বলে?
উত্তরঃ একাধিক রাস্তার মিলিত স্থানকে ইন্টারসেকশন বলে।
- ১৪) প্রশ্নঃ ইন্টারসেকশনে ঢুকান আগে চালকের কি করণীয়?
উত্তরঃ গতি কম করা/নিম্ন গিয়ার ব্যবহার করা/নিজের রাস্তায় থাকা, প্রয়োজনে থামা তারপর সতর্কতার সাথে যাওয়ার চেষ্টা করা।
- ১৫) প্রশ্নঃ ইন্টারসেকশনে ঢুকান পরে কি করণীয়?
উত্তরঃ সতর্কতার সাথে থামাতে প্রস্তুত থেকে অগ্রসর হওয়া।
- ১৬) প্রশ্নঃ ডান দিকে মোড় নিতে গেলে লাল বাতি জ্বলে উঠলে গাড়ী রাস্তার কোন পাশে দাঁড় করাবেন?
উত্তরঃ রাস্তার ডান পার্শ্বে।

- ১৭) প্রশ্নঃ লাল বাতি শেষে সবুজ বাতি জ্বলে গেলে কোন পথের গাড়ী আগে সুযোগ পাবে?
উত্তরঃ সোজা যাওয়ার গাড়ী আগে সুযোগ পাবে।
- ১৮) প্রশ্নঃ অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং সাধারণত কোথায় থাকে?
উত্তরঃ গ্রাম অঞ্চলে যেখানে সারাদিনে ২-৩টি ট্রেন চলাচল করে।
- ১৯) প্রশ্নঃ কোন কোন স্থানে হর্ন বাজানো নিষেধ?
উত্তরঃ যেখানে হর্ন বাজানো নিষেধ বোর্ড আছে। হাসপাতাল এলাকা/আবাসিক এলাকা/আদালত/কোর্ট ভবন/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/উপাসনালয়।
- ২০) প্রশ্নঃ ওভারটেকিং এর সময়ে দুর্ঘটনা এড়ানোর উপায় কি?
উত্তরঃ দর্শন আয়নার সাহায্যে পিছনের গাড়ীর গতি বিধি লক্ষ্য করা
- ২১) প্রশ্নঃ ওভারটেক করার পূর্বে চালকের কর্তব্য কি?
উত্তরঃ দর্শন আয়নার সাহায্যে/ডানদিকের রাস্তা নিরাপদ কিনা লক্ষ্য রাখা/সম্মুখ হতে কোন গাড়ী আসছে কিনা দেখে নিরাপদ মনে করলে ইন্ডিকেটর দিয়ে ওভারটেক করা।
- ২২) প্রশ্নঃ গাড়ীর সাধারণত স্কিডিং কোথায় হয়ে থাকে?
উত্তরঃ ভিজা রাস্তায় অতি দ্রুত চালালে, সকল হুইল সিলিন্ডার ব্রেক সমান ভাবে কাজ না করলে, রাস্তা পিচ্ছিল বা কর্দমাক্ত হলে, রাস্তায় বরফ বা ঘাস থাকলে।
- ২৩) প্রশ্নঃ গাড়ী স্কিডিং করলে চালকের করণীয় কি?
উত্তরঃ এক্সিলারেটর প্যাডেল হতে পা উঠিয়ে গতি কমাতে। যে দিকে স্কিড করেছে সেই দিকে আস্তে স্টিয়ারিং কাটলে/ঘুরালে পিছনের অংশ স্কিডিং এর দিকে যাবে এবং সামনের অংশ এগিয়ে নিরাপদ স্থানে ঘুরে আসবে। তারপর গাড়ীর গতি সর্বনিম্ন হলে ব্রেক দিয়ে থামাবেন।
- ২৪) প্রশ্নঃ একজন যাত্রীর শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হলে চালক/কন্ডাক্টরের দায়িত্ব কি?
উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দিবে এবং বুকে মৃদু চাপ প্রয়োগ করবে এবং পরে নিকটতম হাসপাতালে নিতে হবে।
- ২৫) প্রশ্নঃ ইঞ্জিন ঠান্ডা রাখে কিভাবে?
উত্তরঃ বাতাস বা পানির সাহায্যে।
- ২৬) প্রশ্নঃ গরম রেডিয়েটরে ঠান্ডা পানি ঢাললে ইঞ্জিনের কি ক্ষতি হতে পারে?
উত্তরঃ ইঞ্জিন ব্লক ক্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ২৭) প্রশ্নঃ রেডিয়েটরের সাথে কয়টি হোজ পাইপ সংযুক্ত থাকে?
উত্তরঃ দুইটি হোজ পাইপ থাকে।
- ২৮) প্রশ্নঃ কি কি কারণে ইঞ্জিন বন্ধ হয় বা স্টার্ট হয় না?
উত্তরঃ ট্যাংকে ফ্যুয়েল না থাকলে/ডিজেল পাইপে বাতাস ঢুকলে/ পেট্রোল ইঞ্জিনের এইচ.টি তার বা এলটি তার লুজ হলে বা ছিঁড়ে গেলে /ব্যাটারী চার্জ দুর্বল হলে।
- ২৯) প্রশ্নঃ স্কিডিং সাধারণতঃ কত প্রকার?
উত্তরঃ স্কিডিং সাধারণতঃ ৩ প্রকারঃ-
ক) সামনের দুই চাকার স্কিডিং।
খ) পিছনের দুই চাকার স্কিডিং।
গ) চার চাকার স্কিডিং।

৩০) প্রশ্নঃ রাস্তায় গাড়ী চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ রাস্তায় গাড়ী চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ হলঃ-

ক) গাড়ীতে জ্বালানী না থাকা ।

খ) স্পার্ক প্লাগ খারাপ হওয়া ।

৩১) প্রশ্নঃ শক এবজরভারের কাজ কি?

উত্তরঃ শক এবজরভারের কাজ হল গাড়ীর ঝাকুনি কমানো ।

৩২) প্রশ্নঃ রাস্তায় গাড়ী বের করার পূর্বে গাড়ীর কোন কোন অংশ পরিদর্শন করতে হয়?

উত্তরঃ ক) জ্বালানী (পেট্রোল, ডিপজেল ও অকটেন) ।

খ) লুব অয়েল ।

গ) রেডিয়েটরের পানির পরিমাণ ।

ঘ) ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডারের ব্রেক ফ্লুইড ।

ঙ) চাকার হাওয়ার পরিমাণ ।

চ) চাকার নাট-বোল্ট সঠিক ভাবে আটকানো আছে কিনা ।

ছ) ব্রেক সঠিক ভাবে কাজ করে কিনা ।

৩৩) প্রশ্নঃ ডিজেল ইঞ্জিনে এয়ার লক হয় কিভাবে?

উত্তরঃ ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানী সরবরাহ লাইনে কোন ভাবে বাতাস প্রবেশ করলে এয়ার লক হয় । কিন্তু পাম্পের সাহায্যে পাম্প করে এয়ার রিপিং স্ক্রু লুজ করে বাতাস বের করে এয়ার লক দূর করা যায় ।

৩৪) প্রশ্নঃ কি কি লক্ষণ দেখা দিলে ইঞ্জিন ওভার হোলিং করা প্রয়োজন?

উত্তরঃ ক) ইঞ্জিনে জ্বালানী এবং লুব-ওয়েল বেশী খরচ হলে ।

খ) অত্যাধিক কালো ধোয়া ছাড়লে ।

গ) বোঝা বহন ক্ষমতা কমে গেলে ।

ঘ) ইঞ্জিনের কম্প্রেশন দুর্বল হলে ।

৩৫) প্রশ্নঃ ডিজেল ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ?

উত্তরঃ ১ । ট্যাংকে ফুয়েল নেই ।

২ । ফুয়েল পাম্প অকেজো ।

৩ । ইনটেক ও এগজস্ট ভাল্ব কাজ করে না ।

৪ । গর্ভনর অকেজো ।

৫ । পিষ্টন ও বিয়ারিং জাম ।

৩৬) প্রশ্ন : মোটরযান কাকে বলে ?

উত্তর : মোটরযান আইনে মোটরযান অর্থ কোনো যন্ত্রচালিত যান, যার চালিকাশক্তি বাইরের বা ভিতরের কোনো উৎস হতে সরবরাহ হয়ে থাকে ।

৩৮) প্রশ্ন : গাড়ি চালনার আগে করণীয় কাজ কী কী ?

উত্তর : ক. গাড়ির হালনাগাদ বৈধ কাগজপত্র (রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্সটোকেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্সুরেন্স (বিমা) সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি) গাড়ির সঙ্গে রাখা।

খ. গাড়িতে জ্বালানি আছে কি না পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া।

গ. রেডিয়েটর ও ব্যাটারিতে পানি আছে কি না পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া।

ঘ. ব্যাটারি কানেকশন পরীক্ষা করা।

ঙ. লুব/ইঞ্জিন অয়েলের লেবেল ও ঘনত্ব পরীক্ষা করা, কম থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া।

চ. মাস্টার সিলিন্ডারের ব্রেকফ্লুইড, ব্রেকঅয়েল পরীক্ষা করা, কম থাকলে নেওয়া।

ছ. গাড়ির ইঞ্জিন, লাইটিং সিস্টেম, ব্যাটারি, স্টিয়ারিং ইত্যাদি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, নাট-বোল্ট টাইট আছে কি না অর্থাৎ সার্বিকভাবে মোটরযানটি ত্রুটিমুক্ত আছে কি না পরীক্ষা করা।

জ. ব্রেক ও ক্লাচের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।

ঝ. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং ফাস্টএইড বক্স গাড়িতে রাখা।

ঞ. গাড়ির বাইরের এবং ভিতরের বাতির অবস্থা, চাকা (টায়ার কন্ডিশন/হাওয়া/নাট/এলাইমেন্ট/রোটেশন/স্পেয়ার চাকা) পরীক্ষা করা।

৩৯) প্রশ্ন : মোটরযানের মেইনটেনেন্স বা রক্ষণাবেক্ষণ বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর : ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় একটি গাড়ি হতে দীর্ঘদিন সার্ভিস পাওয়ার জন্য প্রতিদিন গাড়িতে যে সমস্ত মেরামত কাজ করা হয়, তাকে মোটরযানের মেইনটেনেন্স বলে।

৪০) প্রশ্ন : একটি মোটরযানে প্রতিদিন কী কী মেইনটেনেন্স করতে হয় ?

উত্তর : ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তরের খ থেকে ঞ পর্যন্ত।

৪১) প্রশ্ন : সার্ভিসিং বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর : মোটরযানের ইঞ্জিন ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্যক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর যে কাজগুলো করা হয়, তাকে সার্ভিসিং বলে।

৪২) প্রশ্ন : গাড়ি সার্ভিসিংয়ে কী কী কাজ করা হয় ?

উত্তর : ক. ইঞ্জিনের পুরাতন লুবঅয়েল (মবিল) ফেলে দিয়ে নতুন লুবঅয়েল দেওয়া। নতুন লুবঅয়েল দেওয়ার আগে ফ্লাশিং অয়েল দ্বারা ফ্লাশ করা।

খ. ইঞ্জিন ও রেডিয়েটরের পানি ড্রেন আউট করে ডিটারজেন্ট ও ফ্লাশিংগান দিয়ে পরিষ্কার করা, অতঃপর পরিষ্কার পানি দিয়ে পূর্ণ করা।

গ. ভারী মোটরযানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রিজিং পয়েন্টে গ্রিজগান দিয়ে নতুন গ্রিজ দেওয়া।

ঘ. গাড়ির স্পেয়ার হুইলসহ প্রতিটি চাকাতে পরিমাণমতো হাওয়া দেওয়া।

ঙ. লুবঅয়েল (মবিল) ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার ও এয়ারক্লিনার পরিবর্তন করা।

- ৪৪) প্রশ্ন : গাড়ি চালনাকালে কী কী কাগজপত্র গাড়ির সঙ্গে রাখতে হয় ?
 উত্তর : ক. ড্রাইভিং লাইসেন্স, খ. রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (বু-বুক), গ. ট্যাক্সটোকেন, ঘ. ইন্সুরেন্স সার্টিফিকেট, ঙ. ফিটনেস সার্টিফিকেট (মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) এবং চ. রুটপারমিট (মোটরসাইকেল এবং চালক ব্যতীত সর্বোচ্চ ৭ আসন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।
- ৪৫) প্রশ্ন : রাস্তায় গাড়ির কাগজপত্র কে কে চেক করতে পারেন/কোন কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে গাড়ির কাগজ দেখাতে বাধ্য ?
 উত্তর : সার্জেন্ট বা সাব-ইনসপেক্টরের নিচে নয় এমন পুলিশ কর্মকর্তা, মোটরযান পরিদর্শকসহ বিআরটিএর কর্মকর্তা এবং মোবাইলকোর্টের কর্মকর্তা।
- ৪৬) প্রশ্ন : মোটরসাইকেলে হেলমেট পরিধান ও আরোহী বহন সম্পর্কে আইন কী ?
 উত্তর : মোটরসাইকেলে চালক ব্যতীত ১ জন আরোহী বহন করা যাবে এবং উভয়কেই হেলমেট পরিধান করতে হবে (মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ধারা-১০০)।
- ৪৭) প্রশ্ন : সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ কী কী?
 উত্তর : ক. অত্যধিক আত্মবিশ্বাস, খ. মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো, গ. অনুমোদিত ওভারটেকিং এবং ঘ. অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন।
- ৪৮) প্রশ্ন : গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হলে চালকের করণীয় কী ?
 উত্তর : আহত ব্যক্তির চিকিৎসা নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তর করা এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী থানায় দুর্ঘটনার বিষয়ে রিপোর্ট করা।
- ৪৯) প্রশ্ন : আইন অনুযায়ী গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা কত ?
 উত্তর : হালকা মোটরযান ও মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৭০ মাইল, মাঝারি বা ভারী যাত্রীবাহী মোটরযানের ক্ষেত্রে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩৫ মাইল এবং মাঝারি বা ভারী মালবাহী মোটরযানের ক্ষেত্রে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০ মাইল।
- ৫০) প্রশ্ন : মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স কী ?
 উত্তর : সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে মোটরযান চালানোর জন্য লাইসেন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ দলিলই মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স।
- ৫১) প্রশ্ন : অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স কাকে বলে ?
 উত্তর : যে লাইসেন্স দিয়ে একজন চালক কারও বেতনভোগী কর্মচারী না হয়ে মোটর সাইকেল, হালকা মোটরযান এবং অন্যান্য মোটরযান (পরিবহনযান ব্যতীত) চালাতে পারে, তাকে অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স বলে।
- ৫২) প্রশ্ন : ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স কত ?
 উত্তর : পেশাদার চালকের ক্ষেত্রে ২০ বছর এবং অপেশাদার চালকের ক্ষেত্রে ১৮ বছর।
- ৫৩) প্রশ্ন : কোন কোন ব্যক্তি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে ?
 উত্তর : মৃগীরোগী, উন্মাদ বা পাগল, রাতকানারোগী, কুষ্ঠরোগী, হৃদরোগী, অতিরিক্ত মদ্যপব্যক্তি, বধিরব্যক্তি এবং বাহু বা পা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধা হয় এমন ব্যক্তি।
- ৫৪) প্রশ্ন : হালকা মোটরযান কাকে বলে ?
 উত্তর : যে মোটরযানের রেজিস্ট্রিকৃত বোঝাই/ওজন ৬,০০০ পাউন্ড বা ২,৭২৭ কেজির অধিক নয়, তাকে হালকা মোটরযান বলে।

৫৫) প্রশ্ন : মধ্যম বা মাঝারি মোটরযান কাকে বলে ?

উত্তর : যে মোটরযানের রেজিস্ট্রিকৃত বোঝাই/ওজন ৬,০০০ পাউন্ড বা ২,৭২৭ কেজির অধিক কিন্তু ১৪,৫০০ পাউন্ড বা ৬,৫৯০ কেজির অধিক নয়, তাকে মধ্যম বা মাঝারি মোটরযান বলে।

৫৬) প্রশ্ন : ভারী মোটরযান কাকে বলে ?

উত্তর : যে মোটরযানের রেজিস্ট্রিকৃত বোঝাই/ওজন ১৪,৫০০ পাউন্ড বা ৬,৫৯০ কেজির অধিক, তাকে ভারী মোটরযান বলে।

৫৭) প্রশ্ন : প্রাইভেট সার্ভিস মোটরযান (private service vehicle) কাকে বলে ?

উত্তর : ড্রাইভার ব্যতীত আটজনের বেশি যাত্রী বহনের উপযোগী যে মোটরযান মালিকের পক্ষে তার ব্যবসা সম্পর্কিত কাজে এবং বিনা ভাড়ায় যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে প্রাইভেট সার্ভিস মোটরযান বলে।

৫৮) প্রশ্ন : ট্রাফিক সাইন বা রোড সাইন (চিহ্ন) প্রধানত কত প্রকার ও কী কী ?

উত্তর : ট্রাফিক সাইন বা চিহ্ন প্রধানত তিন প্রকার। ক. বাধ্যতামূলক, যা প্রধানত বৃত্তাকৃতির হয়, খ. সতর্কতামূলক, যা প্রধানত ত্রিভুজাকৃতির হয় এবং গ. তথ্যমূলক, যা প্রধানত আয়তক্ষেত্রাকার হয়।

৫৯) প্রশ্ন : লাল বৃত্তাকার সাইন কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে ?

উত্তর : নিষেধ বা করা যাবে না বা অবশ্য বর্জনীয় নির্দেশনা প্রদর্শন করে।

৬০) প্রশ্ন : নীল বৃত্তাকার সাইন কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে ?

উত্তর : করতে হবে বা অবশ্য পালনীয় নির্দেশনা প্রদর্শন করে।

৬১) প্রশ্ন : লাল ত্রিভুজাকৃতির সাইন কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে ?

উত্তর : সতর্ক হওয়ার নির্দেশনা প্রদর্শন করে।

৬২) প্রশ্ন : নীল রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন ?

উত্তরঃ সাধারণ তথ্যমূলক সাইন।

৬৩) প্রশ্ন : সবুজ রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন?

উত্তরঃ পথনির্দেশক তথ্যমূলক সাইন, যা জাতীয় মহাসড়কে ব্যবহৃত হয়।

৬৪) প্রশ্ন : কালো বর্ডারের সাদা রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন?

উত্তরঃ এটিও পথনির্দেশক তথ্যমূলক সাইন, যা মহাসড়ক ব্যতীত অন্যান্য সড়কে ব্যবহৃত হয়।

৬৫) প্রশ্ন : ট্রাফিক সিগন্যাল বা সংকেত কত প্রকার ও কী কী ?

উত্তরঃ ৩ (তিন) প্রকার। যেমনঃ (ক) বাহুর সংকেত, (খ) আলোর সংকেত ও (গ) শব্দ সংকেত।

৬৬) প্রশ্ন : ট্রাফিক লাইট সিগন্যালের চক্র বা অনুক্রম (sequence) গুলি কী কী ?

উত্তর : লাল-সবুজ-হলুদ এবং পুনরায় লাল।

৬৭) প্রশ্ন : লাল, সবুজ ও হলুদ বাতি কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে ?

উত্তর : লালবাতি জ্বললে গাড়িকে থামানলাইন এর পেছনে থামিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, সবুজবাতি জ্বললে গাড়ি নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে এবং হলুদবাতি জ্বললে গাড়িকে থামানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

৬৮) প্রশ্নঃ নিরাপদ দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ সামনের গাড়ির সাথে সংঘর্ষ এড়াতে পেছনের গাড়িকে নিরাপদে থামানোর জন্য যে পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালাতে হয় সেই পরিমাণ দূরত্বকে নিরাপদ দূরত্ব বলে।

৬৯) প্রশ্ন : পাহাড়ি ও ঢাল/চূড়ায় রাস্তায় গাড়ি কোন গিয়ারে চালাতে হয় ?

উত্তর : ফাস্ট গিয়ারে। কারণ ফাস্ট গিয়ারে গাড়ি চালানোর জন্য ইঞ্জিনের শক্তি বেশি প্রয়োজন হয়।

৭০) প্রশ্ন : পাকা ও ভালো রাস্তায় ৫০ মাইল গতিতে গাড়ি চললে নিরাপদ দূরত্ব কত হবে ?

উত্তর : ৫০ গজ বা ১৫০ ফুট।

৭১) প্রশ্ন : লাল বৃত্তে ৫০ কি.মি. লেখা থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তর : গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. অর্থাৎ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে গাড়ি চালানো যাবে না।

৭২) প্রশ্ন : নীল বৃত্তে ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. লেখা থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তর : সর্বনিম্ন গতিসীমা ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. অর্থাৎ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটারের কম গতিতে গাড়ি চালানো যাবে না।

৭৩) প্রশ্ন : লাল বৃত্তের মধ্যে হর্ন আঁকা থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তর : হর্ন বাজানো নিষেধ।

৭৪) প্রশ্ন : লাল বৃত্তের ভিতরে একটি বড় বাসের ছবি থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তর : বড় বাস প্রবেশ নিষেধ।

৭৫) প্রশ্ন : লাল বৃত্তে একজন চলমান মানুষের ছবি আঁকা থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তর : পথচারী পারাপার নিষেধ।

৭৬) প্রশ্ন : লাল ত্রিভুজে একজন চলমান মানুষের ছবি আঁকা থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তর : সামনে পথচারী পারাপার, তাই সাবধান হতে হবে।

৭৭) প্রশ্ন : লাল বৃত্তের ভিতরে একটি লাল ও একটি কালো গাড়ি থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তর : ওভারটেকিং নিষেধ।

৭৮) প্রশ্ন : আয়তক্ষেত্রে 'P' লেখা থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তর : পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান।

৭৯) প্রশ্ন : কোন কোন স্থানে গাড়ির হর্ন বাজানো নিষেধ ?

উত্তর : নীরব এলাকায় গাড়ির হর্ন বাজানো নিষেধ। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, উপাসনালয় বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের চতুর্দিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকা নীরব এলাকা হিসাবে চিহ্নিত।

৮০) প্রশ্ন : কোন কোন স্থানে ওভারটেক করা নিষেধ ?

উত্তর : (ক) ওয়ারটেকিং নিষেধ সম্বলিত সাইন থাকে এমন স্থানে, (খ) জাংশনে, (গ) ব্রিজ/কালভার্ট ও তার আগে পরে নির্দিষ্ট দূরত্ব, (ঘ) সরু রাস্তায়, (ঙ) হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায়।

৮১) প্রশ্ন : কোন কোন স্থানে গাড়ি পার্ক করা নিষেধ ?

উত্তর : (ক) যেখানে পার্কিং নিষেধ বোর্ড আছে এমন স্থানে, (খ) জাংশনে, (গ) ব্রিজ বা কালভার্টের ওপর, (ঘ) সরু রাস্তায়, (ঙ) হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায়, (চ) পাহাড়ের ঢালে ও ঢালু রাস্তায়, ফুটপাথ, পথচারী পারাপার এবং তার আশেপাশে, (ছ) বাস স্টপেজ ও তার আশেপাশে (জ) রেলক্রসিং ও তার আশেপাশে।

৮২) প্রশ্ন : গাড়ি রাস্তার কোনপাশ দিয়ে চলাচল করবে ?

উত্তর : গাড়ি রাস্তার বামপাশ দিয়ে চলাচল করবে। যে রাস্তায় একাধিক লেন থাকবে সেখানে বামপাশের লেনে ধীর গতির গাড়ি, আর ডানপাশের লেনে দ্রুত গতির গাড়ি চলাচল করবে।

৮৩) প্রশ্ন : কখন বামদিক দিয়ে ওভারটেক করা যায় ?

উত্তর : যখন সামনের গাড়ি চালক ডানদিকে মোড় নেওয়ার ইচ্ছায় যথাযথ সংকেত দিয়ে রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে যেতে থাকবেন তখনই পেছনের গাড়ির চালক বামদিক দিয়ে ওভারটেক করবেন।

৮৪) প্রশ্ন : চলন্ত অবস্থায় সামনের গাড়িকে অনুসরণ করার সময় কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত?

উত্তরঃ (ক) সামনের গাড়ির গতি (স্পিড) ও গতিবিধি, (খ) সামনের গাড়ি থামার সংকেত দিচ্ছে কি না, (গ) সামনের গাড়ি ডানে/বামে ঘুরার সংকেত দিচ্ছে কি না, (ঘ) সামনের গাড়ি হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকছে কি না।

৮৯) প্রশ্ন : রাস্তারপাশে সতর্কতামূলক “স্কুল/শিশু” সাইন বোর্ড থাকলে চালকের করণীয় কী?

উত্তরঃ (ক) গাড়ির গতি কমিয়ে রাস্তার দু-পাশে ভালো ভাবে দেখে-শুনে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। (খ) রাস্তা পারাপারের অপেক্ষায় কোনো শিশু থাকলে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৮৬) প্রশ্ন : গাড়ির গতি কমানোর জন্য চালক হাত দিয়ে কীভাবে সংকেত দিবেন ?

উত্তর : চালক তার ডানহাত গাড়ির জানালা দিয়ে সোজাসুজি বের করে ধীরে ধীরে উপরে-নীচে উঠানামা করাতে থাকবেন।

৮৭) প্রশ্ন : লেভেলক্রসিং বা রেলক্রসিং কত প্রকার ও কী কী ?

উত্তর : লেভেলক্রসিং বা রেলক্রসিং ২ প্রকার। (ক) রক্ষিত রেলক্রসিং বা পাহারাদার নিয়ন্ত্রিত রেলক্রসিং, (খ) অরক্ষিত রেলক্রসিং বা পাহারাদারবিহীন রেলক্রসিং।

৮৮) প্রশ্নঃ রক্ষিত লেভেলক্রসিংয়ে চালকের কর্তব্য কী ?

উত্তর : গাড়ির গতি কমিয়ে সতর্কতার সাথে সামনে আগাতে হবে। যদি রাস্তা বন্ধ থাকে তাহলে গাড়ি থামাতে হবে, আর খোলা থাকলে ডানেবামে ভালোভাবে দেখে অতিক্রম করতে হবে।

৮৯) প্রশ্নঃ অরক্ষিত লেভেলক্রসিংয়ে চালকের কর্তব্য কী ?

উত্তর : গাড়ির গতি একদম কমিয়ে সতর্কতার সাথে সামনে আগাতে হবে, প্রয়োজনে লেভেলক্রসিংয়ের নিকট থামাতে হবে। এরপর ডানেবামে দেখে নিরাপদ মনে হলে অতিক্রম করতে হবে।

৯০) প্রশ্ন : বিমানবন্দরের কাছে চালককে সতর্ক থাকতে হবে কেন ?

উত্তর : (ক) বিমানের প্রচণ্ড শব্দে গাড়ির চালক হঠাৎ বিচলিত হতে পারেন, (খ) সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার ব্যাঘাত ঘটতে পারে, (গ) বিমানবন্দরে ভিভিআইপি/ভিআইপি বেশি চলাচল করে বিধায় এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়।

৯১) প্রশ্নঃ মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীর হেলমেট ব্যবহার করা উচিত কেন ?

উত্তর : মানুষের মাথা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। এখানে সামান্য আঘাত লাগলেই মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই দুর্ঘটনায় মানুষের মাথাকে রক্ষা করার জন্য হেলমেট ব্যবহার করা উচিত।

৯২) প্রশ্ন : গাড়ির পেছনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কতক্ষণ পর পর লুকিং গ্লাস দেখতে হবে ?
উত্তর : প্রতিমিনিটে ৬ থেকে ৮ বার।

৯৩) প্রশ্নঃ পাহাড়ি রাস্তায় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

উত্তরঃ সামনের গাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ১ নং গিয়ারে বা ফাস্ট গিয়ারে সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে হবে। পাহাড়ের চূড়ার কাছে গিয়ে আরো ধীরে উঠতে হবে, কারণ চূড়ায় দৃষ্টিসীমা অত্যন্ত সীমিত। নিচে নামার সময় গাড়ির গতি ক্রমে বাড়তে থাকে বিধায় সামনের গাড়ি থেকে বাড়তি দূরত্ব বজায় রেখে নামতে হবে। ওঠা-নামার সময় কোনোক্রমেই ওভারটেকিং করা যাবে না।

৯৪) প্রশ্নঃ বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালনার বিষয়ে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

উত্তরঃ বৃষ্টির সময় রাস্তা পিচ্ছিল থাকায় ব্রেক কম কাজ করে। এই কারণে বাড়তি সতর্কতা হিসাবে ধীর গতিতে (সাধারণ গতির চেয়ে অর্ধেক গতিতে) গাড়ি চালাতে হবে, যাতে ব্রেক প্রয়োগ করে অতি সহজেই গাড়ি থামানো যায়। অর্থাৎ ব্রেক প্রয়োগ করে গাড়ি যাতে অতি সহজেই থামানো বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেইরূপ ধীর গতিতে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে হবে।

৯৫) প্রশ্ন : ব্রিজে ওঠার পূর্বে একজন চালকের করণীয় কী ?

উত্তর : ব্রিজ বিশেষকরে উঁচু ব্রিজের অপরপ্রান্ত থেকে আগত গাড়ি সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না বিধায় ব্রিজে ওঠার পূর্বে সতর্কতার সাথে গাড়ির গতি কমিয়ে উঠতে হবে। তাছাড়া, রাস্তার তুলনায় ব্রিজের প্রস্থ অনেক কম হয় বিধায় ব্রিজে কখনো ওভারটেকিং করা যাবে না।

৯৬) প্রশ্ন : পার্শ্বরাস্তা থেকে প্রধান রাস্তায় প্রবেশ করার সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?

উত্তর : পার্শ্বরাস্তা বা ছোট রাস্তা থেকে প্রধান রাস্তায় প্রবেশ করার আগে গাড়ির গতি কমিয়ে, প্রয়োজনে থামিয়ে, প্রধান রাস্তার গাড়িকে নির্বিঘ্নে আগে যেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান সড়কে গাড়ির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে সুযোগমত সতর্কতার সাথে প্রধান রাস্তায় প্রবেশ করতে হবে।

৯৭) প্রশ্ন : রাস্তার ওপর প্রধানত কী কী ধরনের রোডমার্কিং অঙ্কিত থাকে ?

উত্তর : রাস্তার ওপর প্রধানত ০৩ ধরনের রোডমার্কিং অঙ্কিত থাকে।

(ক) ভাঙলাইন, যা অতিক্রম করা যায়।

(খ) একক অখন্ডলাইন, যা অতিক্রম করা নিষেধ, তবে প্রয়োজনবিশেষ অতিক্রম করা যায়।

(গ) দ্বৈত অখন্ডলাইন, যা অতিক্রম করা নিষেধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। এই ধরনের লাইন দিয়ে ট্রাফিকআইল্যান্ড বা রাস্তার বিভক্তি বুঝায়।

৯৮) প্রশ্ন : জেব্রাক্রসিংয়ে চালকের কর্তব্য কী ?

উত্তর : জেব্রাক্রসিংয়ে পথচারীদের অবশ্যই আগে যেতে দিতে হবে এবং পথচারী যখন জেব্রাক্রসিং দিয়ে পারাপার হবে তখন গাড়িকে অবশ্যই তার আগে থামাতে হবে। জেব্রাক্রসিংয়ের ওপর গাড়ি থামানো যাবে না বা রাখা যাবে না।

৯৯) প্রশ্ন : কোন কোন গাড়িকে ওভারটেক করার সুযোগ দিতে হবে ?

উত্তর : যে গাড়ির গতি বেশি, এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি জরুরি সার্ভিস, ভিআইপি গাড়ি ইত্যাদিকে।

১০০) প্রশ্ন : হেড লাইট ফ্ল্যাশিং বা আপার ডিপার ব্যবহারের নিয়ম কী ?

উত্তর : শহরের মধ্যে সাধারণত 'লো-বিম বা ডিপার বা মৃদুবিম' ব্যবহার করা হয়। রাতে কাছাকাছি গাড়ি না থাকলে অর্থাৎ বেশিদূর পর্যন্ত দেখার জন্য হাইওয়ে ও শহরের বাইরের রাস্তায় 'হাই বা আপার বা তীক্ষ্ণ বিম' ব্যবহার করা হয়। তবে, বিপরীতদিক থেকে আগত গাড়ি ১৫০ মিটারের মধ্যে চলে আসলে হাইবিম নিভিয়ে লো-বিম জ্বালাতে হবে। অর্থাৎ বিপরীতদিক হতে আগত কোনো গাড়িকে পাস/পার হওয়ার সময় লো-বিম জ্বালাতে হবে।

১০১) প্রশ্ন : গাড়ির ব্রেক ফেল করলে করণীয় কী ?

উত্তর : গাড়ির ব্রেক ফেল করলে প্রথমে অ্যাক্সিলেটর থেকে পা সরিয়ে নিতে হবে। ম্যানুয়াল গিয়ার গাড়ির ক্ষেত্রে গিয়ার পরিবর্তন করে প্রথমে দ্বিতীয় গিয়ার ও পরে প্রথম গিয়ার ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে গাড়ির গতি অনেক কমে যাবে। এই পদ্ধতিতে গাড়ি থামানো সম্ভব না হলে রাস্তার আইল্যান্ড, ডিভাইডার, ফুটপাত বা সুবিধামত অন্যকিছুর সাথে ঠেকিয়ে গাড়ি থামাতে হবে। ঠেকানোর সময় যানমালের ক্ষয়ক্ষতি যেনো না হয় বা কম হয় সেইদিকে সজাগ থাকতে হবে।

১০২) প্রশ্ন : গাড়ির চাকা ফেটে গেলে করণীয় কী ?

উত্তর : গাড়ির চাকা ফেটে গেলে গাড়ি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। এই সময় গাড়ির চালককে স্টিয়ারিং দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে এবং অ্যাক্সিলেটর থেকে পা সরিয়ে ক্রমান্বয়ে গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে ব্রেক করে গাড়ি থামাতে হবে। চলন্ত অবস্থায় গাড়ির চাকা ফেটে গেলে সাথে সাথে ব্রেক করবেন না। এতে গাড়ি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে।

১০৩) প্রশ্ন : হাজার্ড বা বিপদ সংকেত বাতি কী ?

উত্তর : প্রতিটি গাড়ির সামনে ও পিছনে উভয়পাশের কর্ণারে একজোড়া করে মোট দু-জোড়া ইন্ডিকেটর বাতি থাকে। এই চারটি ইন্ডিকেটর বাতি সবগুলো একসাথে জ্বললে এবং নিভলে তাকে হাজার্ড বা বিপদ সংকেত বাতি বলে। বিপজ্জনক মুহূর্তে, গাড়ি বিকল হলে এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এই বাতিগুলো ব্যবহার করা হয়।

১০৪) প্রশ্ন : গাড়ির ড্যাশবোর্ডে কী কী ইন্সট্রুমেন্ট থাকে ?

উত্তর : (ক) স্পিডোমিটার- গাড়ি কত বেগে চলছে তা দেখায়।

(খ) ওডোমিটার - তৈরির প্রথম থেকে গাড়ি কত কিলোমিটার বা মাইল চলছে তা দেখায়।

(গ) ট্রিপমিটার- এক ট্রিপে গাড়ি কত কিলোমিটার/মাইল চলে তা দেখায়।

(ঘ) টেম্পারেচার গেজ- ইঞ্জিনের তাপমাত্রা দেখায়।

(ঙ) ফুয়েল গেজ- গাড়ির তেলের পরিমাণ দেখায়।

১০৫) প্রশ্ন : গাড়িতে কী কী লাইট থাকে ?

উত্তর : (ক) হেডলাইট (খ) পার্কলাইট (গ) ব্রেকলাইট (ঘ) রিভার্সলাইট

(ঙ) ইন্ডিকেটরলাইট (চ) ফগ লাইট (ছ) নাম্বারপ্লেট লাইট।

১০৬) প্রশ্ন : গাড়ির সামনে ও পিছনে লাল রঙের ইংরেজি L অক্ষরটি বড় আকারে লেখা থাকলে এরদ্বারা কী বুঝায় ?

উত্তর : এটি একটি শিক্ষানবিশ ড্রাইভার চালিত গাড়ি। এই গাড়ি হতে সাবধান থাকতে হবে।

- ১০৭) প্রশ্ন : শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে গাড়ি চালানো বৈধ কী ?
উত্তর : ইনসট্রাক্টরের উপস্থিতিতে ডুয়েল সিস্টেম (ডাবল স্টিয়ারিং ও ব্রেক) সম্বলিত গাড়ি নিয়ে সামনে ও পিছনে “L” লেখা প্রদর্শন করে নির্ধারিত এলাকায় চালানো বৈধ।
- ১০৮) প্রশ্ন : ফোরহুইল ড্রাইভ গাড়ি বলতে কী বুঝায় ?
উত্তর : সাধারণত ইঞ্জিন হতে গাড়ির পেছনের দু-চাকায় পাওয়ার (ক্ষমতা) সরবরাহ হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনে যে গাড়ির চারটি চাকায় (সামনের ও পিছনের) পাওয়ার সরবরাহ করা হয়, তাকে ফোরহুইল ড্রাইভ গাড়ি বলে।
- ১০৯) প্রশ্ন : ফোরহুইল ড্রাইভ কখন প্রয়োগ করতে হয় ?
উত্তর : ভালো রাস্তাতে চলার সময় শুধুমাত্র পেছনের দু-চাকাতে ড্রাইভ দেওয়া হয়। কিন্তু পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত রাস্তায় চলার সময় চার চাকাতে ড্রাইভ দিতে হয়।
- ১১০) প্রশ্ন : টুলবক্স কী ?
উত্তর : টুলবক্স হচ্ছে যন্ত্রপাতির বাক্স, যা গাড়ির সঙ্গে রাখা হয়। মোটরযান জরুরি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল টুলবক্সে রাখা হয়।
- ১১১) প্রশ্ন : ফুয়েল গেজের কাজ কী ?
উত্তর : ফুয়েল বা জ্বালানি ট্যাংকে কী পরিমাণ জ্বালানি আছে তা ফুয়েল গেজের মাধ্যমে জানা যায়।
- ১১২) প্রশ্ন : গাড়ি রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে কী চেক করতে হবে ?
উত্তর : ফুয়েল বা জ্বালানি আছে কি না চেক করতে হবে।
- ১১৩) প্রশ্ন : পেট্রোল ইঞ্জিন স্টার্ট করতে ব্যর্থ হলে কোন দুটি প্রধান বিষয় চেক করতে হয় ?
উত্তর : (ক) প্লাগ পয়েন্টে ঠিকভাবে স্পার্ক হচ্ছে কি না চেক করতে হয়।
(খ) কার্বুরেটরে পেট্রোল যাচ্ছে কি না চেক করতে হয়।
- ১১৪) প্রশ্ন : ফুয়েল ও অয়েল বলতে কী বুঝায় ?
উত্তর : ফুয়েল বলতে জ্বালানি অর্থাৎ পেট্রোল, অকটেন, সিএনজি, ডিজেল ইত্যাদি বুঝায় এবং অয়েল বলতে লুব্রিকেটিং অয়েল বা লুব অয়েল বা মবিল বুঝায়।
- ১১৫) প্রশ্ন : অয়েল (মবিল) এর কাজ কী ?
উত্তর : ইঞ্জিনের বিভিন্ন ওয়ার্কিংপার্টস (যন্ত্রাংশ) সমূহকে ঘুরতে বা নড়াচড়া করতে সাহায্য করা, ক্ষয়হতে রক্ষা করা এবং ইঞ্জিন পার্টস সমূহকে ঠান্ডা ও পরিষ্কার রাখা মবিলের কাজ।
- ১১৬) প্রশ্ন : কম মবিল বা লুব অয়েলে ইঞ্জিন চালালে কী ক্ষতি হয় ?
উত্তর : বিয়ারিং অত্যধিক গরম হয়ে গেলে যেতে পারে এবং পিস্টন সিলিন্ডার জ্যাম বা সিজড হতে পারে।
- ১১৭) প্রশ্ন : অয়েল (মবিল) কেন এবং কখন বদলানো উচিত ?
উত্তর : দীর্ঘদিন ব্যবহারে মবিলে ইঞ্জিনের কার্বন, ক্ষয়িত ধাতু, ফুয়েল, পানি ইত্যাদি জমার কারণে এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় বিধায় মবিল বদলাতে হয়। গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রদত্ত ম্যানুয়াল/হ্যান্ডবুকের নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট মাইল/কিলোমিটার চলার পর মবিল বদলাতে হয়।

১১৮) প্রশ্ন : লুব অয়েল (মবিল) কোথায় দিতে হয় ?

উত্তর : ইঞ্জিনের ওপরের অংশে হেড কভার বা ট্যাপেট কভারের নির্ধারিত পোর্টে ক্যাপ খুলে মবিল দিতে হয়।

১১৯) প্রশ্ন : ইঞ্জিনে অয়েল (মবিল) এর পরিমাণ কিসের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয় ?

উত্তর : ডিপস্টিক এর সাহায্যে।

১২০) প্রশ্ন : কখন ক্লাচে চাপ দিতে হয় ?

উত্তর : (ক) গিয়ার পরিবর্তন করার সময়।

(খ) ব্রেক করার সময় যদি গাড়ি থেমে যেতে চায় বা থামাতে হয়।

১২১) প্রশ্ন : টায়ার প্রেসার বেশি বা কম হলে কী অসুবিধা হয় ?

উত্তর : টায়ার প্রেসার বেশি বা কম হওয়া কোনটিই ভালো নয়। টায়ার প্রেসার বেশি হলে মাঝখানে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আবার টায়ার প্রেসার কম হলে দু-পাশে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে টায়ার তারাতারি নষ্ট হয়ে যায়।

১২২) প্রশ্ন : কোন নির্দিষ্ট টায়ারের প্রেসার কত হওয়া উচিত তা কীভাবে জানা যায় ?

উত্তর : টায়ারের আকার (size), ধরন (type) ও লোড (বোঝা) বহন ক্ষমতার ওপর নির্ভরকরে প্রস্তুতকারক কর্তৃক সঠিক প্রেসার নির্ধারণ করা হয়, যা প্রস্তুতকারকের হ্যান্ডবুক/ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকে।

১২৩) প্রশ্ন : গাড়ি না চালালে টায়ার কী করা উচিত ?

উত্তর : গাড়ি দীর্ঘসময়ের জন্য না চালালে টায়ার খুলেঠান্ডা স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত। অল্পসময়ের জন্য হলে চাকাগুলি মাটি হতে ওপরে উঠিয়ে রাখা উচিত অথবা মাঝে মাঝে হাওয়া দেওয়া উচিত।

১২৪) প্রশ্ন : টায়ার রোটেশন কী ?

উত্তর : বিভিন্ন কারণে গাড়ির সবগুলো টায়ারের ক্ষয় সমহারে হয় না। গাড়ির চাকাগুলোর ক্ষয়ের সমতা রক্ষার জন্য একদিকের টায়ার খুলে অপরদিকে কিংবা সামনের টায়ার খুলে পেছনে লাগানোকে অর্থাৎ টায়ারের স্থান পরিবর্তন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগানোর পদ্ধতিকেই টায়ার রোটেশন বলে। এর ফলে টায়ারের আয়ু বহুলাংশে বেড়ে যায়।

১২৫) প্রশ্ন : ব্যাটারির কাজ কী ?

উত্তর : (ক) ইঞ্জিনকে চালু করতে সহায়তা করা।

(খ) পেট্রোল ইঞ্জিনের ইগনিশন সিস্টেমে কারেন্ট সরবরাহ করা।

(গ) সকল প্রকার লাইট জ্বালাতে এবং মিটারসমূহ চালাতে সহায়তা করা।

(ঘ) হর্ণ বাজাতে সাহায্য করা।

১২৬) প্রশ্ন : নিয়মিত ব্যাটারির কী পরীক্ষা করা উচিত ?

উত্তর : পানির লেভেল।

২২৭) প্রশ্ন : সময় ও প্রয়োজনমতো ব্যাটারিতে ডিস্টিল্ড ওয়াটার না দিলে কী হয় ?

উত্তর : ব্যাটারি ক্যাপাসিটি কমে যায় এবং প্লেট নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

পাথওয়ে

সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

পাথওয়ে
যুব উন্নয়ন সংস্থা



পাথওয়ে
মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

আজকের প্রসঙ্গ



Pathway Blood Care

পাথওয়ে
ডাইভিং ড্রেনিং স্কুল



THIRD LANCER

www.pathwaybd.org

১২৮) প্রশ্ন : ব্যাটারির টার্মিনাল হতে মরিচা দূর করা হয় কেন ?

উত্তর : মরিচা সন্তোষজনক বৈদ্যুতিক সংযোগে বাধা দেয় এবং কালক্রমে টার্মিনালের ভিতর দিয়ে মরিচা পড়ে ও সম্পূর্ণ টার্মিনাল নষ্ট হয়ে যায়।

২২৯) প্রশ্ন : মরিচা পরিষ্কার করার পর টার্মিনালে কী করা উচিত ?

উত্তর : গ্রিজ লাগানো উচিত।

১৩০) প্রশ্ন : মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত ব্যাটারির ভোল্টেজ কত থাকে ?

উত্তর : ৬ ভোল্ট এবং ১২ ভোল্ট থাকে। (বড় ট্রাকে এবং বাসে ২৪ ভোল্টের ব্যাটারিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।

পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

০১) প্রশ্ন : পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স কাকে বলে ?

উত্তর : যে লাইসেন্স দিয়ে একজন চালক বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে কোনো মোটরযান চালিয়ে থাকে, তাকে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স বলে।

০২) প্রশ্ন : পিএসভি লাইসেন্স কী ?

উত্তর : পিএসভি অর্থ পাবলিক সার্ভিস ভেহিকেল। ভাড়ায় চালিত যাত্রীবাহী মোটরযান চালানোর জন্য প্রত্যেক চালককে তার লাইসেন্সের অতিরিক্ত হিসাবে পিএসভি লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়।

০৩) প্রশ্ন : পাবলিক সার্ভিস মোটরযান (public service vehicle) কাকে বলে ?

উত্তর : যে মোটরযান ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে পাবলিক সার্ভিস মোটরযান বলে। ভাড়ায় চালিত বাস-মিনিবাস, হিউম্যানহলার (লেগুনা), ট্যাক্সিক্যাব ইত্যাদি পাবলিক সার্ভিস মোটরযানের অন্তর্ভুক্ত।

০৪) প্রশ্ন : বাসের আসন সংখ্যা কত?

উত্তর : চালকসহ ৩১ জনের বেশি অর্থাৎ চালকসহ সর্বনিম্ন ৩২ জন।

০৫) প্রশ্ন : মিনিবাসের আসন সংখ্যা কত?

উত্তর : চালকসহ সর্বনিম্ন ১৬ জন এবং সর্বোচ্চ ৩১ জন।

০৬) প্রশ্ন : একজন পেশাদার চালক দৈনিক কত ঘণ্টা গাড়ি চালাবে বা মোটরযানে কর্মঘণ্টা কত?

উত্তর : এক নাগাড়ে ৪ ঘণ্টার বেশি নয়। অতঃপর আধাঘণ্টা বিশ্রাম বা বিরতি নিতে হবে। ১ দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি নয়। তবে ১ সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি নয়।

০৭) প্রশ্ন : ইঞ্জিন কাকে বলে ?

উত্তর : যে সকল যন্ত্র জ্বালানী, পানি, বায়ু এবং কয়লা পুরিয়ে “যান্ত্রিক শক্তি” উৎপন্ন করে থাকে তাকে ইঞ্জিন বলে।

০৮) প্রশ্ন : ইঞ্জিনের প্রধান প্রধান কয়েকটি যন্ত্রাংশের নাম কী ?

উত্তর : (ক) সিলিন্ডার হেড (খ) সিলিন্ডার ব্লক (গ) পিস্টন (ঘ) ক্রাংকশ্যাফট (ঙ) ক্যাম ও ক্যাম শ্যাফট (চ) কানেকটিং রড (ছ) বিয়ারিং (জ) ফ্লাই হুইল (ঝ) ওয়েলপ্যান ইত্যাদি।

০৯) প্রশ্ন : পেট্রোল ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য কী ?

উত্তর : (ক) পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল ব্যবহার হয় কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ব্যবহার করা হয়।

(খ) পেট্রোল ইঞ্জিনে স্পার্ক করে ইগনিশন করা হয় কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে কমপ্রেশন করে ইগনিশন করা হয়।

(গ) পেট্রোল ইঞ্জিনে কার্বরেটর থাকে কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে কার্বরেটরের স্থলে ইনজেক্টর থাকে।

(ঘ) পেট্রোল ইঞ্জিন অটো সাইকেলে কাজ করে কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিন ডিজেল সাইকেলে কাজ করে।

১০) প্রশ্ন : কী কী লক্ষণ দেখা দিলে ইঞ্জিন 'ওভার হলিং' করার প্রয়োজন হয় ?

উত্তর : (ক) ইঞ্জিনে জ্বালানি এবং লুবঅয়েল (মবিল) বেশি খরচ হলে।

(খ) ইঞ্জিন হতে অত্যধিক কালো ধোঁয়া বের হলে।

(গ) বোঝা বহন করার ক্ষমতা কমে গেলে।

(ঘ) ফাস্ট গিয়ারে উঁচু রাস্তায় উঠবার সময় ইঞ্জিন গাড়িকে টানতে না পারলে।

১১) প্রশ্ন : ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেমের কাজ বা উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর : ইঞ্জিনের অতিরিক্ত তাপমাত্রা হ্রাস করে ইঞ্জিনকে কার্যকরী তাপমাত্রায় রাখাই কুলিং সিস্টেমের উদ্দেশ্য বা কাজ।

১২) প্রশ্ন : রেডিয়েটরের কাজ কী ?

উত্তর : রেডিয়েটরের কাজ পানি ঠান্ডা করা। রেডিয়েটর হতে ঠান্ডা পানি পাম্পের সাহায্যে ওয়াটার জ্যাকেটের মাধ্যমে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করে এবং গরম অবস্থায় পুনরায় রেডিয়েটরে ফিরে আসে। রেডিয়েটরে এই গরম পানি ঠান্ডা হয়ে পুনরায় ইঞ্জিনে যায়।

১৩) প্রশ্ন : কুলিং ফ্যানের কাজ কী ?

উত্তর : রেডিয়েটরের ভেতর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত করা এবং গরম পানিকে ঠান্ডা করা।

১৪) প্রশ্ন : এয়ার কুলিং সিস্টেমে ইঞ্জিন কিভাবে ঠান্ডা হয় ?

উত্তর : ইঞ্জিন সিলিন্ডার ও হেডের চতুর্দিকে বেশ কিছু পাতলা লোহার পাত (ফিন) থাকে। বাতাসের সংস্পর্শে এই পাতলা লোহার পাতসমূহ ঠান্ডা হয়ে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখে। যেমনঃ মোটরসাইকেল, অটোরিক্সা ইত্যাদি গাড়িতে এয়ার কুলিং সিস্টেম দেখা যায়।

১৫) প্রশ্ন : ওয়াটার কুলিং সিস্টেমে কী ধরনের পানি ব্যবহার করা উচিত ?

উত্তর : ডিস্টিল্ড ওয়াটারের ন্যায় পরিষ্কার পানি, যেমনঃ পরিষ্কার পুকুর, নদী ও বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা উচিত। সমুদ্রের লবনাক্ত পানি ও লৌহ মিশ্রিত পানি (কোনো কোনো টিউবওয়েলের পানি) ব্যবহার করা উচিত নয়।

১৬) প্রশ্ন : ইঞ্জিন বেশি ঠান্ডা অবস্থায় চলা ঠিক নয় কেন ?

উত্তর : ক. জ্বালানি খরচ বেড়ে যাবে। খ. ইঞ্জিনের শক্তি অপচয় হবে।

১৭) প্রশ্ন : ফ্যানবেল্ট কোথায় থাকে ?

উত্তর : ইঞ্জিনের পুলি, ফ্যান পুলি ও ডায়নামো পুলির ওপরে পরানো থাকে।

- ১৮) প্রশ্ন : একটি ইঞ্জিন অত্যধিক গরম অবস্থায় চলছে তা কীভাবে বুঝা যাবে ?
 উত্তর : (ক) ড্যাশবোর্ডে টেম্পারেচার মিটারের কাটা লাল দাগে চলে যাবে।
 (খ) ইঞ্জিনে খট খট শব্দ (নকিং) হবে।
 (গ) পানি বেশি বাষ্পায়িত হয়ে ওভারহিট পাইপ দিয়ে বের হতে থাকবে।
 (ঘ) ক্রমান্বয়ে ইঞ্জিনের শক্তি কমতে থাকবে।
- ১৯) প্রশ্ন : ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হলে করণীয় কী ?
 উত্তর : প্রথমে ইঞ্জিন বন্ধকরে সুবিধামতো স্থানে গাড়ি পার্ক করতে হবে এবং বনেট খুলে ইঞ্জিন ঠান্ডা হতে দিতে হবে। তারপর ইঞ্জিন গরম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে সেই মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০) প্রশ্ন : ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম অবস্থায় গাড়ি চালালে কী অসুবিধা হবে ?
 উত্তর : যে কোনো মুহূর্তে পিষ্টন ও বেয়ারিং গলে গিয়ে ইঞ্জিন জ্যাম বা সিঁজড হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ইঞ্জিন পুনরায় ওভারহিট করতে হবে, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
- ২১) প্রশ্ন : এয়ারক্লিনারের কাজ কী ?
 উত্তর : বাতাসে যে সমস্ত ধূলিকণা থাকে তা পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ বাতাস ইঞ্জিনে সরবরাহ করা। পরিষ্কার বাতাস কার্বুরেটরের মধ্যে প্রবেশ না করলে ধূলিকণা পেট্রলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইঞ্জিনের সিলিন্ডার, পিস্টন এবং পিস্টন রিংয়ের অতি দ্রুত ক্ষয় সাধন করে।
- ২২) প্রশ্ন : কার্বুরেটরের কাজ কী ?
 উত্তর : ফ্যুয়েল ও বাতাসকে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করে ইঞ্জিনে সরবরাহ করা।
- ২৩) প্রশ্ন : কার্বুরেটরের অবস্থান কোথায় ?
 উত্তর : ইঞ্জিনের ইনটেক ম্যানিফোল্ডের ওপরে এবং এয়ারক্লিনারের নিচে।
- ২৪) প্রশ্ন : ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ কী ?
 উত্তর : প্রত্যেকটি স্পার্ক প্লাগে হাইভোল্টেজ কারেন্ট পৌঁছে দেওয়া ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ।
- ২৫) প্রশ্ন : কনডেনসারের কাজ কী ?
 উত্তর : ডিস্ট্রিবিউটরের কনট্যাক্টব্রেকার পয়েন্টকে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা।
- ২৬) প্রশ্ন : স্পার্ক প্লাগ কোথায় থাকে ?
 উত্তর : পেট্রোল ইঞ্জিনের সিলিন্ডার হেডে।
- ২৭) প্রশ্ন : এয়ারলক ও ভেপারলক এর অর্থ কী ?
 উত্তর : ফ্যুয়েল লাইনে বাতাস প্রবেশের কারণে ফ্যুয়েল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে এয়ারলক বলে। ফ্যুয়েল লাইন অত্যধিক তাপের সংস্পর্শে আসলে লাইনের ভেতর ভেপার বা বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্পের চাপে লাইনের ভেতর ফ্যুয়েল সরবরাহ বন্ধ হওয়াকেই ভেপারলক বলে।
- ২৮) প্রশ্ন : কোন কোন ক্রটির কারণে সাধারণত ইঞ্জিন স্টার্ট হয় না ?
 উত্তর : (ক) জ্বালানি (পেট্রোল/ডিজেল/সিএনজি) না থাকলে, (খ) ব্যাটারিতে চার্জ না থাকলে বা দুর্বল হলে, (গ) সেক্সস্টার্টার ঠিকমতো কাজ না করলে, (ঘ) কার্বুরেটর ঠিকমতো কাজ না করলে, (ঙ) ইগনিশন সিস্টেম ঠিকমতো কাজ না করলে, (চ) ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানি লাইনে বাতাস ঢুকে গেলে।

- ২৯) প্রশ্ন : কী কী কারণে ইঞ্জিন চালু অবস্থায় বন্ধ হতে পারে ?
 উত্তর : (ক) জ্বালানি (পেট্রোল/ডিজেল/সিএনজি) শেষ হয়ে গেলে বা সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে
 (খ) ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানি লাইনে বাতাস ঢুকে গেলে (গ) স্পার্কপ্লাগে অতিরিক্ত তেল
 (মবিল) বা কার্বন জমা হলে (ঘ) কার্বরেটরে ফ্লাডিং হলে অর্থাৎ কার্বরেটরে অতিরিক্ত জ্বালানি
 সরবরাহ হলে (ঙ) এক্সিলারেটর প্রয়োজনমতো না চেপে ক্লাচ প্যাডেল ছেড়ে দিলে (চ)
 অতিরিক্ত বোঝা বহন করলে ।
- ৩০) প্রশ্ন : ইগনিশন সিস্টেম ঠিক থাকা সত্ত্বেও একটি ঠান্ডা ইঞ্জিন স্টার্ট না হলে কী করতে হবে ?
 উত্তর : মিকচার আরো রিচ করতে হবে (এক্সিলারেটর দাবায়ে কার্বরেটর ফ্লাডিং দ্বারা অথবা
 এয়ার ইনটেক সম্পূর্ণ বন্ধ করে) ।
- ৩১) প্রশ্ন : ইগনিশন সিস্টেম ঠিক থাকা সত্ত্বেও একটি ইঞ্জিন গরম অবস্থায় স্টার্ট না হলে কী করতে হবে?
 উত্তর : মিকচার খুব বেশি রিচ হলে এমনিটি হয় । ইগনিশনসুইচ অফ করে এবং সেট ভালু
 সম্পূর্ণ খুলে ইঞ্জিনকে কয়েকবার ঘুরাতে হবে । তারপর থ্রটল ভালু বন্ধ করে ইগনিশনসুইচ অন
 করতে হবে ।
- ৩২) প্রশ্ন : ডিজেল ইঞ্জিনে গভর্নরের কাজ কী ?
 উত্তর : গভর্নর ডিজেল ইঞ্জিনের ফুয়েল (ডিজেল) সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণ করে ইঞ্জিনের স্পিড বা
 গতি নিয়ন্ত্রণ করে ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর (MCQ Questions)

- ১) প্রশ্ন: কুলিং ফ্যানের কাজ কী ?
 উত্তর : √ ক । রেডিয়েটরের পানিকে ঠাণ্ডা করা খ । ইঞ্জিন অয়েলকে ঠাণ্ডা করা
 গ । ব্রেক অয়েলকে ঠাণ্ডা করা ঘ । ব্যাটারীকে ঠাণ্ডা করা
- ২) প্রশ্ন: টেম্পারেচার মিটারে ইঞ্জিনের কী নির্দেশ করে ?
 উত্তর : √ ক । ইঞ্জিনের কার্যকারী তাপমাত্রা খ । গিয়ার বক্সের কার্যকারী তাপমাত্রা
 গ । রেডিয়েটরের কার্যকারী তাপমাত্রা ঘ । গাড়ির কার্যকারী তাপমাত্রা
- ৩) প্রশ্ন: গাড়ি স্টার্ট না হওয়ার কারণ কী ?
 উত্তর : ক । গাড়িতে ব্রেক ওয়েল না থাকলে খ । গিয়ার ওয়েল না থাকলে
 √ গ । প্রয়োজনীয় জ্বালানী না থাকলে ঘ । ক্ল্যাস ওয়েল না থাকলে
- ৪) প্রশ্ন: ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডারে ব্রেক ওয়েলে লেভেল কম থাকলে কী হতে পারে ?
 উত্তর : √ ক । ব্রেক ফেল খ । ইঞ্জিন ওভারহিট
 গ । কালো ধোয়া ঘ । বিকট আওয়াজ
- ৫) প্রশ্ন: ক্লাচের কাজ কি?
 উত্তর : ক) গাড়ির গতি কম ও বেশী করা
 √ খ) ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্সের সংযোগ করা ও বিচ্ছিন্ন করা
 গ) গাড়িকে নিউট্রাল করা
 ঘ) উপরের সবগুলি

৬) প্রশ্ন: ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণ

- উত্তরঃ ক) কুলিং ফ্যান কাজ না করলে
খ) রেডিয়টরে পানি ও মবিল না থাকলে বা কম থাকলে
✓ গ) উপরের সবগুলি

৭) প্রশ্ন: এয়ার ক্লিনারের কাজ-

- উত্তরঃ ক) ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা করা
খ) বাতাস ও পেট্রোল এর মিশ্রণ তৈরী করা
✓ গ) বাতাস পরিষ্কার করা
ঘ) ইঞ্জিন চালু করতে সহায়তা করা

৮) প্রশ্ন: টায়ার অতিরিক্ত ক্ষয় হয় কেন ?

- উত্তর : ক) চাকার এলাইনমেন্ট সঠিক না থাকিলে
খ) চাকার হাওয়া কম বা বেশী থাকিলে
গ) অতিরিক্ত মালামাল বহন করিলে ✓ ঘ) উপরের সবগুলো

৯) প্রশ্ন: মবিলের কাজ কি ?

- উত্তর : ক) ইঞ্জিনের ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রাংশকে পিচ্ছিল করা
খ) ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রাংশের ক্ষয়রোধ করে
গ) ইঞ্জিন আংশিক ঠাণ্ডা রাখে ✓ ঘ) উপরের সবগুলো

১০) প্রশ্ন: পেট্রোল ইঞ্জিনে প্রতি সিলিন্ডারের জন্য স্পার্ক প্লাগ থাকে কয়টি ?

- উত্তর : ✓ ক) ১টি
খ) ২টি
গ) ৩টি
ঘ) ৪টি

১১) প্রশ্ন: সাইলেন্সারের কাজ কি?

- উত্তর : ✓ ক) শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করা
খ) ধোঁয়া নির্গমন করা
গ) বায়ু দূষণমুক্ত করা
ঘ) ইঞ্জিনের গরম বাতাস বের করে

১২) প্রশ্ন: ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমে কুলিং মিডিয়া হিসেবে সাধারণত কি ব্যবহৃত হয়?

- উত্তর : ক) তৈল
খ) গ্যাস
✓ গ) পানি
ঘ) ডিজেল

১৩) প্রশ্ন: গিয়ার স্লিপ করার কারণ কি?

- উত্তর : ক) গিয়ারের দাঁত ভাঙ্গা থাকিলে
খ) ক্লাচ ঠিক মতো কাজ না করলে
গ) গিয়ার ভালো ভাবে সংযোগ না হলে ✓ ঘ) উপরের সবগুলো

১৪) প্রশ্ন: ফুয়েল লাইনে বাতাস প্রবেশের কারণে ফুয়েল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে কি বলে?

- উত্তর : ✓ ক) এয়ার লক
খ) ডেপার লক
গ) অটো লক
ঘ) এন্টি লক

১৫) প্রশ্ন: স্পার্ক প্লাগ কোথায় থাকে?

- উত্তর : ক) ডিজেল ইঞ্জিনের ব্লকে
খ) পেট্রোল ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেডে
গ) কার্বরেটরের ভেতরে
ঘ) ডিস্ট্রিবিউটরের মধ্যে

১৬) প্রশ্ন: ফুয়েল ও বাতাসকে নিদ্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করে ইঞ্জিনে সরবরাহ করে-

- উত্তর : ক) এয়ার ক্লিনার
খ) স্পার্ক প্লাগ
গ) কার্বুরেটর
ঘ) মিক্সার

১৭) প্রশ্ন: রেডিয়েটরের কাজ কি?

উত্তর : √ ক) পানি ঠাণ্ডা করা
গ) জয়েন্ট পাটর্স

খ) রেডিও চালনা
ঘ) কোনটি নয়

১৮) প্রশ্ন: চলন্ত অবস্থায় ইঞ্জিন ওভারহিট হয়ে গেলে করণীয় কী?

উত্তর : ক) গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে

√ খ) সুবিধামতো স্থানে গাড়ি পার্ক করে ইঞ্জিন ঠান্ডা হতে দিতে হবে
গ) গাড়ি ব্রেক করতে হবে
ঘ) আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে

১৯) প্রশ্ন: ইঞ্জিনের ওয়েলের মেয়াদ শেষ হলে নতুন ওয়েল প্রবেশ করানোর সাথে আর কী পরিবর্তন অবশ্যই আবশ্যিক ?

উত্তর : ক) এয়ার ফিল্টার
গ) গিয়ার ওয়েল ফিল্টার

√ খ) ইঞ্জিন ওয়েল ফিল্টার
ঘ) ফুয়েল ফিল্টার

২০) প্রশ্ন: ইঞ্জিনের মবিল কত কিঃ মিঃ চালানোর পর বদল করা উচিত?

উত্তর : ক) ২,৫০০ কিঃ মিঃ
গ) ৮,০০০ কিঃ মিঃ

খ) ৪,০০০ কিঃ মিঃ

√ ঘ) প্রস্তুতকারক প্রদত্ত ম্যানুয়াল/হ্যান্ডবুক মোতাবেক নির্দিষ্ট মাইল/কিলোমিটার চলার পর

২১) প্রশ্ন: গাড়িতে ব্যবহৃত ব্যাটারিতে ইলেক্ট্রোলাইড এর লেভেল কমে গেলে কী ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর : √ ক) নদীর পানি
গ) ডিস্টিল্ড ওয়াটার

খ) মিনারেল ওয়াটার
ঘ) সাগরের পানি

২২) প্রশ্ন: হেড লাইট না জ্বললে প্রথমে কী চেক করতে হয় ?

উত্তর : √ ক) নির্ধারিত ফিউজ
গ) ইঞ্জিন ওয়েল

খ) নির্ধারিত লাইন
ঘ) সুইচ

২৩) প্রশ্ন: টায়ার বাস্ট হলে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য কি করতে হবে?

উত্তর : ক) তাৎক্ষণিকভাবে ব্রেক প্রয়োগ করুন

√ খ) এক্সিলেটর থেকে পা সরিয়ে নিয়ে গাড়ি থামা পর্যন্ত স্টিয়ারিং ধরে রাখা
গ) গিয়ার নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখুন
ঘ) গাড়ি এক পার্শ্বে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন

২৪) প্রশ্ন: লুব ওয়েল কোথায় দিতে হয়?

উত্তর : √ ক) হেড কভারে
গ) জয়েন্ট পাটর্স

খ) ব্যাক কভারে
ঘ) ফুয়েল গেজে

২৫) প্রশ্ন: ডিসটিল্ড ওয়াটার কোথায় ঢালতে হয়?

উত্তর : ক) কাবরেটরে
√ গ) ব্যাটারিতে

খ) রেডিয়েটারে
ঘ) ইয়ার ক্লিনারে

২৬) প্রশ্ন: গাড়ির গিয়ার পরিবর্তনের সময় অবশ্যই

উত্তরঃ ক) ব্রেক পেডেল চাপ দিতে হবে
গ) এক্সিলেটর পেডেল চাপ দিতে হবে

√ খ) ক্লাচ পেডেল চাপ দিতে হবে
ঘ) গাড়ির গতি কমাতে হবে

২৭) প্রশ্ন: বাধ্যতামূলক না বোধক চিহ্ন থাকে?

উত্তরঃ √ ক) লাল বৃত্তে

গ) চতুর্ভুজের মধ্যে

খ) নীল ত্রিভুজে

ঘ) নীল বৃত্তে

২৮) প্রশ্ন: রাস্তায় আলোক সংকেত যেভাবে আসে তা হলো?

উত্তরঃ ক) হলুদ-সবুজ-লাল

√ গ) লাল-সবুজ-হলুদ

খ) লাল-হলুদ-সবুজ

ঘ) সবুজ-লাল-হলুদ

২৯) প্রশ্ন: লাল বৃত্ত বিশিষ্ট সড়ক সংকেতের ভেতর ৫০ কিঃ মিঃ লেখা থাকিলে বুঝায়?

উত্তরঃ ক) সর্বনিম্ন গতি সীমা ৫০ কিঃ মিঃ

গ) রাস্তা ৫০ কিঃ মিঃ লম্বা

√ খ) সর্বোচ্চ গতি সীমা ৫০ কিঃ মিঃ

ঘ) রাস্তা ৫০ কিঃ মিঃ দূরে বাঁক

৩০) প্রশ্ন: রোড সাইনকে কোন তিন ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তরঃ ক) লাল, হলুদ, সবুজ

খ) রোড মার্কিং, সিগন্যাল এবং ট্রাফিক সাইন

গ) সতর্কতামূলক, বাধ্যতামূলক, রোড মার্কিং

√ ঘ) সতর্কতামূলক, বাধ্যতামূলক এবং তথ্যমূলক

৩১) প্রশ্ন: অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং এ চালকের দায়িত্ব কি?

উত্তরঃ ক) ধীর গতিতে গাড়ী চালাবে

গ) ট্রেন আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে

√ ঘ) গাড়ী থামিয়ে ডানে বামে দেখে নিরাপদ মনে হলে অতিক্রম করবে

খ) প্রতিবন্ধক না থাকলে অগ্রসর হবে


৩২) রাস্তার মাঝখানে অশুভিত একটি সাদা দাগ থাকিলে কি করণীয়?

উত্তরঃ ক) ওভার টেক করা যাবে

গ) গাড়ির গতি কমাতে হবে

√ খ) ওভার টেক করা যাবে না

ঘ) গাড়ির গতি বাড়াতে হবে

৩৩) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ ক) শুধুমাত্র সাইকেল চলাচলের জন্য

গ) মোটরসাইকেল চলাচল নিষেধ

√ খ) সাইকেল চলাচল নিষেধ

ঘ) শুধুমাত্র মোটরসাইকেল চলাচলের জন্য।

৩৪) প্রশ্ন: ফোর হুইল ড্রাইভ কোথায় প্রয়োগ করতে হয়?

উত্তরঃ ক) ভালো রাস্তায়

গ) আঁকা বাঁকা রাস্তায়

√ খ) পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত রাস্তায়

গ) নিচু রাস্তায়


৩৫) প্রশ্ন: লেভেল ক্রসিং বা রেলক্রসিং কত প্রকার?

উত্তরঃ ক) ৩ প্রকার

গ) ৫ প্রকার

খ) ৪ প্রকার

√ ঘ) ২ প্রকার

৩৬) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ ক) মোটরকার চলাচলের জন্য

গ) মোটরসাইকেল চলাচল নিষেধ

√ খ) মোটরযান চলাচল নিষেধ

ঘ) পিকআপ চলাচলের জন্য

৩৭) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) ওভারটেকিং নিষেধ
গ) গাড়ি থামাতে হবে

খ) ওভার টেকিং করা যাবে

৩৮) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) পার্কিং নিষেধ
গ) পথচারী চলাচল নিষেধ

খ) পার্কিং করা যাবে

৩৯) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) থামানো নিষেধ
গ) ওভার টেকিং নিষেধ

খ) থামাতে হবে

৪০) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) পথচারী চলাচল নিষেধ
গ) কোনটি নয়

খ) পথচারী চলাচল করা যাবে

৪১) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) পথচারী পারাপার
গ) উভয়টি

খ) পথচারী চলাচল নিষেধ

৪২) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) সড়কে পথচারী
গ) শিশু-কিশোর

খ) পথচারী চলাচল নিষেধ

৪৩) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) শিশু-কিশোর খ) সামনে পশু চলাচল করে গ) সামনে রাস্তা বন্ধ

৪৪) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) প্রবেশ নিষেধ
গ) ওভার টেকিং নিষেধ

খ) সব ধরনের গাড়ি চলাচল নিষেধ

৪৫) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) অসমতল/ত্রুতিপূর্ণ সড়ক
গ) সামনে পিছল সড়ক

খ) সামনে সমতল সড়ক

৪৬) প্রশ্ন:  এই চিহ্নটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ √ ক) সামনে গতিরোধক
গ) সামনে সমতল সড়ক

খ) গতি বাড়াতে হবে

৪৭) প্রশ্ন: মোটরসাইকেলের সর্বোচ্চ গতি বেগ কত?

উত্তরঃ ক) ৪০ মাইল/ঘন্টা
গ) ৫০ মাইল/ঘন্টা

√ খ) ৭০ মাইল/ঘন্টা
ঘ) ১১ মাইল/ঘন্টা

৪৮) প্রশ্ন: গোল চক্রে গাড়ি চালানোর নিয়ম-

উত্তরঃ ক) সুযোগ মত বের হয়ে যান

√ খ) ডানদিক থেকে আগত গাড়িকে প্রাধান্য দিন

গ) বাম দিকের গাড়ির আরো যেতে দিন

ঘ) যে দিকে মোড় ঘুরাবেন সেদিকে সিগন্যাল দিন

৪৯) প্রশ্ন: নীল রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন?

উত্তরঃ √ ক) তথ্যমূলক সাইন

গ) সতর্কতামূলক সাইন

খ) বাধ্যতামূলক সাইন

ঘ) উপরের সবগুলি

৫০) প্রশ্ন: ট্রাফিক সিগন্যাল বা সংকেত কত প্রকার?

উত্তরঃ √ ক) ৩ প্রকার

গ) ৫ প্রকার

খ) ৪ প্রকার

ঘ) ২ প্রকার

৫১) প্রশ্ন: সবুজ আয়তক্ষেত্রে ট্রাফিক সাইন ফলক কোনটি?

উত্তরঃ ক) রাস্তার দিক/দূরত্বের তথ্য প্রদান করে √ খ) সাধারণ তথ্য প্রদান করে

গ) বাধ্যতামূলক তথ্য প্রদান করা

ঘ) সতর্কতামূলক তথ্য প্রদান করে

৫২) প্রশ্ন: গাড়ি চালানো অবস্থায় ট্রাফিক সিগন্যালে হলুদ বাতি জ্বলতে দেখলে-

উত্তরঃ ক) দ্রুত গাতিতে গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে √ খ) থামার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে

গ) গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করতে দিতে হবে

ঘ) আন্তে আন্তে এগিয়ে যেতে হবে

৫৩) প্রশ্ন: ড্রাইভিং লাইসেন্সের ধরন-

উত্তরঃ ক) পেশাদার

খ) অপেশাদার

√ গ) পেশাদার এবং অপেশাদার ঘ) কোনটি নয়

৫৪) প্রশ্ন: অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স কত?

উত্তরঃ ক) ২৪ বছর

গ) ২০ বছর

খ) ২৫ বছর

√ ঘ) ১৮ বছর

৫৫) প্রশ্ন: কোন জায়গায় অবশ্যই হর্ণ বাজাতে হবে ?

- উত্তর : ক) গোল চক্রে খ) অন্ধ বাঁকে
 গ) ইউ টার্নের নিকট ঘ) হাসপাতাল

৫৬) প্রশ্ন: ঘন কুয়াশার মধ্যে রাস্তায় গাড়ি চালাইতে হেড লাইট জ্বলাইতে হয় কেন ?

- উত্তর : ক) রাস্তা দেখিবার জন্য খ) গাড়ির অবস্থান বুঝানোর জন্য
 গ) ডানে মোড় নিবার জন্য ঘ) ওভারটেক করার জন্য

৫৭) প্রশ্ন: বাজার এলাকায় অতিক্রমের সময়ে গাড়ির গতিবেগ কত থাকা উচিত ?

- উত্তর : ক) ৫০ কিঃ মিঃ/ঘন্টা খ) ১৫ কিঃ মিঃ/ঘন্টা
 গ) ৪৫ কিঃ মিঃ/ঘন্টা ঘ) ট্রাফিক সাইনে নির্দেশিত গতিসীমা

৫৮) প্রশ্ন: মোটর গাড়ির কাগজপত্র সর্বদা কে চেক করতে পারেন ?

- উত্তর : ক) ট্রাফিক পুলিশ, পুলিশ সার্জেন্ট, আনসার ও সেনাবাহিনীর সদস্য
 খ) পুলিশ সার্জেন্ট, আনসার ও বিআরটিএ'র কর্মকর্তা
 গ) পোষাক পরিহিত সর্বনিম্ন সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার, বিআরটিএ'র কর্মকর্তা, মোবাইল কোর্ট
 ঘ) মোবাইল কোর্ট, ট্রাফিক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্য

৫৯) প্রশ্ন: যেখানে ওভারটেকিং নিষেধ সেখানে ওভারটেকিং করলে কত টাকা জরিমানা ?

- উত্তর : ক) ১০০ টাকা পর্যন্ত খ) ২০০ টাকা পর্যন্ত
 গ) ৩০০ টাকা পর্যন্ত ঘ) ৪০০ টাকা পর্যন্ত

৬০) প্রশ্ন: নিষিদ্ধ হর্ণ কিংবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র লাগালে ও ব্যবহার করলে কত টাকা জরিমানা?

- উত্তর : ক) ১০০ টাকা পর্যন্ত খ) ২০০ টাকা পর্যন্ত
 গ) ৩০০ টাকা পর্যন্ত ঘ) ৪০০ টাকা পর্যন্ত

৬১) প্রশ্ন: অননুমোদিত ওজন অতিক্রম পূর্বক গাড়ি চালনা করলে কত টাকা জরিমানা ?

- উত্তর : ক) ৫০০ টাকা পর্যন্ত খ) ১০০০ টাকা পর্যন্ত
 গ) ২০০০ টাকা পর্যন্ত ঘ) ৩০০০ টাকা পর্যন্ত

৬২) প্রশ্ন: প্রকাশ্য সড়কে বা প্রকাশ্য স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে কত টাকা জরিমানা ?

- উত্তর : ক) ৫০০ টাকা পর্যন্ত খ) ১০০০ টাকা পর্যন্ত
 গ) ২০০০ টাকা পর্যন্ত ঘ) ৩০০০ টাকা পর্যন্ত

৬৩) প্রশ্ন: হাইড্রোলিক (এয়ার) হর্ণ ব্যবহার করলে ৮৪ ধারায় মামলা হয়।?

- উত্তর : ক) ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা খ) ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা
 গ) ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ঘ) ১২,৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা

৬৪) প্রশ্ন: পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স কত?

- উত্তর : ক) ২৪ বছর খ) ২৫ বছর
 গ) ২১ বছর ঘ) ১৮ বছর

৬৫) প্রশ্ন: শুকনা পাকা রাস্তায় ৫০ কিলোমিটার বেগে চললে ব্রেক করলে থামার দূরত্ব-

- উত্তর : ক) ২৫ মিটার খ) ৩৫ মিটার
 গ) ৫০ মিটার ঘ) ২৫ গজ

- ৭৭) প্রশ্ন: অবীমাকৃত মোটরযান চালনা করলে সর্বোচ্চ কত টাকা জরিমানা হতে পারে ?
 উত্তর : (ক) ২০০ টাকা পর্যন্ত (খ) ২০০০ টাকা পর্যন্ত
 (গ) ৩০০ টাকা পর্যন্ত (ঘ) ৪০০ টাকা পর্যন্ত
- ৭৮) প্রশ্ন: অবীমাকৃত গাড়ি চালনার শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে মোটরযান অধ্যাদেশ এর কত ধারায়?
 উত্তর : (ক) ১০০ ধারায় (খ) ১০১ ধারায়
 (গ) ১০৫ ধারায় (ঘ) ১৫৫ ধারায়
- ৭৯) প্রশ্ন: দুর্ঘটনা ঘটার কত সময়ের মধ্যে বীমা কোম্পানীর নিকট ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে হবে?
 উত্তর : (ক) ৬ মাস সময়ের মধ্যে (খ) ৩ মাস সময়ের মধ্যে
 (গ) ২ মাস সময়ের মধ্যে (ঘ) ১ মাস সময়ের মধ্যে
- ৮০) প্রশ্ন: বীমাকৃত গাড়ির ফিটনেস/টোকেন এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এমতাবাহ্যায় দুর্ঘটনায় পতিত হলে বীমাকৃত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাবে কিনা ?
 উত্তর : (ক) হ্যাঁ পাবে যদি বীমার মেয়াদ থাকে
 (খ) পাবে না
- ৮১) প্রশ্ন: কম্প্রিহেনসিভ বীমার ক্ষেত্রে কে ক্ষতিপূরণ পাবে ?
 উত্তর : (ক) গাড়ি (গাড়ির ক্ষতি পূরণ) (খ) পথচারী
 (গ) ড্রাইভার (ঘ) গাড়ি ও তৃতীয় পক্ষ উভয়ই
- ৮২) প্রশ্ন: তৃতীয়পক্ষ বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না -
 উত্তর : (ক) গাড়ির (খ) আহত ব্যক্তির
 (গ) আহত যাত্রীর (ঘ) আহত পথচারীর
- ৮৩) প্রশ্ন: মোটরযান আইনে কোন প্রকারের বীমা বাধ্যতামূলক?
 উত্তর : (ক) প্রথমপক্ষ (খ) কম্প্রিহেনসিভ
 (গ) তৃতীয়পক্ষ
- ৮৪) প্রশ্ন: তৃতীয়পক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কে?
 উত্তর : (ক) সরকার (খ) গাড়ির মালিক
 (গ) গাড়ি বিক্রেতা
- ৮৫) প্রশ্ন: ক্ষতিপূরণের জন্য দরখাস্ত করতে পারবেন -
 উত্তর : (ক) যিনি নিজে আহত হয়েছেন বা যার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিনি
 (খ) দুর্ঘটনার ফলে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার আইনানুগ উত্তরাধিকারী
 (গ) উভয়ই প্রযোজ্য
- ৮৬) প্রশ্ন: ফাষ্ট এইড কি ?
 উত্তর : (ক) দ্রুত চিকিৎসা (খ) দুর্ঘটনা চিকিৎসা
 (গ) হাড় জোড়া চিকিৎসা (ঘ) প্রাথমিক চিকিৎসা
- ৮৭) প্রশ্ন: ফাষ্ট এইড বাক্সে সাধারণত কি কি থাকে ?
 উত্তর : (ক) অক্সিজেন সিলিন্ডার
 (খ) সামান্য কিছু ঔষধ, এন্টিসেপটিক, তুলা, ব্যান্ডেজ
 (গ) স্ট্রেচার (ঘ) অপারেশনের ইকুইপমেন্ট

কর্মজীবী নারীদের ফ্রি ড্রাইভিং ট্রেনিং

চালক যাত্রী পথচারী
ট্রাফিক আইন মেনে চলি
সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি

সুধি,

আসসালামু আলাইকুম, ‘পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল’ এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। “পাথওয়ে” দেশের অন্যতম একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আর সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড সমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাথওয়ে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে নিয়মিত কাজ করছে। পাথওয়ে ব্যাপক উদ্যোগের মাধ্যমে গরিব, অসহায়, তৃতীয় লিঙ্গ এবং বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত কর্মজীবী নারীদের জন্য সময় উপযোগী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কাজ করছে। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে পুরুষদের সাথে সমানভাবে নারীদেরকেও বিভিন্ন পেশায় এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণায় দেখা যায়, অনেক পেশায় পুরুষদের তুলনায় নারীদের আগ্রহ, দক্ষতা অনেক ভালো। এরই মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন যানবাহন চালক হিসেবে নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক ভালো ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। এখন এই পেশায় নারীদের অনেক সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে দেশে এবং বিদেশে। এই সম্ভাবনাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল কর্মজীবী নারীদের ফ্রি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ পরিবহন চালক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। আমাদের দেশের যুব মহিলাদের বৃহৎ একটি অংশ গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করে। তাঁরা যদি কাজের পাশাপাশি পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল থেকে ফ্রি প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ নেন, তাহলে তারা দেশে অথবা বিদেশে একজন দক্ষ বাংলাদেশি হিসেবে মাথা উঁচু করে কাজ করতে পারবে। পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল থেকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে অসংখ্য নারী আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। দেশ আর দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাথওয়ে এই যুগান্তকারী কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পাথওয়ের এই মহতি উদ্যোগের সুযোগ নেয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।

মোঃ শাহিন

নির্বাহী পরিচালক, পাথওয়ে

গরিব, অসহায় ও তৃতীয়
লিঙ্গদের ফ্রি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ
দেওয়া হয়।

সুবিধাবঞ্চিত কর্মজীবী মহিলাদের
জন্য ফ্রি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও ড্রাইভিং
লাইসেন্সের ফি প্রদান করা হয়।

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শেষে
অত্র প্রতিষ্ঠানে চাকুরির
ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

মোবাঃ ০১৩২১-২৩২৯৮২

ফোনঃ ০২-৫৮০৫০৯৫৫

৪৮/৩, বিআরটিসি স্টাফ কোয়ার্টার মার্কেট (বিআরটিএ এর পিছনে),
সেনপাড়া পর্বতা, কাফরুল, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

E-mail: pathwaydschool@gmail.com, www.pathwaybd.org

শব্দ দূষণ (Sound Pollution)

১. শব্দ দূষণ নগর বাসীর জন্য অন্যতম স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। যানবাহনের নয়রহর্গ/বিউমেট্রিক(হাইড্রলিক) হর্ন, মাইক্রোফোন অথবা উচ্চস্বরে ক্যাসেট বাজানো আমাদের জীবনে যেন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
২. শিশু ও গর্ভবর্তী মহিলাদের জন্য শব্দ দূষণের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। গর্ভপাত থেকে শুরু করে বিকলাঙ্গ শিশু প্রসবসহ নানা ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টিতে শব্দ দূষণ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।
৩. তিন বছরের কম বয়সী কোন শিশুর কানে যদি খুব কাছে থেকে ১০০ ডেসিবল শব্দ আসে তাহলে তার শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৪. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে ৬০ ডেসিবল শব্দ একজন মানুষকে সাময়িকভাবে বধির করে ফেলতে পারে এবং ১০০ ডেসিবল শব্দ একজন মানুষকে সম্পূর্ণ বধির করে ফেলতে পারে।
৫. আমাদের শহরের ব্যস্ত সড়ক গুলোতে যানবাহনের হর্নের শব্দ মাত্র ৮০ ডেসিবল ও ছাড়িয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা ১০০ ডেসিবলের কাছাকাছি। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান শব্দ মাত্রা কাজিষ্কৃত শব্দ মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। শান্ত এলাকায় সহনীয় শব্দ মাত্রা দিনে ও রাতের বেলায় ৩৫ ডেসিবল, আবাসিক এলাকায় দিনের বেলায় ৫০ ডেসিবল ও রাতে ৪০ ডেসিবল থাকা বাঞ্ছনীয়। হাসপাতালে ২০ থেকে ৩৫ ডেসিবল। কিন্তু বাস্তবে যানবাহন থেকে উচ্চ শব্দ ৯০ থেকে ৯৫ ডেসিবল। মাইক্রোফোনের শব্দ ৯০ থেকে ১০০ ডেসিবল, কারখানার শব্দ ৮০ থেকে ৯০ ডেসিবল, হোটেল ও সিনেমা হলের শব্দ ৭৫ থেকে ৯০ ডেসিবল, উৎসব অনুষ্ঠানের শব্দ ৮৫ থেকে ৯০ ডেসিবল, বাস-ট্রাকের শব্দ ১০০ এর কাছাকাছি।
৬. একটি জাতিকে মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে অসুস্থ করার ক্ষেত্রে উচ্চ শব্দের কোন জুড়ি নাই। বর্তমানে শব্দ দূষণের জন্য সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা এবং ২ (দুই) বছরের দণ্ডের বিধান রয়েছে।

যানবাহনের মাধ্যমে বায়ু দূষণ

দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে যানবাহনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শহরের বাতাস দূষিত হচ্ছে। রাস্তায় চলাচলকারী মোটরযান সমূহের উল্লেখযোগ্য অংশই হচ্ছে অতি পুরাতন, অতিরিক্ত বোঝা ভারাক্রান্ত এবং দুর্বল ভাবে রক্ষনাবেক্ষন। যার ফলে মূলতঃ পুরাতন ডিজেল চালিত যানবাহন হতে কালো ধোঁয়া অর্থাৎ অদহনকৃত সূক্ষ্ম কার্বন কণার উদগীরন হয়। সাধারণত কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড ভাসমান বস্তু কণা, সীসা, ইত্যাদি ক্ষতিকর ধোঁয়া ডিজেল/পেট্রোলচালিত যানহতে উদগীরন হয়ে থাকে। নিম্নে বায়ু দূষণের উপাদান, উৎস এবং মানবদেহের উপর ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করা হলো।

দূষক	উৎস	প্রভাব
ভাসমান বস্তুকণা	মোটরযান, কাঠ পোড়ানো, শিল্প কারখানাগত কর্মকাণ্ড	শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমন, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, শ্বাসকষ্টজনিত রোগের অবনতি, ইত্যাদি।
সালফারের অক্সাইডসমূহ	যানবাহন (ডিজেল চালিত), শিল্পকারখানার উদগীরণ	শ্বাসনালীর ক্ষতিসাধন এবং ফুসফুসের স্থায়ী ক্ষয়সাধন; ব্রঙ্কাইটিস, এমপিসেমা, শ্বাসকষ্ট উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাসকরণ।
নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	মোটরযান, বিদ্যুৎ কেন্দ্র	শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমন সংক্রান্ত রোগ, বক্ষব্যধি, চক্ষুপ্রদাহ, মাথাধরা, গুটি ও টমেটোর অবদমিত বর্ধন ফলদায়ী উদ্ভিদে বর্ধিত গুটিরোগ ও ফলনহ্রাস।
লীড	বায়ুবাহিত ধূলিকণা যানবাহন কয়লা ও কাঠ পোড়ানো, ধাতু উৎপাদন, ফসফেট সার	ক্ষতিগ্রস্ত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, বৃক্ক ও বৃক্কসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন উচ্চচাপ, প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের তিনগুণ বর্ধিত ঝুঁকি, উদ্ভিদজগতে ক্ষতিসাধন
কার্বন মনোক্সাইড	পেট্রোল চালিত যানবাহন (২ ও ৩ চাকা বিশিষ্ট)	বক্ষের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা হ্রাস হৃদরোগের বৃদ্ধিসাধন
এরাম্যাটিক হাইড্রোকার্বন	ডিজেল ইঞ্জিন প্রসৃত অদহনকৃত জ্বালানী	তন্দ্রালুতা, চক্ষুপ্রদাহ
বেনজিন	ক্যাটালাইটিক কনভার্টার থেকে নির্গত লীডমুক্ত পেট্রোল	ক্যান্সার সংঘটন, ক্ষতিগ্রস্ত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র
ওজোন	সূর্যারোকে উদ্বায়ী জৈবযৌগ ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া	ফুসফুসের হ্রাসকৃত ক্রিয়াশীলতা, শ্বাসকষ্ট, চক্ষুপ্রদাহ, নাশিকাবদ্ধতা, রোগ সংক্রমন প্রতিরোধে হ্রাসকৃত ক্ষমতা

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব

সড়ক নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের সকলেরই ভূমিকা রয়েছে। একতাবদ্ধভাবে কাজ করলে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা সম্ভব। অনুমোদনহীন ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, লাইসেন্সবিহীন ও অনভিজ্ঞ ড্রাইভার যেমন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, তেমনিভাবে দায়ী পথচারী এবং যাত্রীগণের অসচেতনতা। সকলে মিলেই আমাদেরকে আনতে হবে পরিবর্তন। আসুন আগে আমরা নিজেকে বদলাই এবং অন্যকে বদলাতে সহায়তা করি। তাহলেই আমরা সড়ককে পরিপূর্ণভাবে নিরাপদ করতে পারবো।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহঃ

- ❖ ফিটনেসবিহীন গাড়ী, লাইসেন্সবিহীন চালক।
- ❖ ওভারস্পীড, ওভারলোড, অতিআত্মবিশ্বাস এবং বেপরোয়া ওভারটেকিং।
- ❖ নিয়ম না মেনে পথ চলা (ফুটপাথ, ফুটওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং)।
- ❖ গাড়ী চালানো ও রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার।
- ❖ চালকের মাদকাসক্তি।
- ❖ ট্রাফিক ও রোড সাইন সম্পর্কে অজ্ঞতা।
- ❖ বিরামহীন দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ী চালনা।
- ❖ মানসিকভাবে সুস্থ না থাকা।

পথচারী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব:

- ❖ রাস্তা পারাপারের সময় ডানে-বামে ভালোভাবে লক্ষ্য করে জেব্রা ক্রসিং/ফুটওভার ব্রিজ/আভারপাস দিয়ে রাস্তা পার হওয়া।
- ❖ রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা।
- ❖ রাস্তায় হেডফোন ব্যবহার না করা।
- ❖ দুই যানবাহনের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাফেরা না করা।
- ❖ ফুটপাথ অথবা ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটা।
- ❖ রাস্তায় চলাচলে অমনোযোগী না হওয়া; দ্রুত বেগে অথবা দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া।
- ❖ প্রয়োজনে রাস্তা পারাপারের সময় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা।
- ❖ অরক্ষিত রেলক্রসিং এ ডানে বামে দেখে সাবধানে পারাপার হওয়া।

অভিভাবক ও শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব:

- ❖ নিজ সন্তান ও ছাত্র/ছাত্রীদের ট্রাফিক সাইন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা।
- ❖ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য নিয়মিত ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ❖ ছাত্র/ছাত্রীদের জানাতে হবে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার লক্ষ্যে নিরাপত্তার কোন বিকল্প নাই।

যাত্রী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব:

- ❖ চলন্ত গাড়ীতে হাত, মাথা বা শরীরের কোন অংশ জানালা দিয়ে বের করে না রাখা।
- ❖ নির্ধারিত স্টপেজে গাড়ীতে ওঠানামা করা; চলন্ত গাড়ীতে ওঠানামা না করা।
- ❖ নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করা।
- ❖ পরিবহনে ধূমপান না করা।
- ❖ চলন্ত গাড়ীর গেটে বুলে যাত্রী হয়ে ভ্রমণ না করা।
- ❖ চালককে দ্রুত চালাতে প্ররোচিত না করা, দ্রুত চাললে তাকে বারণ করা।
- ❖ চলন্ত গাড়ীতে চালকের সাথে অযথা কথা না বলা।
- ❖ চালককে মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা।
- ❖ অনুমোদনহীন যানবাহন যেমন ইজি বাইক, ইঞ্জিন রিকশা, নছিমন, ভটভটি এই ধরনের গাড়ীতে আরোহন না করা।
- ❖ ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে গাড়ীতে না ওঠা।

গাড়ী চালক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব:

- ❖ ট্রাফিক সাইন সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা রাখা।
- ❖ গাড়ী চালনার পূর্বে গাড়ীর প্রাথমিক পরীক্ষা করা।
- ❖ বৈধ লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যতীত এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ী না চালানো।
- ❖ বেপরোয়াভাবে গাড়ী না চালানো এবং গতিসীমা মেনে চলা।
- ❖ গাড়ী চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা।
- ❖ নির্ধারিত স্টেপেজ ছাড়া অন্য কোথাও যাত্রী ওঠানামা না করানো।
- ❖ জেব্রা ক্রসিং হতে নির্ধারিত দূরত্বে গাড়ী থামানো।
- ❖ সিট বেল্ট ব্যবহার করা।
- ❖ হেলপার দিয়ে গাড়ী না চালানো।
- ❖ মাদক গ্রহণ হতে বিরত থাকা।
- ❖ গাড়ী চালানোর সময় কারো সাথে কথা না বলা।
- ❖ গাড়ী চালানোর সময় ধূমপান না করা।
- ❖ প্রয়োজন ছাড়া গাড়ীর হর্ন/ভেপু না বাজানো।
- ❖ অনুমোদনহীন স্থানে পার্কিং না করা।
- ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের সামনে গতিসীমা মেনে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ী চালানো এবং হর্ন না বাজানো।
- ❖ নিয়মিত চোখ ও কান পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে চশমা ও শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করা।
- ❖ একটানা চার ঘন্টার বেশী গাড়ী না চালানো।
- ❖ কোন অবস্থাতেই উল্টা পথে গাড়ী চালাবে না।
- ❖ অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও জরুরী সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া।
- ❖ বাম দিক থেকে ওভারট্রেকিং না করা।
- ❖ নির্ধারিত লেনে গাড়ী চালানো।

যানবাহন মালিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব:

- ❖ রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ইন্সুরেন্স, ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া রাস্তায় গাড়ী বের না করা।
- ❖ গাড়ীতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, ফাস্ট এইড বক্স ও ময়লা ফেলার বুড়ি রাখা।
- ❖ মাদক সেবনকারীকে নিয়োগ প্রদান না করা।
- ❖ বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া চালক হিসাবে কাউকে নিয়োগ না করা।
- ❖ বছরে একবার হলেও সকল চালকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
- ❖ অপ্রাপ্তবয়স্ক কাউকে গাড়ী চালাতে না দেয়া।
- ❖ গণপরিবহনে ২ (দুই) জন চালক রাখা।
- ❖ ট্রাক চালকদের রাস্তার মাঝে বিশ্রামের সুযোগ দেয়া।
- ❖ চুক্তিতে গাড়ী চালাতে না দিয়ে চালক ও সহকারীদের বেতন ও বোনাস নিয়মিত প্রদান করা।

সড়ক দুর্ঘটনায় করণীয়:

- ❖ নিকটস্থ থানায় খবর দেওয়া ও প্রাথমিক ব্যাখ্যা প্রদান করা (অথবা জরুরী সেবা ৯৯৯ কল করুন)।
- ❖ দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি থেকে আহতদেরকে যতটা সম্ভব নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখা।
- ❖ আহত ব্যক্তিবর্গদের দ্রুত নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং তাদের মানুসিক শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে সাহায্য দেওয়া।

চালকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ

দক্ষতার সাথে পরিবহন পরিচালনা করে নিরাপদে যাত্রী বা পণ্য গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালন করেন ড্রাইভার গণ। শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, পরিবহণ ও গতিপথের মাধ্যমের উপর নির্ভর করে তাঁদের পেশার নাম, সম্মান ও সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। যেমনঃ উড়োজাহাজ পরিচালনা-কারী পাইলটের বেতন অনেক ভালো, নৌযান পরিচালনাকারী নাবিকেরও বেতন মোটামুটি অনেক ভালো কিন্তু বাস-ট্রাক-প্রাইভেটকার পরিচালনাকারী ড্রাইভারদের বেতন তেমন ভালো না, নৌকার মাঝিদের আরও করুন। তবে কাজের নীতিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য সব চালকের প্রায় একই। পার্থক্য শুধু তাঁদের উপর অর্পিত আইন ও নিয়ম পালনের বাধ্যবাদকতায়। যেমন- একজন পাইলটকে তাঁর কাজের জন্য উড়োজাহাজে উঠতে গেলেই পাসপোর্টসহ সকল বৈধ কাগজপত্র সাথে রাখা, ধূমপান সহ সকল প্রকার মাদক সেবন/গ্রহণ না করা সহ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হয়। এর ব্যতিরেকে তিনি উক্ত কাজের অনুমতি পান না। কিন্তু কোনও বাস-ট্রাক-লরী-প্রাইভেটকার ড্রাইভার-গণ এর তোয়াক্কা করেন না, বা করতে বাধ্য নন। কিন্তু ছোট বা বড় যে কোন পরিবহনের পরিচালনা-কর উপরই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট যানের যাত্রীর জীবন বা মালামালের নিরাপত্তা। কাজেই সকল প্রকার পরিবহণ পরিচালনার ক্ষেত্রে একই রকম সতর্কতা, জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাঁর স্ব স্ব পেশাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার সাথে নেওয়া উচিত। নিজের কাজের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকলেই ঐ কাজ এবং কাজের দায়িত্বের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এই মহান পেশার মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সুস্থতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হলে প্রয়োজন সময় মত খাদ্য গ্রহণ এবং তা যেন হয় সুস্বাদু। সুস্বাদু বলতেই আমরা বুঝি শর্করা, আমিষ, প্লেহ, ভিটামিনস, মিনারেলস, পানি ও আঁশযুক্ত খাবারের প্রয়োজনীয় সমন্বয়। বয়স, লিঙ্গ ও কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির প্রতিদিন প্রায় ২২০০ থেকে ২৬০০ ক্যালরীর প্রয়োজন হয়। একটু সচেতন হলেই ভিটামিনস, মিনারেলস সহ প্রয়োজনীয় শক্তি আমাদের দৈনন্দিন খাবার থেকেই পেতে পারি।

ক্যালরী হিসাবের সুবিধার্থে কিছু খাদ্যের ক্যালরীর নমুনা:

১ কাপ দুধ	প্রায় ২৬ গ্রাম	প্রায় ২০৮ ক্যালরী
১ টা মাঝারী আপেল	প্রায় ২১ গ্রাম	প্রায় ৮১ ক্যালরী
১ টা মাঝারী কলা	প্রায় ২৭ গ্রাম	প্রায় ১০৫ ক্যালরী
১ টা মাঝারী মিষ্টি আলু	প্রায় ২৮ গ্রাম	প্রায় ১১৮ ক্যালরী
১ কাপ ভাত (সাদা চাউলের)	প্রায় ৫০ গ্রাম	২২৩ ক্যালরী
১ কাপ ভাত (ব্রাউন চাউলের)	প্রায় ৫০ গ্রাম	২৩২ গ্রাম
১ টা সিদ্ধ ডিম	প্রায় ১০০ গ্রাম	১৫৫ গ্রাম

ভিটামিনের নাম	দৈনিক মাত্রা	ভিটামিনের নাম	দৈনিক মাত্রা
ভিটামিন এ	১০,০০০ আই.ইউ	ফলিক এসিড	৮০০ এমসিজি
বিটা ক্যারোটিন	১৫,০০০ আই.ইউ	ইনোসিটল	১০০ এমজি
ভিটামিন বি-১ (থায়ামিন)	৫০ এমজি	প্যারা এমাইনোবেনজয়িক এসিড (পাবা)	৫০ এমজি
ভিটামিন বি-২ (রিবোফ্লাবিন)	৫০ এমজি	ভিটামিন সি ও মিনারেলস্ এসকরবেটস্	৩,০০০ এমজি
ভিটামিন বি-৩ (নিয়াসিন)	১০০ এমজি	বায়োফ্লুবোনয়েডস্ (মিক্সড্)	৫০০ এমজি
ভিটামিন বি-৩ (নিয়াসিনামাইড)	১০০ এমজি	হেসপোরিডিন	১০০ এমজি
ভিটামিন বি-৫ (প্যান্টোথেনিক এসিড)	১০০ এমজি	রুটিন	২৫ এমজি
ভিটামিন বি-৬ (পাইরিডক্সিন)	৫০ এমজি	ভিটামিন ডি	৪০০ আই.ইউ
ভিটামিন বি-১২	৩০০ এমসিজি	ভিটামিন ই	৬০০ আই, ইউ
বায়োটিন	৩০০ এমসিজি	ভিটামিন কে (আলফা আলফা, সবুজ শাক সবজি)	৩০০ এমসিজি
কোলিন	১০০ এমজি	এসেনশিয়াল ফ্যাটি এসিড	পরিমাণ মত

মিনারেলস এর নাম	দৈনিক মাত্রা	মিনারেলস এর নাম	দৈনিক মাত্রা
ক্যালসিয়াম	১,৫০০ এমজি	ম্যাগ্নানিজ	১০ এমজি
ক্রোমিয়াম (জিটিএফ)	১৫০ এমসিজি	মলিবডেনাম	৩০ এমসিজি
কপার	৩ এমজি	পটাশিয়াম	৯৯ এমজি
আয়োডিন	২২৫ এমসিজি	সেলেনিয়াম	২০০ এমসিজি
আয়রন	১৮ এমজি	জিংক	৫০ এমজি
ম্যাগনেসিয়াম	৭৫০-১,০০০ এমজি		

উপরে উল্লেখিত প্রায় সব আমরা আমাদের নিত্যদিনের খাবার থেকে পেতে পারি। দেশে উৎপাদিত ফল হতে প্রতিদিনই (কিছু ভিন্নতা এনে) ২-৩ রকমের ফল খাওয়া দরকার। ঠিক শাক ও সবজির ক্ষেত্রেও একই রকম খেতে হবে। ভাত বা রুটির ক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেক বেশি না খেয়ে ৩ থেকে ৩ ½ ঘন্টা পরপর অল্প অল্প করে খাওয়া উচিত। এরপরও শরীরের কোন সমস্যা দেখা দিলে দেশীয় ডায়েটারী সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যেতে পারে বা কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। একসঙ্গে অনেক খেলে শরীর অস্বস্তিবোধ করে এবং ঘুমের আগ্রহ বেড়ে যায়। এছাড়াও রক্তে সুগার, কোলেস্টেরোল, টি.জি ইত্যাদি বেড়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। তবে ফাস্টফুড, জাঙ্কফুড, কোমল পানীয় না খাওয়াই ভালো।

চিকিৎসা শাস্ত্রের গুরু হিপোক্রেটস বলেছেন “একজন জ্ঞানী মানুষকে ভাবা উচিত যে, স্বাস্থ্য হলো মানুষের আর্শীবাদ গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ/সর্বোত্তম।” (A wise man should consider that health is the greatest of human blessings)। কাজেই স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এটা বিশ্বাসের সাথে লালন ও পালন করা দরকার।

- * এমনিতেই দূর পাল্লার ড্রাইভার/হেলপার/যাত্রীগণ সময় ও সুযোগের অভাবে এবং টয়লেট সুবিধার অভাবে পানি কম পান করেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর। অপর দিকে প্রসাব বা পায়খানা আটকিয়ে রাখলে কিডনির সমস্যা, পায়খানা কষা, লিভার ও এসিডিটির সমস্যা হতে পারে। যেখানে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ২৪ ঘন্টায় ৩ থেকে ৪ লিটার (গরমের দিনে) এবং ২ থেকে ২.৫ লিটার (শীতের দিনে) পানির প্রয়োজন হয়। কিন্তু ড্রাইভার এবং হেলপাররা সে তুলনায় খুবই সামান্য পানি পান করেন।
- * আমাদের দেশে পরিবহণ সেক্টরে ড্রাইভারদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হলো অতি মাত্রার হাইড্রোলিক হর্ন। যা তাদেরকে শুধু বধির-ই করছে না, মাথা ব্যথা, মানসিকরোগ, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- * দীর্ঘ সময়ে একই পজিশনে বসে থাকায় তাদের মেরুদণ্ড সহ শরীরের অন্যান্য জায়গায় ব্যথা হতে পারে। এসব কিছুর মূলেই রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞদের আদেশ বা নিষেধ ও জ্ঞানীজনদের পরামর্শ পজেটিভলি রিসিভ করা বা মেনে নেওয়া। তাই তো সক্রেনটিস বলেছেন- “শুধুমাত্র একটি ভালো-(সেটা হলো) জ্ঞান আর একটি মন্দ-(সেটা হলো) অজ্ঞতা।”

* পালন করা উচিতঃ

- ১। যাত্রা শুরু করার আগে প্রষ্টাকে স্বরণ করা ও নিজের কাজকে মূল্যায়ন করে ধ্যান করা
- ২। নিজের কাজকে শ্রদ্ধা করা ও নিজের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করা
- ৩। প্রয়োজনে ৩-৩½ ঘন্টা পর পর কোন ফল বা খাবার ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি সেবন করা
- ৪। স্ট্রেস বা চাপমুক্ত থাকা ও মনের মধ্যে প্রশান্তি অনুভব করা
- ৫। বেশী ক্লান্ত বা দুর্বলতা বা ঘুম ঘুম অবস্থায় গাড়ী না চালানো

* একটু ভেবে দেখুন:

- ১। যত সময় বিনয় থাকা যায়, তত সময় মনে রহমত থাকে
- ২। আপনি বদলে যান বদলে যাবে পরিবার, বদলাবে জাতি, বদলাবে দেশ
- ৩। শান্তির মূল হলো শান্ত থাকা
- ৪। হৃদয় ও আত্মাকে শান্ত রাখুন, আপনিও শান্তিতে থাকুন
- ৫। রাগ-ক্রোধ-হিংসা বিবেককে ধ্বংস করে, মানুষকে অমানুষ করে ফেলে

* পরামর্শ:

- ১। বাবা-মা, স্ত্রী ও সন্তানের/পরিবারের ছবি সব সময় ড্রাইভারের সামনে রাখা
- ২। বাবা-মা বা সন্তানের কণ্ঠে প্রতি ১৫-২০ মিনিট পর পর নিম্ন লিখিত অডিও শোনার ব্যবস্থা করা
 - ক) নিরাপদে বাড়ী এসো বাবা, আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি
 - খ) বাবা সাবধানে গাড়ী চালাও, আমি তোমার গাড়ীতেই আছি
 - গ) বাবা তোমার পেশা মহান, গাড়ীর সকল জীবন ও সম্পদ তোমার দায়বদ্ধতায়

জনাব মাতলুবের উক্তি যেমন, একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না।

ডা. মো. আবুল হোসেন

পি-এইচ.ডি রিচার্স ফেলো, এমএস, এমপিএইচ (নিউট্রিশন), বিইউএমএস (ডিইউ)
ডায়াবেটিস, ন্যাচারাল মেডিসিন ও জনস্বাস্থ্য (পুষ্টি) বিশেষজ্ঞ
কনসালটেন্ট, ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, মিরপুর



ঢাকা থেকে বিভিন্ন জেলার সড়ক পথের দূরত্ব

জেলা শহরের নাম	দূরত্ব
ঢাকা-নরসিংদী	(42.6 km) via ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক/ঘ২ এবং প্রগতিসরনী-দেবখাম রোড/N301 (52.4 km) via R301 (53.6 km) via ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক/N2
ঢাকা-গাজীপুর	(39.2 km) via Dhaka City Bypass/N105 (23.3 km) via N3 (24.9 km) via জয়দেবপুর সড়ক এবং N3
ঢাকা-শরীয়তপুর	(102.0 km) via Dhaka - Barisal Highway/N8 (216.3 km) via N5
ঢাকা-নারায়নগঞ্জ	(33.9 km) via N105 এবং প্রগতি সরনী-দেবখাম রোড/N301 (28.0 km) via Shekher Jayga - Staf Quater Rd (30.2 km) via N1
ঢাকা-টাঙ্গাইল	(83.1 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (81.0 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 এবং N3 (96.0 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 এবং Dhaka - Aricha Hwy
ঢাকা-কিশোরগঞ্জ	(107.5 km) via R211 (97.9 km) via রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া-টোক সড়ক/R312 (115.8 km) via ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক/N3
ঢাকা-মানিকগঞ্জ	(62.6 km) via Dhaka - Aricha Hwy/N5 (59.3 km) via Dhaka - Aricha Hwy/N5 এবং ঢাকা-আশুলিয়া মহাসড়ক/N302 (54.4 km) via R504
ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ	(43.6 km) via নারায়নগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জ মহাসড়ক/R812 এবং R111
ঢাকা-রাজবাড়ী	(113.8 km) via N5 148.0 km) via Dhaka - Barisal Highway/N8
ঢাকা-মাদারীপুর	(190.0 km) via N5 (106.9 km) via Dhaka - Barisal Highway/N8

জেলা শহরের নাম	দূরত্ব
ঢাকা-গোপালগঞ্জ	(212.8 km) via ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক/N805 এবং N5 (159.1 km) via ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক/N805
ঢাকা-ফরিদপুর	(122.0 km) via N5 (120.4 km) via Dhaka - Barisal Highway/N8
ঢাকা-কুমিল্লা	(112.8 km) via N1
ঢাকা-ফেনী	(168.7 km) via N1
ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	(100.1 km) via N2
ঢাকা-রাঙ্গামাটি	(315.9 km) via N1 (374.5 km) via ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক/N1
ঢাকা-নোয়াখালী	(206.8 km) via N1 (183.7 km) via R141 এবং N1 (178.4 km) via গৌরীপুর-কচুয়া রোড/Z1044
ঢাকা-চাঁদপুর	(115.5 km) via Z1402 এবং N1 (130.7 km) via গৌরীপুর-কচুয়া রোড/Z1044 এবং N1
ঢাকা-লাক্ষ্মীপুর	(146.6 km) via Z1422 এবং গৌরীপুর-কচুয়া রোড/Z1044
ঢাকা-চট্টগ্রাম	(258.2 km) via N1 (316.8 km) via ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক/N1
ঢাকা-কক্সবাজার	(397.0 km) via N1
ঢাকা-খাগড়াছড়ি	(285.7 km) via N1 (344.3 km) via ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক/N1
ঢাকা-বান্দরবান	(387.9 km) via N1
ঢাকা-সিরাজগঞ্জ	(127.8 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (144.1 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 Ges Dhaka City Bypass/N105
ঢাকা-পাবনা	(158.0 km) via ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক/N6 এবং N5 (203.0 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4
ঢাকা-রাজশাহী	(242.2 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4

জেলা শহরের নাম	দূরত্ব
ঢাকা-বগুড়া	(187.6 km) via Dhaka - Rangpur Hwy/N5 এবং জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (230.1 km) via বরঙ্গাইল-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল রোড
ঢাকা-নাটোর	(204.5 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4
ঢাকা-জয়পুরহাট	(249.5 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (300.8 km) via R548 (287.9 km) via Dhaka - Rangpur Hwy/N5 এবং N5
ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ	(313.8 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (410.1 km) via N5
ঢাকা-নওগাঁ	(237.2 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (257.2 km) via ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক/ঘ৫০৭ জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (257.5 km) via Dhaka - Rangpur Hwy/N5
ঢাকা-যশোর	(202.1 km) via N5 (332.2 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (192.7 km) via ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক/N805
ঢাকা-সাতক্ষীরা	(258.5 km) via N5 (268.8 km) via ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক/N805 (395.0 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4
ঢাকা-মেহেরপুর	(282.6 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (252.7 km) via N5 (302.9 km) via ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক/N507
ঢাকা-নড়াইল	(206.1 km) via N5 (210.1 km) via Faridpur- Magura- Jhenaidah- Jessore- Khulna - Mongla Rd/N7 এবং N5 (152.4 km) via ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক/N805
ঢাকা-চুয়াডাঙ্গা	(288.0 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (215.8 km) via N5 (308.3 km) via ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক/N507
ঢাকা-কুষ্টিয়া	(243.1 km) via জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়ক/N4 (213.1 km) via N5 (175.4 km) via Dhaka - Kushtia Hwy/R710 এবং N5

থার্ড ল্যান্সার

“থার্ড ল্যান্সার” পাথওয়ে কর্তৃক একটি অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং জব মার্কেটপ্লেস যেখানে যে কেউ জয়েন করে তার দক্ষতা অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করতে পারবে। মূলত, থার্ড জেভার তথা হিজড়াদের স্বাধীনভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেই পাথওয়ের নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহিন এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন।



THIRD LANCER

ফ্রিল্যান্সিং করে
ঘরে বসে আয় করুন

www.thirdlancer.com

